মাসিক

আত-তাহরীক

হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, ‘আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা জমা করতাম! তিনি বললেন, কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকরকারী জিহ্বা এবং ঈমানদার স্ত্রী যে তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে’ *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৪তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

جلد : ٢٤، عدد : ١٢، محرم و صفر ١٤٤٣هـ/ سبتمبر ٢٠٢١م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : জলীল খাইয়াত মসজিদ, ইরবীল, কুর্দিস্থান, ইরাক।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩, ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৪তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

মুহাররম-ছফর ১৪৪৩ হিঃ
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৮ বাং
সেপ্টেম্বর ২০২১ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে হাদীছ :
  - আমানতদারিতা ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- প্রবন্ধ :
  - তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ *(৪র্থ কিস্তি)* ০৮
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করার বিধান ১৫
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
  - অল্পে তুষ্টি *(শেষ কিস্তি)* *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ১৯
- মনীষী চরিত :
  - শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(শেষ কিস্তি)* *-ড. নূরুল ইসলাম* ২৭
- সাময়িক প্রসঙ্গ :
  - নদী আটকে চীনের বাঁধ ও শত বছরের ধ্বংসযজ্ঞ ৩৬
    -ব্রহ্ম চেলানি
  - সিঙ্গাপুর যে কারণে উন্নত *-জুন ইয়ুথ কাওন* ৩৭
- অমর বাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৮
- চিকিৎসা জগৎ : ৩৯
  - বজ্রপাত থেকে বাঁচতে করণীয়
  - নিম : পৃথিবীর সবচেয়ে উপকারী গাছ
  - ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকর কিছু খাবার
- কবিতা : ৪১
  - ভাল সাথী
  - আমরা মুসলমান
  - আমার পণ
  - দীপ্ত ঈমান
  - কবরের পথযাত্রী
- স্বদেশ-বিদেশ ৪২
- মুসলিম জাহান ৪৪
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৪৭
- বর্ষসূচী ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৪তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০২১

তালেবানদের পুনরুত্থান ও আমাদের প্রত্যাশা

‘তালেবান’ অর্থ ছাত্র সংগঠন। যারা ইতিপূর্বে সোভিয়েট দখলদারদের হটানোর জন্য রাস্তায় নেমেছিল ও তাতে সফল হয়েছিল। অতঃপর তারা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত পাঁচ বছর আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় ছিল। আমেরিকা তাদেরকে হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু তালেবান বাগে না ফেরায় তারা তাদেরকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর সেখানে হামলার অজুহাত সৃষ্টির জন্য ৯/১১-এর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের নাটক মঞ্চস্থ করা হ’ল। ৩ হাযার লোক মারা গেল। কোনরূপ দ্বিধা না করে পরদিন এই ঘটনার জন্য ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে প্রেসিডেন্ট বুশ বিবৃতি দিলেন। অতঃপর ২৮ দিনের মাথায় ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর আফগানিস্তানে আমেরিকা ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান হামলা চালাল। তালেবান কোনরূপ প্রতিরোধ না গড়ে কাবুল ছেড়ে চলে গেল যুদ্ধ কৌশল হিসাবে। ফলে টুইন টাওয়ার পুনর্গঠনে মাত্র ৪০ কোটি ডলারের বিনিময়ে আমেরিকা পেয়ে গেল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আফগানিস্তান ও পরবর্তীতে ২০০৩ সালের ২০শে মার্চ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈলভাণ্ডার ইরাকে হামলার একটি মহা অজুহাত। এখন তারা তেল লুট করছে সিরিয়ায়। সেদিন তালেবান কোনরূপ রক্তপাত না ঘটিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ২০ বছর পর তারাই আবার গত ১৫ই আগস্ট রবিবার বিনা রক্তপাতে রাজধানী কাবুল দখলে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্ব স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছে তাদের দ্রুতগতির অবিশ্বাস্য বিজয়। কোন কিছুতে তারা হিসাব মিলাতে পারছে না।

দু’দিনের মাথায় ‘তালেবান’ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। ৩ দিনের মাথায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব খুলে দিয়েছে। নারীদের হিজাব অপরিহার্য করে দিয়েছে। বলে দিয়েছে ইসলামী বিধান মেনে সবাই স্ব স্ব কাজে যোগ দিবে। ৪ দিনের মাথায় গত ১৯শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারা ঘোষণা দিয়েছে যে, দেশ চলবে ইসলামী নীতি মোতাবেক তাদের মনোনীত একটি ‘শূরা কাউন্সিলে’র মাধ্যমে। কথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে আদৌ নয়। আমেরিকার পুতুল প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণি ১৪ তারিখেই কাবুল ছেড়ে আরব-আমিরাতে পালিয়েছেন। আফগান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর সহ তার দোসরদের ন্যাক্কারজনকভাবে আমেরিকান বিমানে গাদাগাদি করে সাধারণ লোকদের সাথে পালানোর দৃশ্য দেখে সারা বিশ্ব হাস্যরস করেছে। অথচ তালেবান তাদের থাকতে বলেছিল। কিন্তু নিজেদের সীমাহীন পাপরাশির কারণে তারা এতই ভীত ছিল যে, চারদিকে তারা অন্ধকার দেখেছে। ওসামা বিন লাদেন সহ ৭৮ হাযার তালেবানকে হত্যাকারী আমেরিকানদের প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধ না নেওয়ায় সারা বিশ্ব চমকে গেছে। নিহত বিদেশী সৈন্য ও তাদের দেশীয় মুনাফিকদের মৃত্যুতে কোন সান্ত্বনা নেই। যেমনটি প্রবীণ মার্কিন যোদ্ধারা বলেছেন, তারা বিনা কারণেই বিভিন্ন দেশে আত্মত্যাগ করেছেন। ভিয়েতনাম সহ প্রতিটি যুদ্ধের করুণ সমাপ্তি আমেরিকান সৈন্যদের মনে গেঁথে থাকবে’। বারাক ওবামার সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব রবার গেট্স বলেছেন, গত চার দশকে আমেরিকান প্রেসিডেন্টরা প্রায় প্রতিটি পররাষ্ট্র ও জাতীয় ইস্যুতে ভুল করেছেন’। তাদের বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, বহির্দেশের যুদ্ধগুলোতে লাখো কোটি ডলার ব্যয় করে আমেরিকা কিছুই পায়নি। কেবল রক্তের দাগই তারা রেখে এসেছে। যা ঐসব দেশের মানুষের কাছে আমেরিকাকে চিরদিনের মত হেয় করেছে।

তালেবান পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা কারু প্রতি হুমকি হবেনা এবং কারু হুমকিকেও তারা পরোয়া করবে না। তারা তাদের দেশকে তাদের মত করে গড়ে তুলবে। ৩ কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ১০% শী‘আ সহ ৯৯.৭% মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এই দেশ ইসলামী বিধান মোতাবেক চলবে। অমুসলিমদের প্রতি ইসলামী সহিষ্ণুতা বজায় থাকবে। নারী শিক্ষা ও তাদের কর্ম উদ্যোগ বাধাহীন থাকবে। তবে সবকিছুই হবে পর্দার সাথে। কোনরূপ বেহায়াপনা বরদাশত করা হবে না। বস্তুতঃ এগুলি সবই ধর্মপ্রাণ আফগানদের হৃদয়ের দাবী। আর তাই বিদেশীদের চাপিয়ে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ধোঁকাবাজি তারা অন্তর থেকে মেনে নেয়নি। কারণ ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ প্রথমে মানুষকে ইসলামের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। অতঃপর ‘গণতন্ত্র’ তাকে মানুষের দাস বানায়। অতঃপর ‘জাতীয়তাবাদ’ তাকে ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলে বিভক্ত করে। অতঃপর ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’ এই শয়তানী নীতি তাকে শোষণ ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। উপরোক্ত তিনটি মতবাদের ছুরি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ওছমানীয় খেলাফতকে ধ্বংস করা হয়েছে।

আফগানিস্তানের মানুষ তালেবানদের হৃদয় থেকে গ্রহণ করেছে। আশ্রয় দিয়েছে ও সবরকম সহযোগিতা করেছে। কারণ তারা তাদেরকে ইসলামী খেলাফতের নিশ্চয়তা দিয়েছে। যার অধীনে আল্লাহ্র বিধান মেনে বসবাস করে তারা জান্নাতের আশা করে। তারা গণতন্ত্রের নামে ঘুষখোর, লুটেরা ও দুর্নীতিবাজদের আদৌ মেনে নেয়নি। আর সেজন্যেই তো বিনা যুদ্ধে জয় হ’ল তালেবানের। বাংলাদেশের চাইতে পাঁচগুণ বড় ও মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য শত্রু-মিত্র সবাই ছুটে আসবে। এখন তালেবানের প্রয়োজন হবে কেবল ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার। যা ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে দেখা গেছে। যদি তারা অলসতা ও বিলাসিতার মোহে না পড়ে, যদি তারা পৃথিবীর এক প্রান্তে তাদের জীবন ও অন্য প্রান্তে জান্নাতকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে চলে; তাহ’লে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই তাদের দমন বা নির্মূল করার। বিশ্বশক্তি নামধারী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি বারবার আফগানিস্তানে এসেছে সম্পদ লুট করার জন্য। তারা সেখানকার মানুষের রক্তস্রোত বইয়েছে পানির মত। কিন্তু সর্বদা তাদেরকে ফিরতে হয়েছে ভিক্ষুকের মত কিছু ডলার কুড়িয়ে নিয়ে। এখন তাদের অবস্থা হবে এই যে, তাদের স্বার্থের অনুকূলে হ’লে তালেবানকে তারা বলবে ‘মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী’। আর বিপরীত হ’লে তারা বলবে ‘জঙ্গী’। এইরূপ নোংরা যাদের নীতি, তাদের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক না রেখেই তালেবানকে সামনে এগোতে হবে। সাথে সাথে ঘরের শত্রুদের ধৈর্য্যের সাথে মুকাবিলা করতে হবে। এ বিষয়ে কুরআনী বিধান *(আলে ইমরান ৩/২৮)* ও রাসূল (ছাঃ)-এর কর্মনীতি অনুসরণ করাই যথেষ্ট হবে। মনে রাখতে হবে যে, আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দু’টি নোংরা পলিসি সর্বদা কার্যকর থাকে। (১) মুসলিম বিশ্বের সম্পদ লুট করা এবং (২) মুসলিম সংস্কারবাদী আন্দোলনগুলিকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী আন্দোলন বলে বদনাম করা ও তাদেরকে উৎখাত করা। সে হিসাবে তারা বিভিন্ন দেশে সালাফী বা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সর্বদা প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে।

অতএব আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, তারা যেন সকল প্রকার মাযহাবী তাক্বলীদ ছেড়ে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের উদার মূলনীতির উপর পরিচালিত হয় এবং কোনরূপ উস্কানী ও প্রতারণার ফাঁদে পা না দিয়ে সর্বদা ইসলামের মধ্যপন্থা নীতি অবলম্বন করে। হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী‘আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদের খেলাফত ধ্বংসের ইতিহাস এবং নিকট অতীতে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ ওছমানীয় খেলাফত ধ্বংসের ইতিহাস তাদের ভালভাবে জানা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক বিশ্ব তাদের নিয়ে নানাভাবে খেলতে চেষ্টা করবে। অতএব সতর্ক থাকা অপরিহার্য। আমরা ‘ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান’-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি *(স.স.)*।

বর্ষশেষের নিবেদন : ২৪তম বর্ষ শেষে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাঁর দ্বীনদার বান্দাদের হৃদয় সমূহকে এ মহান আন্দোলনের প্রতি রুজূ করে দিন- আমীন! [সম্পাদক]

আমানতদারিতা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ : إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মজলিসে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে একজন বেদুঈন এল এবং প্রশ্ন করল, ক্বিয়ামত কবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যখন আমানত বিনষ্ট হবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর। লোকটি বলল, তা কিভাবে বিনষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য লোকের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে, তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর'।[১]

এখানে তিনটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। এক- আমানতের খেয়ানত করার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। দুই- উক্ত প্রবণতা দূর করার জন্য প্রয়োজন শক্ত শাসন ও তদারকি। তিন- যথাযোগ্য ব্যক্তির হাতে আমানত সোপর্দ করা। এটাকে চুরি হিসাবে গণ্য করে ইসলামে রয়েছে হাত কেটে ফেলার মত সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*।

আমানতের প্রকারভেদ : আমানত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যার মধ্যে আর্থিক আমানত, কথার আমানত, পরামর্শের আমানত, নছীহতের আমানত, গোপনীয়তা রক্ষার আমানত, ইযযতের আমানত, দায়িত্বের আমানত, ইলমের আমানত, ইসলামী দাওয়াতের আমানত, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আমানত, রাষ্ট্রীয় আমানত, আদালতের মাধ্যমে আল্লাহ্র দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়নের আমানত, নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার আমানত, ন্যায়বিচারের আমানত, জনগণের আমানত, সংগঠনের আমানত, চাকুরীর আমানত, ব্যবসায়ের আমানত, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের আমানত, পরিবার পালনের আমানত প্রভৃতি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ- 'তুমি তার আমানত আদায় কর, যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে। আর তোমার সাথে যে খেয়ানত করেছে, তার সাথে খেয়ানত করো না'।[২] অর্থাৎ খেয়ানতকারীর প্রতি পাল্টা খেয়ানত করা যাবেনা।

সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তাঁর দ্বীনের আমানত সোপর্দ করার জন্য আসমান, যমীন, পাহাড় ও মানুষের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন। তখনকার সেই অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً- 'আমরা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার নিকট এই আমানত পেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এ থেকে শংকিত হ'ল। কিন্তু মানুষ তা বহন করল। বস্তুতঃ সে অতিশয় যালেম ও অজ্ঞ' *(আহযাব ৩৩/৭২)*।

জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, الْأَمَانَةُ تَعُمُّ جَمِيعَ وَظَائِفِ الدِّينِ 'আমানত' বলে দ্বীনের সকল প্রকার দায়িত্বকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর হিসাবে বর্ণনা করেন যে, عُرِضَتْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ : خُذْهَا بِمَا فِيهَا، فَإِنْ أَطَعْتَ غَفَرت لَكَ، وَإِنْ عَصَيت عَذَّبْتُك قَالَ : قَبِلْتُ، فَمَا كَانَ إِلاَّ قَدْرُ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، حَتَّى أَصَابَ الْخَطِيئَةَ- আল্লাহ আদমকে বলেন, তুমি আমানত গ্রহণ কর এই মর্মে যে, যদি তুমি আনুগত্য কর, তাহ'লে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আর যদি অবাধ্যতা কর, তাহ'লে তোমাকে শাস্তি দেব। আদম বলল, আমি কবুল করলাম। অতঃপর আছর থেকে মাগরিবের মধ্যেই আদম ভুল করে বসেন।[৩] ظَلُومًا جَهُولاً 'অতিশয় যালেম ও অজ্ঞ' অর্থ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ 'পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ' *(ইবনু কাছীর)*। কেন আল্লাহ এটা করলেন, সে বিষয়ে তিনি বলেন, لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا- 'যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদের শাস্তি দেন। আর মুমিন পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আহযাব ৩৩/৭৩)*। এতে বুঝা যায়, মুনাফিক ও মুশরিকরাই কেবল আমানতের খেয়ানত করতে পারে, প্রকৃত মুমিনরা নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ- 'মুমিন সকল স্বভাবের উপর সৃষ্টি হ'তে পারে খেয়ানত ও মিথ্যা ব্যতীত'।[৪] অর্থাৎ মুমিন কখনো খেয়ানতকারী ও মিথ্যাবাদী হ'তে পারে না। যারা এটা করে, তারা আসলে মুমিন নয়।

১. *বুখারী হা/৬৪৯৬; মিশকাত হা/৫৪৩৯ 'ফিতান' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ।*
২. *আবুদাঊদ হা/৩৫৩৫; তিরমিযী হা/১২৬৪; মিশকাত হা/২৯৩৪ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৪২৩০।*
৩. *তাফসীর ইবনু জারীর ২০/৩৩৭ পৃ.; ইবনু কাছীর।*
৪. *মুসনাদ বাযযার হা/১১৩৯; মুসনাদ আবী ইয়া'লা হা/৭১১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩২৮, হায়ছামী বলেন, রাবীগণ ছহীহ-এর রাবী।*

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا : حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ- 'চারটি বিষয় যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহ'লে দুনিয়ায় তুমি কি ছেড়ে গেলে সেটা দেখার বিষয় থাকবেনা। ১. আমানত রক্ষা করা। ২. সত্য কথা বলা। ৩. সচ্চরিত্রতা এবং ৪. হালাল ও পবিত্র জীবিকা'।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلاَّ الْأَمَانَةَ، 'আল্লাহ্র পথে জিহাদ সকল গোনাহের কাফফারা, আমানত ব্যতীত'।[৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِلاَّ الدَّيْنَ، 'ঋণ ব্যতীত'।[৭] অতএব প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হবে, আমানত রক্ষা করা ও যথাসম্ভব ঋণ না করা। আর বাধ্য হয়ে ঋণ করলেও তা যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করা অথবা অছিয়ত করা। যাতে হঠাৎ মৃত্যু হয়ে গেলে ওয়ারিছগণ সর্বাগ্রে সেটি পরিশোধ করে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট খুব কমই ভাষণ দিতেন যেখানে তিনি বলতেন না যে, ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার আমানতদারিতা নেই। আর ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই, যার অঙ্গীকার ঠিক নেই'।[৮]

আল্লাহ সফলকাম মুমিনদের সাতটি নিদর্শন বর্ণনা করেন। তার মধ্যে ৫ম ও ৬ষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ- 'আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে' *(মুমিনূন ২৩/৮; মা'আরেজ ৭০/৩২)*। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، 'আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথাযথ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও'... *(নিসা ৪/৫৮)*।

মূসা (আঃ)-এর আমানতদারিতার সাক্ষ্য দিয়ে শো'আয়েব (আঃ)-এর দুই কন্যার একজন তাদের পিতাকে বলেছিল, আব্বা! এঁকে বাড়ীতে কর্মচারী হিসাবে রেখে দিন। কেননা 'আপনার কর্ম সহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। পরে শো'আয়েব (আঃ) মূসাকে তাঁর জামাই করে নেন *(ক্বাছাছ ২৮/২৭)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلاَثَةٌ : الْعَزِيزُ حِينَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، وَالَّتِي قَالَتْ : يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ تَفَرَّسَ فِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- 'দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি ছিলেন সর্বাধিক বিচক্ষণ। (১) 'আযীযে মিছর' বা মিসরের রাজস্ব মন্ত্রী (যিনি শিশু ইউসুফের চেহারা দেখেই তাকে চিনেছিলেন এবং স্ত্রীকে বলেছিলেন,) 'একে সম্মানজনকভাবে থাকার ব্যবস্থা কর। সম্ভবতঃ সে আমাদের কল্যাণে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব' *(ইউসুফ ১২/২১)*। (২) শো'আয়েব (আঃ)-এর ঐ কন্যা, যে মূসা সম্পর্কে স্বীয় পিতাকে বলেছিল, হে পিতা! আপনি এঁকে আপনার কর্মসহযোগী হিসাবে রেখে দিন। কেননা উত্তম সহযোগী সেই-ই, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হয়' *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। (৩) হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ), যিনি ওমর (রাঃ)-কে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে অছিয়ত করেছিলেন'।[৯]

নেতৃত্বের আমানত : এটি অত্যন্ত কঠিন আমানত। অনেক সময় এই আমানত রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন হয়। নানাবিধ অপবাদ ও জেল-যুলুম সহ্য করতে হয়। অতি ভক্তদের বাড়াবাড়ি ও বিরোধীদের চক্রান্ত সর্বদা তার সাথী হয়। মানুষ সর্বদা দায়িত্বশীলদের বিশেষ করে নেতাদের আমানতে সন্দেহ করে। এমনকি তারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও ছাড়েনি। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের গণীমতের মাল থেকে একটি লাল চাদর খোয়া গেলে কিছু লোক বলে, لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا، সম্ভবতঃ রাসূল (ছাঃ) এটি নিয়েছেন'। তখন আয়াত নাযিল হয়, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ- 'কোন নবীর জন্য সমীচীন নয় খেয়ানত করা। যে ব্যক্তি যা খেয়ানত করে, তা নিয়ে সে ক্বিয়ামতের দিন হাযির হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী তার ফলাফল পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং তারা কেউ অত্যাচারিত হবে না'।[১০]

---

৫. আহমাদ হা/৬৬৫২; বায়হাক্বী শো'আব হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫২২২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৭৩৩।

৬. বায়হাক্বী শো'আব হা/৪৮৮৫; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৬৩; ইবনু জারীর ২০/৩৪০।

৭. মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/৩৮০৬ 'জিহাদ' অধ্যায়।

৮. বায়হাক্বী শো'আব হা/৪০৪৫; মিশকাত হা/৩৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩০০৪।

৯. হাকেম ২/৩৭৬, হা/৩৩২০, হাকেম একে 'ছহীহ' বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৮৯।

১০. তিরমিযী হা/৩০০৯; আবুদাঊদ হা/৩৯৭১; আলে ইমরান ৩/১৬১; ইবনু কাছীর।

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হুনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টনের সময় ইয়ামন থেকে আলী (রাঃ) প্রেরিত সামান্য কিছু অপরিশোধিত স্বর্ণ চারজনকে বণ্টন করায় অসন্তুষ্ট কিছু ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاَءِ، আমরা ওদের চাইতে এর অধিক হকদার। জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, أَلاَ تَأْمَنُونِى وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِى السَّمَاءِ، يَأْتِينِى خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟ ‘তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করো না? অথচ আমি আসমানবাসীর নিকট বিশ্বস্ত। সকাল-সন্ধ্যায় আমার নিকট আসমানের খবর আসে’। এরপরেও তারা বলল, يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন’। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِىَ اللهَ؟ ‘তোমার ধ্বংস হৌক! আমি কি বিশ্ববাসীর মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার অধিক হকদার নই?’...।[১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন,-رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ- ‘আল্লাহ মূসার প্রতি রহম করুন! এর চাইতে বেশী কষ্ট তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এরপরেও তিনি ছবর করেছিলেন’।[১২] এতে বুঝা যায় যে, নেতাকে কঠোর আমানতদার ও অত্যন্ত ধৈর্যশীল হ’তে হয়।

বড় আমানত হ’ল জনগণের আমানত : এই আমানত রক্ষার জন্য যোগ্যতা, সততা ও আল্লাহভীরুতা ছাড়াও প্রয়োজন হ’ল ভার বহনের সৎসাহস। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু যার গিফারী (রাঃ) একদিন রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আমাকে কোন এলাকার শাসক নিযুক্ত করবেন না? তখন তিনি আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ- ‘হে আবু যার! তুমি দুর্বল। আর শাসনকার্য হ’ল একটি আমানত। নিশ্চয় তা হবে ক্বিয়ামতের দিন অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ। তবে সে ব্যক্তি নয়, যে তা যথার্থভাবে গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠার সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে’।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, হে আবূ যার! আমি দেখছি তুমি একজন দুর্বল ব্যক্তি। আর আমি তোমার জন্য সেটাই পসন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য পসন্দ করি। তুমি কখনো দু’জন লোকেরও নেতা হয়োনা এবং ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হয়ো না’।[১৩] একই ধরণের কথা তিনি মিক্বদাম বিন মা‘দীকারিবকেও বলেছিলেন।[১৪]

উক্ত হাদীছে আমানত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়নি বরং আমানতদারিতার গুরুত্ব যে কত বেশী, সেটা বুঝানো হয়েছে। আর এটাই বাস্তব যে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দায়িত্ব পালন ও আমানতদারিতার বাধ্য-বাধকতা থাকবেই। কিন্তু আমানত যেন যথাযথভাবে রক্ষিত হয় এবং তাতে কোনভাবেই খেয়ানত না হয়, সেটাই দেখার বিষয়।

আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوآ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না’ *(আনফাল ৮/২৭)*। তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ খেয়ানতকারীদের ভালবাসেন না’ *(আনফাল ৮/৫৮)*। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, ...وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا- ‘আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না’ *(নিসা ৪/১০৫)*। অত্র আয়াত থেকে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, নেতা কখনো কোন অধঃস্তন কর্মচারী বা কর্মকর্তার খেয়ানতের পক্ষে বাদী হ’তে পারবেন না। আর সেকারণেই রাসূল (ছাঃ) কুরায়েশ বংশের সম্ভ্রান্ত মাখযূম গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরি করলে তার পক্ষে সুফারিশের জওয়াবে উসামা বিন যায়েদকে বলেন, তুমি আমার নিকট আল্লাহ্‌র দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন, إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، ‘তোমাদের পূর্বেকার জাতি ধ্বংস হয়েছে একারণে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তার উপরে দণ্ডবিধি জারি করত’। وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا- ‘আল্লাহ্‌র কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহ’লে আমি তার হাত কেটে দিতাম’।[১৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِّرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ- ‘আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে কিছু লোকের দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন, অতঃপর সে খেয়ানত কারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে

---

১১. বুখারী হা/৪৩৫১।
১২. বুখারী হা/৪৩৩৬।

১৩. মুসলিম হা/১৮২৫; মিশকাত হা/৩৬৮২ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।
১৪. আবুদাঊদ হা/২৯৩৩; মিশকাত হা/৩৭০২ যঈফ।
১৫. বুখারী হা/৩৪৭৫; মুসলিম হা/১৬৮৮ (৮); মিশকাত হা/৩৬১০ ‘দণ্ডবিধি সমূহ’ অধ্যায়।

হারাম করে দেন'।[১৬] এরূপ কঠোর বিধানের কারণেই কোনরূপ চুরি বা সরকারী সম্পদের আমানতের খেয়ানত করার ঘটনা ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে দুর্লভ। ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিজয়ের মূল কারণ ছিল মূলতঃ এই আমানতদারী এবং সুশাসন ও ন্যায়বিচার।

মুসলিম বাহিনী ওয়াদিল ক্বোরা উপস্থিত হ'লে ইহূদীরা তীর নিক্ষেপ শুরু করে। তাতে মিদ'আম (مِدْعَم) নামক রাসূল (ছাঃ)-এর জনৈক গোলাম মৃত্যুবরণ করে। সাথীরা তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলে ওঠেন, الْجَنَّةُ 'তার জন্য জান্নাত'। তখন রাসূল (ছাঃ) রাগতঃস্বরে বলেন, 'কখনোই না। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, এই ব্যক্তি খায়বরের দিন গণীমত বণ্টনের পূর্বেই তা থেকে একটা চাদর নিয়েছিল। সে চাদর এখন তার উপর অবশ্যই আগুন হয়ে জ্বলবে'। একথা শুনে কেউ জুতার একটি ফিতা বা দু'টি ফিতা যা গোপনে নিয়েছিল, সব এনে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জমা দিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ফিতা ছিল আগুনের'।[১৭]

জাবের (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মারা গেলে মাত্র দুই দীনার ঋণ থাকায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর জানাযা পড়াননি। তখন আবু ক্বাতাদাহ উক্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঋণগ্রস্ত নির্ধারিত হ'ল এবং মাইয়েত দায়মুক্ত হ'ল? আবু ক্বাতাদাহ বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়ালেন। একদিন পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দুই দীনারের অবস্থা কি? আবু ক্বাতাদাহ বলল, মাত্র গতকালই লোকটি মারা গেছে। পরের দিন রাসূল (ছাঃ) পুনরায় তার নিকটে এলেন। আবু ক্বাতাদাহ বলল, আমি তার দুই দীনার পরিশোধ করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ– 'এখন ঐ মাইয়েতের চামড়া ঠাণ্ডা হ'ল'।[১৮] এতে বুঝা যায় যে, কেবল দায়িত্ব নিলেই মাইয়েতের আযাব দূর হবেনা, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হবে।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গণীমতের মালের দুই দিরহাম বা তার কম মূল্যের তুচ্ছ বস্তুর খেয়ানতকারী[২০] এবং আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়েননি বরং অন্যকে পড়তে বলেছেন।[২১] এক্ষণে আমানতের খেয়ানতকারী ব্যক্তির সাথে মুমিন সমাজের আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ, তা সহজেই অনুমেয়।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, (হোনায়েন যুদ্ধের দিন) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে জনগণ! তোমাদের গণীমতের মালের সুঁই ও সুতা সহ সবই জমা দাও। গণীমতের মাল আত্মসাৎ করা হ'তে বেঁচে থাক। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তা আত্মসাৎকারীর জন্য লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে'।[২২]

তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি রোম সম্রাটের সেনাপতি মুসলিম বাহিনীর নিকট বারবার পরাজিত হয়ে ১৩ হিজরীতে শামের আজনাদাইন যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার এক দুঃসাহসী ও উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরব খৃষ্টান গুপ্তচরকে নিয়োগ দেন। গুপ্তচর মুসলিম সেনা শিবিরে কয়েকদিন অবস্থান শেষে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দেয়, তা ছিল নিম্নরূপ : هُمْ بِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ، وَلَوْ سَرَقَ ابْنُ مَلِكِهِمْ قَطَعُوْا يَدَهُ وَلَوْ زَنَى رَجَمُوْهُ– 'তারা রাতের বেলায় ইবাদতগুযার ও দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার। আল্লাহ্র কসম! যদি তাদের শাসকপুত্র চুরি করে, তাহ'লে তারা তার হাত কেটে দেয়। আর যদি যেনা করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে মাথা ফাটিয়ে হত্যা করে'। একথা শুনে সেনাপতি ক্বায়কুলান বলে ওঠেন, وَاللهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَنَا مِنْ ظَهْرِهَا 'আল্লাহ্র কসম! যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহ'লে ভূগর্ভ আমাদের জন্য উত্তম হবে ভূপৃষ্ঠের চাইতে'। অর্থাৎ আমাদের মরে যাওয়াই উত্তম হবে।

পরে ১৬ হিজরীতে শাম থেকে নিরাশ হয়ে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে ফিরে গিয়ে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর এক বিশ্বস্ত গুপ্তচরকে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তার কাছ থেকে একই ধরনের রিপোর্ট পেয়ে বলেন, لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَنِي لَيَمْلِكُنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ– 'যদি তুমি আমাকে সত্য বলে থাক, তাহ'লে ওরা অবশ্যই আমার দু'পায়ের নীচের এই সিংহাসনটারও মালিক হয়ে যাবে'।[২৩]

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল এবং হযরত ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্য ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত বিজয় অব্যাহত থাকে। যা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা সহ পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ ভূ-ভাগে বিস্তৃত হয়। ১৯২৪ সালের ২৪শে মার্চ সর্বশেষ তুরস্কের ওছমানীয় খেলাফত ইহূদী-নাছারা ও তাদের দোসর মুনাফিকদের চাতুরী ও কপটতার কারণে বিলুপ্ত হয়।

আমানতদারিতার গুরুত্ব যে কত বেশী, তা বুঝা যায় পরবর্তী খলীফা কাকে করা হবে সে বিষয়ে খলীফা আবুবকর ও

১৬. মুসলিম হা/১৪২; রাবী মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ)।
১৭. বুখারী হা/৪২৩৪; মুসলিম হা/১১৫; মিশকাত হা/৩৯৯৭, জিহাদ অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-৭।
১৮. আহমাদ হা/১৪৫৭৬, সনদ হাসান।
১৯. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৮৫।
২০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৫৩।
২১. বুখারী হা/৫৭৭৮; মুসলিম হা/১০৯; মিশকাত হা/৩৪৫৩।
২২. দারেমী হা/২৪৮৭; নাসাঈ হা/৩৬৮৮ হাসান; মিশকাত হা/৪০২৩।
২৩. ইবনু জারীর, তারীখুত ত্বাবারী ২/২১৫; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৭, ৫৪ পৃ.।

ওমরের মৃত্যুকালীন দুশ্চিন্তা থেকে। আবুবকর (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় পরবর্তী খলীফা হিসাবে নিকটতম ছাহাবীদের নিকট ওমর ফারূকের নাম প্রস্তাব করেন। তাতে তারা সবাই একবাক্যে সম্মত হন। তবে কেউ কেউ ওমরের কঠোরতার বিষয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, খেলাফতের গুরুভার চেপে বসলে ঐ কঠোরতা কমে যাবে।[২৪] ওমর (রাঃ) মৃত্যুর আগে আততায়ীর হামলায় আহত হওয়ার পর যখম যন্ত্রণা ভুলে পরবর্তী খলীফা কাকে করা যায়, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন। এসময় উপস্থিত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের নিকট যোগ্যতম কয়েকজনের নাম নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকের ভাল-মন্দ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন। শেষে কারু ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে তিনি স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত উম্মতের শ্রেষ্ঠ ছয় জনের নাম প্রস্তাব করে যান এবং তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে তাদেরকে যেকোন এক জনের ব্যাপারে একমত হওয়ার আদেশ দেন। যদি দুই পক্ষে তিন তিন সমান হয়ে যায়, তাহ'লে বড় ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে এক পক্ষে সমর্থন দিয়ে খলীফা নিযুক্তির কথা বলে যান।[২৫] এতে বুঝা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্য নেতা নির্বাচন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেখানে যোগ্য নির্বাচকমণ্ডলী থাকা তার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নেতাই হবেন সর্বোচ্চ আমানতদার। তাঁর কাছেই থাকবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আমানত।

খেয়ানতকারীর পরিণতি : ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের ডেকে বলা হবে, هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ– 'এটি অমুকের সন্তান অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা'।[২৬] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ– 'প্রত্যেক খেয়ানতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন একটি ঝাণ্ডা থাকবে, যা তার পিঠের পিছনে পুঁতে দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার খেয়ানতের পরিমাণ অনুযায়ী সেটি উঁচু হবে। সাবধান! জনগণের নেতার খেয়ানতের চাইতে বড় খেয়ানত আর হবেনা'।[২৭] দায়িত্বশীলগণ কোনরূপ খেয়ানত করবেন না বলে অঙ্গীকার করে থাকেন। অথচ তারাই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আমানতের খেয়ানত করেন। আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً– 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*।

কুরআনের আমানত : আমানতদারিতার বিষয়ে সতর্ককারী শ্রেষ্ঠ ইলাহী গ্রন্থ হ'ল আল-কুরআন। যা মানুষকে বিশ্ব পরিচালনার সর্বোচ্চ আমানত সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও সর্বোত্তম উপায়ে পরিপালনের যথাযথ পথ প্রদর্শন করে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ– 'যদি এই কুরআন আমরা কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহ'লে অবশ্যই তুমি তাকে দেখতে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হ'তে। আর আমরা এইসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(হাশর ৫৯/২১)*। আর এ কারণেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হিসাবে 'আবুল হাকাম' নামে প্রসিদ্ধ 'আবু জাহ্ল' ও তার সাথীরা কুরআনী আমানত বহনে অস্বীকার করেছিল। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ– 'আমরা জানি যে, তারা যেসব কথা বলে তা তোমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম-মাক্কী ৬/৩৩)*।

জগৎ সংসারে শান্তি ও সুখের আকাঙ্খী এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠাকামী মানুষকে অবশ্যই কুরআনী আমানত বহনে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহকে খেয়ানতের দায়ে আল্লাহ্র নিকট দায়ী হ'তে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে খেয়ানতের কঠিন পাপ থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

২৪. *ইবনুল আছীর, আল-কামেল ফিত তারীখ ২/২৬৬ পৃ.।*
২৫. *আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলত্বা-নিইয়াহ ১৩ পৃ.।*
২৬. *বুখারী হা/৬১৭৭ 'মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে' অনুচ্ছেদ-৯৯; মুসলিম হা/১৭৩৫; মিশকাত হা/৩৭২৫ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।*
২৭. *মুসলিম হা/১৭৩৮; মিশকাত হা/৩৭২৭ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।*

তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ

*মূল (উর্দূ): হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৪র্থ কিস্তি)

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর সাক্ষ্য :

বিগত বর্ণনা থেকে যদিও মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা এনায়েত আলী ও তাদের গোটা পরিবারের আহলেহাদীছ হওয়ার বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারপরেও বিপক্ষ দলের সাক্ষ্যের একটা আলাদা মূল্য রয়েছে। সেই হিসাবে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর স্বীকারোক্তিও লক্ষণীয়। মাওলানা সিন্ধী লিখেছেন, 'যখন মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ ইমাম আব্দুল আযীযের নিকট 'হুজ্জাতুল্লাহ' অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁর সম্মানিত দাদা শাহ অলিউল্লাহ-এর তরীকার উপরে আমল শুরু করে দেন। তিনি নিজস্ব এমন একটি খাছ জামা'আত তৈরি করেন, যারা 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' অনুসারে আমল করতেন। এরা শাফেঈদের মতো রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন এবং সশব্দে আমীন বলতেন, যেমনটা সুনান (হাদীছ) গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত আছে'।[১] আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি লিখেছেন, 'মাওলানা বেলায়েত আলীর আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, তিনি মাওলানা ইসমাঈল শহীদের ঐ খাছ জামা'আতকে, যার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, পুনর্জীবিত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। এজন্যই মাওলানা নাযীর হুসাইন ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের মতো আলেমরাও তাঁর সাথে থাকতেন'।[২]

তিনি আরো বলেন, 'মাওলানা নাযীর হুসাইন দেহলভী এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীও মাওলানা বেলায়েত আলীর দলের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন'।[৩]

মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর উক্ত জামা'আত, যেটি হাদীছ অনুযায়ী আমলে অগ্রণী এবং তাক্বলীদের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিল, তার কথা এক ইংরেজ স্যার জেম্স উকেন্‌লিও (James Ookenly) উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, এই জামা'আতের লোকেরা নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বলত।[৪]

ছাদেকপুরী পরিবার ও তাদের অনুসারীরা যে নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বলতেন তা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এই হ'ল মাওলানা বেলায়েত আলীর মাসলাক। জিহাদ আন্দোলনের সঙ্গে যার সম্পর্ক ও বিশাল অবদান সম্পর্কে মাওলানা মাস'উদ আলম নাদভী লিখেছেন, 'বালাকোটের বেদনাদায়ক ঘটনার পর সমগ্র দেশ জুড়ে উদাসীনতা ছেয়ে গিয়েছিল। জামা'আত ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভাল ভাল ব্যক্তিদের পা পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। জিহাদের সকল কর্মতৎপরতা এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। এসময় আযীমাবাদ পাটনার ছাদেকপুর মহল্লার এক ব্যক্তি পতনোন্মুখ এই পতাকাকে নিজ হাতে উঁচিয়ে ধরেন এবং জীবনভর নিজের বুকের সাথে আগলে রাখেন। সেই মহামানবের পরে তার ভাই-ভাতিজা, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন ও অনুসারীগণ যেভাবে নিজেদের রক্ত দিয়ে এই পাতাঝরা বাগিচাকে সিঞ্চন করেছেন, ভারতের সামগ্রিক ইতিহাসে তার তুলনা কেবল তাঁরাই'।[৫]

মাওলানা গোলাম রসূল মেহের লিখেছেন, 'মাওলানা বেলায়েত আলী রায়বেরেলীতে শিক্ষা লাভের পর তাঁর জন্মস্থানে ফিরে যান এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ওয়ায ও তাবলীগের জন্য উৎসর্গ করে দেন। তাঁরই চেষ্টায় তার পরিবার এবং অন্যান্য প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন সাইয়েদ (আহমাদ) ছাহেবের সাথে সম্পৃক্ত হন। যেমন মাওলানার পিতা মৌলভী ফতেহ আলী, তার ভাই মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা ত্বালেব আলী, মাওলানা ফারহাত হুসাইন, তাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ হুসাইন, মৌলভী ইলাহী বখশ, মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মাওলানা ফাইয়ায আলী, মৌলভী কমরুদ্দীন, মৌলভী বাকের আলীসহ যারাই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন তাদের একজনও সাইয়েদ ছাহেবের চিন্তাধারার গণ্ডীতে শামিল হতে বাকী ছিলেন না। এসব মনীষীর ত্যাগ-তিতিক্ষা জিহাদ আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়'।[৬]

এই ছাদেকপুরী পরিবার পুরোটাই ছিলেন আহলেহাদীছ অর্থাৎ হাদীছ অনুযায়ী আমলকারী। তাদের জীবনীগ্রন্থ, তাদের রচনাবলী এবং তাদের দাওয়াতী প্রচেষ্টা থেকে যা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা ও আহলেহাদীছ জনসাধারণের এই জিহাদী অবদান মাওলানা গোলাম রসূল মেহেরের সারগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন[৭] গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। এ গ্রন্থে তিনি এক শতাব্দীর জিহাদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে অধিকাংশই এমন সব আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আলোচনা আপনি দেখতে পাবেন, যারা আহলেহাদীছ ছিলেন। যারা জিহাদের সাথে সাথে আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসারে সারা জীবন ব্যয় করেছেন। এতে কাযীকোট (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান)-এর

---

* *পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শারঈ আদালতের আজীবন উপদেষ্টা, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও গবেষক; সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান।*

** *ঝিনাইদহ।*

১. *শাহ অলিউল্লাহ আওর উন কী সিয়াসী তাহরীক, পৃ. ১০৫, ১৩০।*
২. *ঐ, পৃ. ১৩৩।*
৩. *ঐ, পৃ. ১৩২।*
৪. *সাইয়েদ তোফায়েল আহমাদ মোঙ্গলোরী, মুসলমানূঁ কা রওশন মুস্তাক্ববেল, পৃ. ৮৭।*
৫. *হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক, পৃ. ৫৬।*
৬. *সারগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন, ২২৬, ২২৭ পৃ. (মূল উর্দূ মোট পৃ. সংখ্যা ৬৬৪)।*
৭. *'মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত' নামে বইটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।-সম্পাদক।*

ঐ সকল মুজাহিদের আলোচনাও স্থান পেয়েছে, যাদেরকে ১৯২১ সালের বোমাবাজির মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছিল। এই পরিবারও ছিল আহলেহাদীছ। কাযী আব্দুর রহীম গুজরানওয়ালাও ছিলেন এই পরিবারের এক দ্যুতিময় মুক্তা- যিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী শায়খুল হাদীছ গুজরানওয়ালার বিশ্বস্ত সঙ্গী, বিশিষ্ট আহলেহাদীছ আলেম ও লেখক এবং জিহাদ আন্দোলনের অবশিষ্ট পূর্বসূরীদের সোনালী ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা ফযলে ইলাহী ওয়াযীরাবাদীর হাতে জিহাদের বায়'আত নিয়েছিলেন এবং সারা জীবন মুজাহিদদের খিদমতে ও ইংরেজদের বিরোধিতায় কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৮৮ বছর বয়সে তিনি গুজরানওয়ালায় মৃত্যুবরণ করেন।

কাযী আব্দুর রহীম (রহঃ) ও জিহাদ আন্দোলন :

মরহূম হাকীম আব্দুল্লাহ খাঁ নছর সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কাযী আব্দুর রহীমের শিষ্য এবং জিহাদ আন্দোলনে তাঁর বিশ্বস্ত সাথী। তিনি কাযী আব্দুর রহীমের ব্যক্তিত্ব ও অবদানের উপর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হ'ল তিনি তা শেষ করতে পারেননি। প্রবন্ধটির মাত্র সাত কিস্তি ছাপা হয়েছিল। যাই হোক, উক্ত প্রবন্ধে জিহাদ আন্দোলনে তাঁর যোগদান এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা চলে এসেছে। আমরা তার কিছু প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি। এতে জানা যাবে যে, আহলেহাদীছ আলেমগণ ছাদেকপুরী আলেমদের পরে কিভাবে এই জিহাদ আন্দোলনকে গোপনে জীবিত রাখেন এবং অতুলনীয় এখলাছ ও জাযবা নিয়ে এ পথের কঠিন কষ্ট ও বিপদ সমূহের মুকাবিলা করেন।

হাকীম আব্দুল্লাহ খাঁ নছর (মৃ. জানুয়ারী ১৯৭৮) স্বীয় আহলেহাদীছ শিক্ষকবৃন্দ ও সহপাঠীদের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'অবস্থা এই যে, যখনই এই পরিবার এবং সরলমনা মুজাহিদদের আত্মত্যাগ ও তোপের মুখে মাথা পেতে দেওয়া, ইসলামের চিরন্তন দুশমন ইংরেজদের প্রতি তাদের আন্তরিক ঘৃণা এবং তাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদসুলভ ভূমিকা পালনের দৃশ্য আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয় এবং এ পথের বিপদাপদ ও জেল-যুলুম সহ্য করার ঘটনাবলী স্মরণে আসে তখন অনুভূত হয়, এ জামা'আত কেমন ছিল? সৃষ্টিজগতের সারনির্যাস ছিল। যাদের আল্লাহ পাক সেই মনোবল ও সাহস প্রদান করেছিলেন, যা তিনি নবীদের উত্তরাধিকারীদের দিয়ে থাকেন। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পবিত্র শিক্ষার বদৌলতে তাদের এসব সৌভাগ্য পূর্ণমাত্রায় হাছিল হয়েছিল। তারা পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজদের নাভিশ্বাস উঠিয়ে ছেড়েছিলেন। তাদের জিহাদী কর্মকাণ্ডের বিবরণ এতই হৃদয়গ্রাহী যে, প্রতি মুহূর্তে তা ঈমানকে তাযা রাখে'।[৮]

তারপর তিনি লিখেছেন, 'যখন আমি হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী ছাহেবের মাদ্রাসা ছেড়ে গুজরানওয়ালা যাচ্ছিলাম তখন আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা ফযলে ইলাহী আমাকে বলেন, ওখানে গিয়ে কাযী আব্দুর রহীম ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তিনি জামা'আতে মুজাহিদীনের লোক। ... এদিকে কাযী ছাহেবকেও জানানো হয়েছিল যে, 'এক কড়া স্বভাবের নবাগত' যাচ্ছে, তাকে গড়ে তুলবে। ... সেকালে যে মসজিদে মাওলানা ইসমাঈল সালাফীর মাদ্রাসা ছিল এবং নছর ছাহেব ওয়াযীরাবাদ থেকে গিয়ে তথায় শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন, সেই মসজিদের দোকানে বসে কাযী ছাহেব চিকিৎসা করতেন। এ ব্যবস্থা একটি পরিকল্পনার অধীনে ছিল। কেননা এভাবে মুজাহিদদের যারা কর্মী হতেন তাদের মসজিদে অবস্থান করা সহজ হ'ত এবং কাযী ছাহেবের সাথে তাদের যোগাযোগ আসান হ'ত। সেকালে মুজাহিদ আন্দোলনে শরীক হওয়া যে শাহাদাতের পেয়ালা পানের সমার্থক ছিল তা জনৈক কবির একটি পংক্তিতে ফুটে উঠেছে।

یہ شہادت گہ میدان میں قدم رکھنا ہے
لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

'এ তো শহীদী ময়দানে পদচারণা অথচ লোকে ভাবে, মুসলমান হওয়া না জানি কত সহজ'।

ইংরেজ সরকার এবং তার কর্মচারীরা মুজাহিদদের উপর খুব কড়া নযরদারী করত। দেশে যতগুলি আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসা ছিল তার সব ক'টিতে সিআইডি বা গোয়েন্দা বিভাগ নিজেদের লোকদের শিক্ষক, ছাত্র, মুওয়ায্যিন, খাদেম ইত্যাদি হিসাবে নিযুক্ত করে রাখত। এরূপ ঘেরা টোপে আবদ্ধ থেকেও আল্লাহ্র সেই শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে ইসলামের এই স্বাধীনচেতা মুজাহিদগণ যে গৌরবময় কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। কবি বলেন, প্রত্যেক দাবীদারের জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত কোথায়?

তারা এই উপমহাদেশের দূর-দূরান্তের অঞ্চল হ'তে এবং দেশের আনাচে-কানাচে থেকে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে মুজাহিদ বাহিনীর এ হাত ও হাত ঘুরে তা ইয়াগিস্তানে মুজাহিদদের কেন্দ্র আসমাস্ত ও চামারকান্দে পৌঁছে দিতেন। ইংরেজদের সকল ব্যবস্থাপনা এবং সীমান্তে তাদের বিশেষভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত যে, কিভাবে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের পাতা জাল ছিন্ন করে সীমান্ত পেরিয়ে তারা নিজেদের কেন্দ্রে পৌঁছে যায়! কেননা যখনই কোন নতুন বাহিনী সেখানে পৌঁছত, তখনই খোদ মুজাহিদদের মাঝে সরকার যেসব সিআইডি-র অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাখত এবং যারা সেই কেন্দ্রগুলিতে সদাসর্বদা অবস্থান করত তারা এখানকার সরকারকে অবহিত করত যে, এত জন সৈন্য, এত এত টাকা ও রসদপত্র নিয়ে অমুক তারিখে এখানে এসে পৌঁছেছে। তারপর এদিকের সরকার ঐ রাস্তায় মোতায়েন করা তাদের লোকদের জিজ্ঞেস করত এবং নযরদারী আগের থেকে আরো কঠিন করে দিত। কিন্তু মুজাহিদদের তীব্র বন্যাস্রোত সেসব প্রতিবন্ধককে

৮. *আল-ই'তিছাম, লাহোর, ৯ই এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ৫।*

ভেঙেচুরে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেত। কবি কতই না সত্য বলেছেন :

وہ چنگاری خس وخاشاک سے کس طرح دب جائے

جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا

‘সে স্ফুলিঙ্গ কিভাবে আবর্জনার চাপে দমে যাবে যাকে আল্লাহ পয়দা করেছেন বাঁশঝাড়ে আগুন লাগানোর জন্য’।[৯]

তারপর হাকীম ছাহেব লিখেছেন, ‘নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাযী আব্দুর রহীম ছাহেবের সাথে দেখা করতে উন্মুখ ছিলাম। একইভাবে তিনিও আমার সাথে মিলিত হতে খুব আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মনে মনে পরস্পরের মধ্যে মিলনের তীব্র আগ্রহ ছিল। কিন্তু জনসম্মুখে কেউ কারো নাম জিজ্ঞেস করার অনুমতি ছিল না। এটা আন্দোলনের রীতি বিরোধী ছিল। কারণ তাতে গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা থাকত। আর মুজাহিদদের আন্দোলনও ছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ড পর্যায়ে। মোটকথা, কিছুদিন পর আমি জানতে পারলাম, ইনি কাযী আব্দুর রহীম এবং তিনিও পরিচয় পেয়ে গেলেন যে, ইনি আব্দুল্লাহ খাঁ নছর। পরিচয়ের পর যদিও তখন পর্যন্ত সরাসরি কথা হয়নি, তবুও কবির ভাষায় :

آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو چکے

ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے

‘চোখে চোখে ভাব বিনিময় হয়ে গেছে
আমি তোমার, তুমি আমার হয়ে গেছ’।

... একদিন আমি এশার ছালাতের পর কাযী ছাহেবের পিছু নিলাম এবং আমরা দু’জনেই দাওয়াখানায় প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে কেউ ছিল না। কাযী ছাহেব বললেন, ‘আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, আপনার সাথে নির্জনে কোথাও সাক্ষাৎ হ’লে মন খুলে কথা বলব এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করব। আপনি তো জানেন যে, মুজাহিদদের এই আন্দোলন এখন গুপ্তভাবে (under ground) চলছে। ১৮৩১ সালে খিলাফতে রাশেদার নবরূপায়নকারী হযরত সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ)-এর বালাকোট যুদ্ধে শাহাদাত লাভের পর জিহাদ আন্দোলন ও তাবলীগের কেন্দ্র পাটনায় স্থানান্তরিত হয় এবং বাংলা থেকে ইয়াগিস্তান পর্যন্ত পুরো অঞ্চলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই জামা‘আত ইংরেজ ও হিন্দুদের আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে। হিন্দুস্থানকে ‘দারুল হারব’ (যুদ্ধক্ষেত্র) ঘোষণা করা হয় এবং এই দারুল হারবকে ‘দারুল ইসলামে’ (ইসলামী রাষ্ট্রে) রূপান্তরিত করা জামা‘আতের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

(তারপর আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা ফযলে এলাহী, আমীরুল মুজাহিদীন আমীর আব্দুল করীম ও হাফেয আব্দুল মান্নান মুহাদ্দিছ ওয়াযীরাবাদীর জিহাদী কার্যক্রম সমূহ তুলে ধরা হয়।) আমীর আব্দুল করীম ছাহেব ১৯০২ সালে আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর তার কেন্দ্র আসমাস্ত নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটি ইয়াগিস্তানের (বর্তমানে কাশ্মীরের) স্বাধীন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আঞ্জাম দেন তা হ’ল, হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ও এখানকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

হিন্দুস্থানের এই কেন্দ্রগুলিকে একসূত্রে গাঁথা এবং এগুলিকে কর্মমুখর রাখার স্বার্থে হযরত মাওলানা ফযলে ইলাহীকে ১৯০৬ সালে আমীরুল মুজাহিদীন হিন্দ পদে আসীন করার সিদ্ধান্ত হয়। এরপর মাওলানা ফযলে ইলাহী হিন্দুস্থানে আন্দোলনের কাজ চালাতে থাকেন। এরই মধ্যে ৭ই নভেম্বর ১৯১৫ সালে গ্রেফতার হ’লে তাঁকে জলন্ধর কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জেলের মধ্যেও মাওলানা তার দায়িত্ব চালিয়ে যেতে থাকেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কিছুদিন পর ১৭ই আগস্ট ১৯২০ সালে হিজরত করে তিনি চামারকান্দে (ইয়াগিস্তান) পৌঁছেন। মাওলানা আব্দুল করীম কন্নৌজী একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। ঐ বয়সেও তিনি চামারকান্দ কেন্দ্রের আমীর ছিলেন। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে আসীন ছিলেন। মাওলানা ফযলে ইলাহীর চামারকান্দ পৌঁছার অল্প কিছুদিন পর মাওলানা আব্দুল করীম ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সালে ইমারতের দায়িত্ব মাওলানা ফযলে ইলাহীর হাতে অর্পণ করেন। কাযী ছাহেব বললেন, এই হ’ল জামা‘আতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যা আপনার জানা থাকা আবশ্যক ছিল। আর আমরা এখন এই আমীরের নেতৃত্বে কাজ করছি। ... ইতিমধ্যে সেখানে একজন রোগী আসে এবং আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়’।[১০]

‘কিছুদিন পর পুনরায় একবার মিলিত হওয়ার সুযোগ হ’লে কাযী ছাহেব বলেন, সেদিন আমি আপনাকে মুজাহিদ আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলেছিলাম। এ বিষয়ে এ কথাও মাথায় রাখতে হবে যে, এ আন্দোলন বৃটিশ রাজত্বের চরম জাঁকজমকপূর্ণ ও প্রতিপত্তিশালী শাসনের মুখে অস্তিত্ব লাভ করেছিল, যা তাদের অহংবোধের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল। যদিও এ আন্দোলন গুপ্ত ও আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছিল, তারপরেও ইংরেজ সরকার তার অনুসন্ধানে স্বতন্ত্র একটি পুলিশ বিভাগ গঠন করেছে। তাদের জাল আমাদের চারিদিকে পাতা আছে। আমাদের ডানে-বাঁয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রয়েছে। তাদের লোকজন আমাদের সাথে মিলেমিশে এমনভাবে একাকার হয়ে আছে যে, তাদেরকে অপরিচিত কিংবা স্পাই জাতীয় কিছু একটা সন্দেহ করাও আমাদের অপরাধ মনে হয়। (এরপর তিনি এতদসংক্রান্ত দু-তিনটা উদাহরণ পেশ করেন)।[১১]

৬ষ্ঠ কিস্তিতে হাকীম আব্দুল্লাহ খাঁ নছর মরহূম এই কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে নিজের কিছু খিদমতের উল্লেখ করেছেন, যা তিনি কাযী আব্দুর রহীম মরহূমের নেতৃত্বে ইংরেজ ও তাদের টিকটিকিদের বিরুদ্ধে গুজরানওয়ালায় আঞ্জাম দিয়েছিলেন।[১২]

---

৯. *সাপ্তাহিক আল-ই‘তিছাম, লাহোর, ১৬ই এপ্রিল ১৯৭১।*

১০. *ঐ, ২০শে এপ্রিল ১৯৭১।*
১১. *ঐ, ২৮শে মে-৪ঠা জুন, ১৯৭১।*
১২. *ঐ, ১৬ই জুলাই ১৯৭১।*

دریں دریائے بے پایاں، دریں طوفانِ موج افزا

دل انگندیم بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا

(এই কুল-কিনারাহীন সমুদ্রে, এই উত্তরোত্তর বেড়ে চলা সাইক্লোনের ঢেউয়ের মাঝে ব্যথিত চিত্তে ‘বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা’ (আল্লাহ্‌র নামে এ তরীর যাত্রা ও গন্তব্য) বলে যাত্রা করছি)। মহান আল্লাহ তাদের দু’জনের উপর অজস্র ধারায় রহমত বর্ষণ করুন এবং দু’জনকে ক্ষমা করুন!

মাওলানা গোলাম রসূল মেহেরও কাযী আব্দুর রহীম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জিহাদ আন্দোলন সম্পর্কিত বর্ণনা থেকে কিছু তথ্য লাভ করেছেন এবং তা তার রচনাবলীর বরাতসহ উল্লেখ করেছেন।[১৩]

মাওলানা মাস‘ঊদ আলম নাদভী মরহূম জিহাদ আন্দোলন ও মুজাহিদদের ব্যথাতুর বিবরণের উপর লিখিত কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন, ‘কিন্তু অশ্রুর এই কয় ফোঁটা দিয়ে ঐ পাক-পবিত্র রক্তের হক আদায় হবার নয়, যা বাংলার পূর্বাঞ্চলের যেলাগুলি থেকে নিয়ে সীমান্ত ও সীমান্তের পিছনের পাথুরে ও পিপাসার্ত যমীনে দ্বিধাহীনচিত্তে বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। সত্য তো এই যে, এই দিশাহীন পথের দৃঢ়মনা পথিকদের ন্যূনতম হকও আজ পর্যন্ত আদায় করা সম্ভব হয়নি’।[১৪]

বাস্তবতা এই যে, শহীদায়েনের বেদনাবিধুর শাহাদাতের পর অর্থাৎ ১৮৩১-১৯৩৪ খৃ. পর্যন্ত শতবর্ষে এই রক্ত বিসর্জন-কারীরা আহলেহাদীছই ছিলেন এবং এই পুরো সময়কালে, বরং তারও পরে জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব আহলেহাদীছ আলেমদের হাতেই ছিল। এ সকল আহলেহাদীছ আলেম, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, তাদের সাধারণ লোকজন ও ব্যবসায়ীদের জিহাদের সাথে অভাবিত যোগ এবং জান-মালের সীমাহীন কুরবানীর ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের এই সজীব বৃক্ষ উত্তরোত্তর ডাল-পালা ছড়াতে থাকে। যার ঘন ছায়ায় ও পরিণামে পরবর্তীতে দেশের মুক্তির জন্য সেসব আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে, যাতে অবিভক্ত ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষ নানা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। এই পুরো শতাব্দীর (১৮৩১-১৯৩৪) আত্মদান ও আত্মত্যাগের হৃদয়বিদারক কাহিনী, অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও দৃঢ়চিত্ততার অবিস্মরণীয় এই ব্যথাতুর দীর্ঘ বিবরণ মাওলানা গোলাম রসূল মেহেরের ‘সারগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন’ বইয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন। তাতে যদিও তিনি সাধারণত তাদের মাযহাবী নিদর্শন সমূহের উল্লেখ এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু কবি বলেছেন:

ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی

کہے دیتی ہے شوخی نقش کفِ پاکی

‘এইমাত্র এ রাস্তা দিয়ে কেউ একজন হেঁটে গেছেন।
তার পবিত্র পায়ের উন্মুক্ত ছাপ নিজেই সে কথা বলে দিচ্ছে’।

এই পংক্তির স্বাক্ষর হিসাবে তাদের ইবাদত-বন্দেগীর পদ্ধতি ও কর্মকাণ্ডের ধরন, তাদের হাদীছ অনুযায়ী আমল তথা আহলেহাদীছ হওয়ার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে। শেষতক তাকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, ‘আমি খুব চেষ্টা করেছি যে, এই নীতি-আদর্শের সাথে যুক্ত সকল সদস্যের জীবনের ইতিবৃত্ত জানা যাক বা না যাক, অন্তত বিশিষ্টজনদের পুরো কাজের ধারা তো সামনে নিয়ে আসা দরকার। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও দশ-বিশজনের বেশী কারো সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। আবার তাদের সম্পর্কেও বেশীর থেকে বেশী এতটুকু বলা হয়েছে যে, তারা এই নীতি-আদর্শের সাথে যুক্ত ছিলেন। যেমন বিহারে মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী, মাওলানা আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, পাঞ্জাবে মাওলানা আব্দুল ক্বাদের ক্বাছূরী, মৌলভী অলি মুহাম্মাদ ফতূহীওয়ালা, মৌলভী ফযলে ইলাহী ওয়াযীরাবাদী, হাফেয মুহাম্মাদ ছিদ্দীক্ব, রতলাম ও বোম্বেতে হাফেয আব্দুল গফূর, মাদ্রাজে কাকা ওমর, দিল্লীতে পাঞ্জাবী আহলেহাদীছ, কলকাতায় হার্ডওয়ার ও কাপড় ব্যবসায়ী আহলেহাদীছ প্রমুখ। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতার বেশীরভাগ কাজ আহলেহাদীছরাই আঞ্জাম দিয়েছেন’।[১৫]

শেষ যুগের জিহাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আলেম ও নেতৃবৃন্দের আহলেহাদীছ হওয়া এ কারণেও স্পষ্ট যে, বেরাদারানে ইউসুফের (হিংসুকদের) একটি দল দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে তৈরি হয়েছিলেন। যারা হাদীছ অনুযায়ী আমল করার আন্দোলনের বিরোধিতায় তাদের পুরো সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ময়দানে নেমেছিলেন। তারা জিহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে হাদীছ অনুযায়ী আমলের বিরোধিতায় সমান ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ফলে শেষ যুগে জিহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে আহলেহাদীছদের তাক্বলীদী জড়তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে, যেখানে কি-না জিহাদ আন্দোলনের ২য় যুগের[১৬] সূচনালগ্নে তাক্বলীদী জড়তা মওজুদ থাকলেও তার আহ্বায়ক ও হেফাযতকারীদের ঐ জামা‘আত মওজুদ ছিল না, যারা দেওবন্দ মাদ্রাসার ওলামা-মাশায়েখ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য ২য় যুগের সূচনালগ্নের নেতৃবৃন্দের (ছাদেকপুরের আলেম-ওলামা ও অন্যান্যদের) তাক্বলীদী জড়তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়ে ময়দানে নামতে হয়নি। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, ২য় যুগের প্রথমদিকের নেতৃবৃন্দ (মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা এনায়েত আলী, তাদের সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষার্থীবৃন্দ, অনুসারীবর্গ ও ছাদেকপুরী পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ) আহলেহাদীছ ছিলেন এবং ফিক্বহ ও তাক্বলীদী জড়তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও

১৩. *দ্র. সারগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন, পৃ. ৬০৭, ৬১৩, ৬১৫, ৬১৬।*
১৪. *হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক, পৃ. ৫০-৫১, নতুন সংস্করণ, লাহোর।*
১৫. *সারগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন, পৃ. ৬১২।*
১৬. *স্মরণ রাখা দরকার যে, ১৮৩১ সালের ৬ই মে বালাকোটের হৃদয়বিদারক ঘটনা পর্যন্ত সময়কালকে জিহাদ আন্দোলনের প্রথম যুগ এবং তৎপরবর্তী সময়কালকে ২য় যুগ বলা হয়। এই ২য় যুগ এক শতাব্দী বা তার চেয়েও বেশী সময় পরিব্যাপ্ত ছিল।*

www.at-tahreek.com

তার বিরোধী ছিলেন।

ইতিহাসবিদদের স্বীকারোক্তি :

আহলেহাদীছ জামা'আতের এই জিহাদী ভূমিকা ও কীর্তি এতই স্পষ্ট যে, ইতিহাস রচনা কিংবা পাঠের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন মনীষীগণ খোলামেলা তা স্বীকার করেছেন। এতদসংক্রান্ত কিছু উদ্ধৃতি আমরা এখানে তুলে ধরছি।

১. মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী (১৮৫৪-১৯৫৩ খৃ.) বলেন, 'আহলেহাদীছ-এর নামে এখনও দেশে যে আন্দোলন চলছে বাস্তবে তা নতুন কোন বিষয় নয় বরং পুরনো পদচিহ্নের অনুসরণ মাত্র। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) যে আন্দোলন নিয়ে উত্থান করেছিলেন, তা ফিক্বহের কয়েকটি মাসআলা মাত্র ছিল না বরং ইমামতে কুব্রা (রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা অর্জন), খালেছ তাওহীদ এবং ইত্তেবায়ে নববীর বুনিয়াদী শিক্ষার উপরে ভিত্তিশীল ছিল। কিন্তু আফসোস! বন্যা নেমে গেছে। এখন যা বাকী রয়ে গেছে তা নেমে যাওয়া পানির চিহ্ন মাত্র।

যা হোক, এ আন্দোলনের যে প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং সেকাল থেকে নিয়ে আমাদের এই পশ্চাৎপদ নীরব-নিথর যুগের বুকে তা যে ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে, তা আমাদের জন্য অনেক কল্যাণবহ ও ধন্যবাদার্হ। এর ফলে বহু বিদ'আত দূরীভূত হয়েছে, তাওহীদের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে, কুরআন মাজীদ শিক্ষাদান ও তা অনুধাবনের সূচনা হয়েছে, কুরআন মাজীদের সাথে সরাসরি আমাদের সংযোগ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হাদীছে নববীর শিক্ষাদান, পঠন-পাঠন, সংকলন ও প্রচার-প্রকাশের চেষ্টা সফল হয়েছে। তাই দাবী করা যেতে পারে যে, সারা মুসলিম বিশ্বে শুধু হিন্দুস্থানের ভাগ্যেই এই আন্দোলনের কল্যাণে উক্ত সৌভাগ্য জুটেছে। এছাড়াও ফিক্বহের বহু মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। (এটা অন্য প্রসঙ্গ যে, কিছু লোকের থেকে তাতে ভুল-ভ্রান্তিও হয়েছে।) কিন্তু এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি তা হ'ল মানুষের অন্তর থেকে ইত্তেবায়ে নববীর যে জায্বা হারিয়ে গিয়েছিল, তা বছরের পর বছরের জন্য পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আফসোস! এখন সে জায্বাও হারিয়ে যেতে বসেছে। এ আন্দোলনের সর্বব্যাপী প্রভাব এটাও ছিল যে, জিহাদের যে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় জ্বলে উঠেছে। এমনকি একটা সময় এমনও গিয়েছে যখন 'ওহাবী' ও 'বিদ্রোহী' সমার্থক ভাবা হ'ত। কতজনের মাথা কাটা হয়েছে, কতজনকে শূলে চড়ানো হয়েছে, কতজনকে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছে, কতজনকে কয়েদখানার অন্ধ কুঠরীতে দম বন্ধ করে মারা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এখন তো বিষয়টা এতই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বলা হয়, মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদীর (মৃত্যু ১৯১৮ খৃ.) মতো মানুষের জীবনও এই আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহীদের মাঝে জিহাদের আত্মার ভূমিকা পালন করেছে।...

এ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল তিনটি। (১) ইমারত (ইসলামী শাসন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা (২) কেন্দ্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন এবং (৩) যাবতীয় বৈদেশিক প্রভাব থেকে ইসলামকে মুক্ত করে তার আসল রূপে ফিরিয়ে আনা ...। আহলেহাদীছ আলেমদের শিক্ষকতা ও গ্রন্থ প্রণয়নের খিদমতও কদর করার মতো। (অতঃপর তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেন)।[১৭]

২. মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী (১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.) আহলেহাদীছদের বিভিন্ন সম্মেলনে অংশ নিয়ে এই জামা'আতের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য সমূহ স্বীকার করে বক্তব্য রেখেছেন। দারুল উলূম আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ (দারভাঙ্গা, বিহার, ভারত)-এর এক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'খালেছ তাওহীদী আক্বীদা, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, জিহাদী জায্বা এবং আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হওয়া- এই চারটি বুনিয়াদের উপর হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই জামা'আত উক্ত চারটি বিষয়ের সমষ্টি ছিল। অন্যান্য দলগুলির কারো কাছে তাওহীদ আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাতে অলসতা আছে, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জায্বা আছে তো জিহাদী জোশ নেই। কারু কাছে যিক্র ও ফিক্র আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাত নেই। ফলকথা বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন ওগুলির কোন না কোন একটি নিয়ে উত্থিত হয়েছে। কিন্তু জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়ে শহীদায়েনের ছূরতে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে ছাদেকপুরী (আহলেহাদীছ) জামা'আত উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে প্রদর্শন করেছে। তাদের খুলূছিয়াত ও আল্লাহ্র সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে। বাস্তব কথা এই যে, উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাহার ব্যতীত বড় কোন অবদান রাখা সম্ভব নয় এবং বৃহৎ থেকে বৃহৎ কোন আন্দোলনও এ সকল বৈশিষ্ট্য ছাড়া সফলতা লাভ করতে পারে না, যা তারা করতে পেরেছেন। অভ্যাস বদলানো, রসম-রেওয়াজ পাল্টানো এবং অন্তরকে ঈমানী উষ্ণতায় ভরে দেওয়া শুধু মৌখিক ঘোষণা কিংবা অন্য কিছু দিয়ে হয় না। এটা কেবল সেই গুণ চর্চার ফলে হয় যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে هُمْ بِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ 'তারা রাতের বেলায় ইবাদতগুযার ও দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার'। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত এ বৈশিষ্ট্যের ঝলক দৃষ্টিগোচর না হবে ততক্ষণ কিচ্ছু হবে না। সাইয়েদ ছাহেবের জামা'আতের মধ্যে দাওয়াত ও দৃঢ়চিত্ততার সেই বিশেষ ব্যবস্থাই ছিল যা শত শত বছর আগের (ছাহাবা ও তাবেঈদের) যামানার মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ছিল ...'।

(এরপর মাওলানা ছাহেব দৃষ্টান্ত হিসাবে ছাদেকপুরী আলেমদের কিছু ঘটনা তুলে ধরেন)।[১৮]

---

১৭. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ-এর ভূমিকা, পৃ. ৩১-৩২, ২য় সংস্করণ।*

১৮. *আল-হুদা, দারভাঙ্গা, ১৬ই জুলাই ১৯৬১ খৃ.। এই একই মাদ্রাসা আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ (আহলেহাদীছ)-এর দিস্তারবন্দী বা পাগড়ী প্রদান অনুষ্ঠানে মাওলানা আলী নাদভী ১৯৮৪ সালের মার্চেও ভাষণ দেন এবং তাতেও তিনি আহলেহাদীছ জামা'আত সম্পর্কে একই স্বীকারোক্তি দেন ও তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিই উল্লেখ করেন। মুহতারাম মাওলানার এ ভাষণ দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা, লাক্ষ্ণৌ-এর মুখপত্র পাক্ষিক 'তা'মীরে হায়াত' পত্রিকার (২৫শে মে ১৯৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।*

www.at-tahreek.com

৩. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮ খৃ.) আহলেহাদীছ জামা'আতের এই রাজনৈতিক ও জিহাদী দিক এভাবে স্পষ্ট করেছেন, 'সে সময় হিন্দুস্থানে ওহাবীদের উপর বৃটিশ সরকার প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল এবং এ জামা'আতকে একটি ভয়ংকর রাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য করা হ'ত। তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, এই জামা'আতটিকে ইসমাঈল শহীদ প্রতিষ্ঠিত জামা'আত মনে করা হ'ত। যিনি জিহাদের উপরে এই আন্দোলনের ভিত রচনা করেছিলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে বাস্তবে জিহাদ করেছিলেন। মাওলানা ইসমাঈল শহীদের পরে সাইয়েদ ছাহেবের যে জামা'আত সীমান্ত এলাকায় রয়ে গিয়েছিল তা মাওলানা ছাদেকপুরীর নেতৃত্বে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয় এবং ইংরেজদের সাথে তাদের দু'তিনবার যুদ্ধও হয়েছিল। ফলে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এখন এ দলটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়। আরেকটি কারণ এটাও ছিল যে, সিপাহী বিদ্রোহকালে যে ফৎওয়া প্রস্তুত ও সংকলন করা হয়েছিল, তাতে কিছু ওহাবী আলেমের স্বাক্ষর ও সীলমোহর ছিল। আরেকটা বড় কারণ এই ছিল যে, দেশে এ জামা'আত ছিল সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর (হানাফীদের) সঙ্গে তাদের কঠোর মাযহাবী বিরোধ স্থায়ীরূপ নিয়েছিল। বিরোধীরা তাদের ক্ষতি করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করত। একটা বড় চেষ্টা ছিল এই যে, তারা গভর্ণমেন্টকে বিশ্বাস করাতে চাইত যে, এ জামা'আত সরকার বিরোধী এবং সরকারের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করতে চায়। এ কথার প্রতীতি জন্মাতে গভর্ণমেন্টকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কেননা বাংলা ও পাটনা থেকে ওহাবীদের যে বিখ্যাত পরিবারগুলি গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং তাদের ওখানে যে এক বিরাট সংখ্যক বই-পুস্তক ও লেখালেখি উদ্ধার করা হয়েছিল তাতে ইংরেজ বিরোধিতার আহবান জানানো হয়েছিল। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই জামা'আত সাধারণত এরূপ বিরোধিতার ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল এবং এ বিষয়ে কিছু বই-পুস্তকও লেখা হয়েছিল।

এসব কারণে সে সময় কাউকে 'ওহাবী' সন্দেহ করলেই বৃটিশ সরকার তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করত এবং মিথ্যা মামলা, ফাঁসি, দ্বীপান্তর অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিত। এই জামা'আতের শত শত আলেম, নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীকে কালাপানিতে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যাদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা হ'ত, তাদের পরিবার-পরিজন পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যেত। কেননা হয় তাদেরও গ্রেফতার করা হ'ত অথবা সম্পত্তি বাযেয়াফত করা হ'ত। ফলে আপনা থেকেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বাংলার ওহাবীদের এবং ছাদেকপুরী পরিবারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রসিদ্ধ মামলা সমূহের পরিণাম এমনই দাঁড়িয়েছিল, যারা ছিলেন অত্যন্ত ধনী। একইভাবে কলকাতার প্রসিদ্ধ চামড়া ব্যবসায়ী আমীর খান ও হাশমত খানের পরিবারও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল'।[১৯]

৪. মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভীর গ্রন্থ 'হিন্দুস্তানী মুসলমান' আরবীতে প্রদত্ত তাঁর কিছু বক্তৃতার উর্দূ অনুবাদের সমষ্টি। মাসিক 'মা'আরিফ' (আযমগড়, ভারত) পত্রিকা উক্ত গ্রন্থের উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে এই অবহেলা ও উপেক্ষার সমালোচনা করেছেন যে, এ গ্রন্থে আহলেহাদীছ জামা'আতের ধর্মীয় ও শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অথচ সাইয়েদ আহমাদ ছাহেবের পরে এই জামা'আতই তার আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পত্রিকাটি লিখেছে, 'ধর্মীয় ও শিক্ষা কেন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে 'আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দূ' (উর্দূ উন্নয়ন পরিষদ) এবং আহলেহাদীছ জামা'আত ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির কথা উল্লেখ না করা বড়ই আশ্চর্য মনে হয়েছে। অথচ সাইয়েদ আহমাদের পরে এই আন্দোলনকে বাস্তবে এ জামা'আতের লোকজনই জীবিত রেখেছিল'।[২০]

৫. একইভাবে ইংরেজ লেখক ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার (১৮৪০-১৯০০ খৃ.) তার The Indian Musalmans গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তার মতে 'ওহাবী' ও 'বিদ্রোহী' সমার্থক।[২১] তাছাড়া উক্ত গ্রন্থে লেখক এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা ও বিদ্রোহে হিন্দুস্থানের যেসব মুসলমান সোচ্চার ছিল তাদের তালিকার প্রথমেই ওহাবী জামা'আত বিশেষ করে পাটনার ছাদেকপুরী পরিবার ও তাদের অনুসারীগণের নাম আসবে। হান্টার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছাদেকপুরী পরিবারের দৃঢ়তা ও অবিচলতা, এ পথে তাদের যে অবর্ণনীয় যুলুম ও বিপদাপদ সহ্য করতে হয়েছে, সেসবের এবং তাদের খুলূছিয়াত ও দূরদর্শিতার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এ গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি লক্ষণীয়। এক স্থানে এই ইংরেজ লেখক বলেছেন, 'এক সময় এই উন্মাদদের আন্দোলন ধ্বংসের কাছাকাছি বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু পাটনার খলীফাদের তাবলীগী জোশ এবং তাদের আয়ত্তে থাকা ধন-সম্পদ পবিত্র পতাকাকে মাটি থেকে তুলে আরেকবার উড্ডীন করে দিল। তারা সমগ্র ভারতে তাদের মুবাল্লিগ নিয়োগ করল এবং ধর্মীয় ভাবাবেগ এতদূর জাগিয়ে তুলল যে, ইতিপূর্বে আর কখনো এমনটা দৃষ্টিগোচর হয়নি। ঐ দুই খলীফা (মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী ছাদেকপুরী) স্বয়ং বাংলা ও দক্ষিণ ভারত সফর করেন। আর ছোট ছোট মুবাল্লিগ তো ছিল অগণিত ...'।

একটু সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি লিখেছেন, 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের আবশ্যকতার উপরে ওহাবীদের গদ্যে-পদ্যে লেখা ভাণ্ডার যদি সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর ভাবেও লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়, তবুও সেজন্য একটি স্বতন্ত্র দফতরের প্রয়োজন হবে। এই জামা'আত এমন বহু সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, যা ইংরেজ শাসনের অবসান সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীতে ভরা এবং জিহাদের আবশ্যকতার জন্য

১৯. *মাওলানা আযাদ কি কাহানী, খোদ আযাদ কি যবানী, দিল্লী, হালী পাবলিশিং, পৃ. ৮৪, ৮৫।*

২০. *মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, উপি, ভারত, ডিসেম্বর ১৯৬১, পৃ. ৪৭৮।*

২১. *হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃ. ১১৩, উর্দূ অনুবাদ: ড. ছাদেক হুসাইন, কওমী কুতুবখানা, লাহোর, পাকিস্তান।*

www.at-tahreek.com

উৎসর্গিত। ঐসব বইয়ের শুধু নাম থেকেই তাদের পুরো মাত্রায় বিদ্রোহী হওয়ার কথা অবগত হওয়া যায়'।[২২]

এছাড়া তিনি জা'ফর থানেশ্বরী ও মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর মতো মুজাহিদদের দৃঢ়তা, অবিচলতা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতারও খোলাখুলি প্রশংসা করেছেন, যারা ছিলেন আহলেহাদীছ।[২৩]

৬. 'হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক' (The Wahabi Movement in India) বইয়ের লেখক ড. ক্বিয়ামুদ্দীন আহমাদ (১৯৩০-১৯৯৮ খৃ.) তার গ্রন্থের বহু স্থানে ছাদেকপুরী পরিবারের জিহাদী খিদমত, তাদের অতুলনীয় দৃঢ়তা ও অবিচলতা এবং জিহাদ আন্দোলনে তাদের আত্মত্যাগ ও অপরিসীম আগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এমনিতে তো এ গ্রন্থের পুরোটাই অধ্যয়নযোগ্য, যা ওহাবীদের আত্মত্যাগের কাহিনী এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় ও অনড় মনোভাব এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার এক বিস্তারিত আলেখ্য। তারপরেও তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি নিচে তুলে ধরা হ'ল।

সম্মানিত লেখক ছাদেকপুরী পরিবার সম্পর্কে বলেন, 'এটা সেই পরিবার, যাদের চেষ্টা-সাধনা সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর শাহাদাতের পর এই আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। যারা তাদের অতুলনীয় তাবলীগী জোশ দিয়ে এ আন্দোলনকে বাংলা, বিহার ও দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই পাটনা-আযীমাবাদই ছিল সেই স্থান, যেখানে সর্বপ্রথম আগামী দিনের লড়াই ও সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মুজাহিদদের ভর্তি এবং অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের সূচনা হয়েছিল'।[২৪]

আরেক স্থানে তিনি লিখেছেন, 'এ এক দৃষ্টিগ্রাহ্য সত্য যে, একটি ক্ষমতাধর বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে অর্ধশতাব্দীকাল অবধি ব্যাপক লড়াইয়ে নেতৃত্বদানের সার্বিক বোঝা বাস্তবিকপক্ষে এই (ছাদিকপুরী) পরিবারের উপরেই ন্যস্ত ছিল। তারা সামরিক ও বেসামরিক উভয় গ্রুপের কাজ তত্ত্বাবধান করেছেন এবং দুই কেন্দ্রেই কাজ চালিয়ে গেছেন। এসব কিছু তারা এমন সময়ে করেছেন যখন স্বদেশীদের নিকট থেকে সাহায্য কামনা তো দূরে থাক, অবদানের স্বীকৃতিটুকুও তারা কখনো কামনা করেননি। এই হচ্ছে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের আত্মভোলা জোশ ও আত্মত্যাগ যাচাইয়ের প্রকৃত মাপকাঠি'।[২৫]

৭. জনৈক বাঙালী (হিন্দু) লেখক অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হিন্দুস্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন ও হাঙ্গামার ধরন নির্ণয় করতে গিয়ে ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, 'সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার ফলে ঢাকা হ'তে পেশোয়ার পর্যন্ত দেশের সকল প্রান্ত থেকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্যাদি প্রাপ্ত হয়ে ওহাবী আন্দোলন তার শিকড় মযবুত করে নেয়। একথা মানতেই হবে যে, বৃটিশ সরকার এদেশে যতগুলি আন্দোলন জন্ম দিয়েছে, তন্মধ্যে ওহাবী আন্দোলনই সর্বাপেক্ষা কঠোর ও রূঢ় ইংরেজ বিরোধী ছিল। তাদের সকল চেষ্টা-সাধনায় তারা এর স্বাক্ষর রেখেছে'।[২৬]

৮. দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক নামকরা ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী (১৯০৮-১৯৮৫ খৃ.) যিনি দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'বুরহান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৮৫ সালের মে মাসে করাচীতে ইন্তিকাল করেন, তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'হিন্দুস্থানের আহলেহাদীছ জামা'আতের আলেমগণও বড়ই গুরুত্বের অধিকারী। হিন্দুস্থানের শারঈ মর্যাদা নিরূপণে এ জামা'আতের আলেমদের মতামত এজন্যও বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে যে, এই জামা'আতই সবচেয়ে বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আর এ কারণেই ইংরেজরা বদনাম ছড়ানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে ওহাবী বলত'।[২৭]

[ক্রমশঃ]

---

২২. *ঐ, পৃ. ৭৭, ৭৮, ১০৩ ও ১১২।*
২৩. *ঐ, পৃ. ১৩৫, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭।*
২৪. *হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃ. ৬৫ ও ২৬৩।*
২৫. *তদেব।*

২৬. *এস. বি. চৌধুরী, Civil disturbances during the British rule in India, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ৫০। গৃহীত : হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃ. ৩৫৮, ৩৫৯।*
২৭. *বুরহান, দিল্লী, আগস্ট ১৯৬৬, পৃ. ৫, প্রবন্ধ: 'হিন্দুস্তান কী শারঈ হায়ছিয়াত'।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

সূচীপত্র

চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করার বিধান

-*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

ভূমিকা : মানব জীবনের শুরুটা যেমন অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, তেমনি তার বার্ধক্যেও নেমে আসে চরম অসহায়ত্ব। বুদ্ধি-বিবেকে যেমন ঘটে চরম পরিবর্তন, তেমনি ঘটে দৈহিক গঠনেও। এক সময় সে দাড়িবিহীন ও স্বল্প চুলের অধিকারী থাকলেও সময়ের ব্যবধানে সে হয়ে যায় সাদা চুল ও দাড়ির অধিকারী। কিন্তু তার মন যেন বার্ধক্যে যেতে চায় না। সে যৌবনের জোশ ও তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে বিভোর থাকতে চায়। কিন্তু পিতা ও সন্তানের মাঝে পার্থক্য করবে কিভাবে? এমন ভাবনা এসেছিল ইবরাহীম (আঃ)-এর সরল মনে। তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলেন, আল্লাহ এমন কিছু ব্যবস্থা করে দিন যাতে পিতা ও সন্তানের মাঝে পার্থক্য করা যায়। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হ'লে তার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! এটা কি? তিনি বললেন, হে ইবরাহীম! এটা সম্মান।[১]

কিন্তু মানব মন এই শুভ্রতা চায় না। সে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তাই ইবরাহীম (আঃ) দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করলেন। তিনিই প্রথম মেহেদী ব্যবহারকারী।[২] আর মুসলমানদের মধ্যে আবুবকরের পিতা আবু কুহাফা প্রথম খেযাব ব্যবহারকারী।[৩] রাসূল (ছাঃ) মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর অন্যান্য সুন্নাতের ন্যায় এই সুন্নাতটিকে পুনর্জীবিত করার জন্য তার গুটি কয়েক সাদা চুল ও দাড়িতেও মেহেদী ব্যবহার করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণকেও চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেজন্য চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করা সুন্নাত। এটি চুল ও দাড়ির সৌন্দর্যের মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ، 'যে ব্যক্তির চুল আছে, সে যেন তার যত্ন নেয়'।[৪] চুলের যত্ন নেয়া অর্থ চুলের সৌন্দর্য বর্ধন করা, চুল পরিপাটি রাখা, তেল ব্যবহার করা, সাদা চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করা এবং তাকে এলোমেলো না রাখা ইত্যাদি।

চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা :

জাবের (রাঃ) বলেন, أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، 'মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাহ (রাঃ)-কে নিয়ে আসা হ'ল। তার চুল-দাড়ি ছিল ছাগামার (কাশফুলের) ন্যায় শুভ্র। সে সময় রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'একে একটা কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও, তবে কালো রং থেকে বিরত থাকবে'।[৫]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, اذْهَبُوْا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرْهُ، وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ 'তাকে তার কোন এক স্ত্রীর নিকটে নিয়ে যাও। যাতে সে তার চুল-দাড়ির রঙ পরিবর্তন করে দেয়। অবশ্যই তোমরা কালো রং ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে'।[৬]

আবু উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) বলেন, خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ حَمِّرُوْا وَصَفِّرُوْا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ- 'একদা রাসূল (ছাঃ) আনছারী বৃদ্ধ ছাহাবীগণের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেখে তিনি বললেন, হে আনছারের দল! তোমরা দাড়িকে লাল ও হলুদ রঙ্গে রঞ্জিত করো এবং আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করো'।[৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ- 'ইহুদী ও নাছারারা খেযাব লাগায় না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত করবে'।[৮] তিনি আরো বলেছেন, غَيِّرُوْا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ- 'তোমরা (খেযাব দ্বারা) বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে দাও এবং ইহূদীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না'।[৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ- 'বার্ধক্যকে পরিবর্তন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম বস্তু হ'ল মেহেদী ও কাতাম ঘাস'।[১০]

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ الْيَهُودُ فَرَآهُمْ بِيضَ اللِّحَى فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تُغَيِّرُونَ؟ فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّكُمْ غَيِّرُوا وَإِيَّايَ السَّوَادَ 'আমরা একদা রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে বসা ছিলাম। সে সময় তাঁর নিকট একদল ইহূদী প্রবেশ করল। তিনি তাদের সাদা দাড়ি দেখে বললেন, তোমরা কেন এগুলো পরিবর্তন কর না? তাকে বলা হ'ল যে, তারা এটা অপসন্দ করে। তখন তিনি বললেন, কিন্তু তোমরা পরিবর্তন করবে এবং কালো খেযাব ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে'।[১১]

*. *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. আদাবুল মুফরাদ হা/১২৫০; মিশকাত হা/৪৪৮৮।
২. দায়লামী, আল-ফিরদাউসু বে মা'ছুরিল খেযাব ১/২৯, হা/৪৬।
৩. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৮১৯।
৪. আবুদাউদ হা/৪১৬৩; মিশকাত হা/৪৪৫০; ছহীহাহ হা/৫০০।
৫. মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪; ছহীহাহ হা/৪৯৬।
৬. ইবনু মাজাহ হা/৩৬২৪; তামামুল মিন্নাহ ১/৮৫।
৭. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৩১৬; ছহীহাহ হা/২১১৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৮৭।
৮. বুখারী হা/৫৮৯৯; মুসলিম হা/২১০৩; মিশকাত হা/৪৪২৩।
৯. তিরমিযী হা/১৭৫২; মিশকাত হা/৪৪৫৫; ছহীহাহ হা/৮৩৬।
১০. তিরমিযী হা/১৭৫৩; মিশকাত হা/৪৪৫১; ছহীহাহ হা/১৫০৯।
১১. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/১৪২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৭৮৯, সনদ ছহীহ, আলবানী, জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ১৯১ পৃ.।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا 'এই উক্তি প্রমাণ করে ইহূদীদের বিরোধী আমল করা ও তাদের সাথে সাদৃশ্য পোষণ না করার নির্দেশের উপর। কেননা যখন চুল-দাড়ি সাদা অবস্থায় রেখে তাদের সাথে সাদৃশ্য পোষণ করতে নিষেধ করা হ'ল যা আমাদের আদর্শ নয়, সেখানে চুল-দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহার করে সাদৃশ্য ঘটানো আরো মারাত্মক'।[১২] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم استقر أخيرًا على مخالفة أهل الكتاب حتى في الشعر، 'শেষ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ স্থির ছিল আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করার এমনকি চুলের বিধানের ক্ষেত্রেও' *(জিলবাব ৯২ পৃ.)*।

চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহারে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল :

ওছমান বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ أَحْمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ- 'আমরা উম্মে সালামার বাড়িতে প্রবেশ করলে তিনি আমাদেরকে নবী করীম (ছাঃ)-এর চুল বের করে দেখালেন। আমরা দেখলাম, সেটা মেহেদী ও কাতাম ঘাস দ্বারা রঞ্জিত ছিল'।[১৩]

ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ- 'নবী করীম (ছাঃ) সিবতি চামড়ার তৈরি জুতা পরিধান করতেন এবং ওয়ার্স ঘাস ও জা'ফরান দ্বারা নিজের দাড়িকে হলুদ রঙে রঞ্জিত করতেন। ইবনু ওমরও অনুরূপ করতেন'।[১৪] এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দাড়িতে খেযাব লাগাতেন।

ইবনু ওমর (রাঃ)-এর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, যায়েদ ইবনু আসলাম (রহঃ) বলেন, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ، 'ইবনু ওমর (রাঃ) তাঁর দাড়িতে হলুদ রঙের খেযাব লাগাতেন। এতে তার কাপড়েও ঐ রঙ লেগে যেত। তাকে প্রশ্ন করা হ'ল, আপনি হলুদ রঙ ব্যবহার করেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ রঙ ব্যবহার করতে দেখেছি এবং তাঁর নিকট এর চেয়ে প্রিয় অন্য কোন রঙ ছিল না। তিনি দাড়িতে খেযাব লাগানোর সময় তাঁর কাপড়ে, এমনকি পাগড়িতেও এ খেযাবের রঙ লেগে যেত'।[১৫]

আবু রিমছা (রাঃ) বলেন, انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، 'একদা আমি আমার পিতার সঙ্গে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট যাই। নবী করীম (ছাঃ)-এর কানের লতি পর্যন্ত দীর্ঘ বাবরী চুল মেহেদীর রঙে রঞ্জিত ছিল এবং তাঁর পরিধানে ছিল দু'টি সবুজ রঙের চাদর'।[১৬] মুহাম্মাদ বিন আক্বীল বলেন, رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَخْضُوبًا، 'আমি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর খেযাব লাগানো চুল দেখেছি'।[১৭]

অপরদিকে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একাধিক হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর খেযাব ব্যবহার না করার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন- মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلاَّ قَلِيلاً- 'আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী করীম (ছাঃ) কি খেযাব লাগিয়েছেন? তিনি বললেন, বার্ধক্য তাকে অতি সামান্যই পেয়েছিল'।[১৮]

ইবনু সীরীন (রহঃ) আরো বলেন, আনাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلاَّ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ- 'রাসূল (ছাঃ) কি খেযাব লাগাতেন? তিনি বললেন, তিনি তো তেমন বার্ধক্য দেখেননি। তবে ইবনু ইদরীস (রহঃ) বলেন, তিনি [আনাস (রাঃ)] যেন কম বুঝাচ্ছিলেন। অবশ্য আবুবকর ও ওমর (রাঃ) মেহেদী এবং কাতাম ঘাস দ্বারা খেযাব লাগিয়েছেন'।[১৯]

আবু হুমাইদ বলেন, আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ لَمْ يَشِنْهُ الشَّيْبُ- قَالَ فَقِيلَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَشَيْنٌ هُوَ قَالَ فَقَالَ كُلُّكُمْ يَكْرَهُهُ وَخَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخَضَبَ

১২. *ইকতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাকীম ১/২০৩; জিলবাব ১৯১ পৃ.।*
১৩. *বুখারী হা/৫৮৯৭; মিশকাত হা/৪৪৮০।*
১৪. *নাসাঈ হা/৫২৪৪; আবূদাউদ হা/৪২১০; মিশকাত হা/৪৪৫৩, সনদ ছহীহ।*
১৫. *আবূদাউদ হা/৪০৬৪; নাসাঈ হা/৫০৮৫; মিশকাত হা/৪৪৭৯, সনদ ছহীহ।*
১৬. *আবূদাউদ হা/৪২০৬; আহমাদ হা/১৭৫৩১, সনদ ছহীহ।*
১৭. *তিরমিযী, মুখতাছার শামায়েল হা/৪১; জামালুদ্দীন মিযযী, তোহফাতুল আশরাফ হা/৯৭৪, সনদ হাসান।*
১৮. *বুখারী হা/৫৮৯৪।*
১৯. *মুসলিম হা/২৩৪১; আহমাদ হা/১৩১৬৫; মুশকিলুল আছার হা/৩৬৯১।*

عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ، 'রাসূল (ছাঃ) কি খেযাব লাগিয়েছিলেন? তিনি বললেন, না। বার্ধক্য তার সৌন্দর্যহানি করতে পারেনি। তাকে বলা হ'ল, হে আবু হামযা! এটা কি সৌন্দর্যহানি? তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকে এটা (চুল-দাড়ি সাদা হয়ে যাওয়াটা) অপসন্দ করে থাকে। আবুবকর (রাঃ) মেহেদী ও কাতাম ঘাস দ্বারা এবং ওমর (রাঃ) মেহেদী দ্বারা খেযাব লাগাতেন'।[20] অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ فِى رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ وَخَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ- 'আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মাথায় এবং দাড়িতে বিশটির বেশি চুল পাকা ছিল না। আর আবুবকর (রাঃ) মেহেদী দ্বারা খেযাব লাগাতেন এবং ওমর (রাঃ) মেহেদী ও কাতাম ঘাস দ্বারা মিশ্রিত খেযাব লাগাতেন'।[21]

উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেন, আনাস (রাঃ) হয়ত রাসূল (ছাঃ)-এর অধিকাংশ দাড়ির দিকে লক্ষ্য করে খেযাব ব্যবহারের বিষয়টি নাকচ করেছেন। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর গুটিকয়েক দাড়ি বা চুল সাদা হয়েছিল। সেই গুটিকয়েক সাদা চুলে তিনি খেযাব ব্যবহার করেছেন। আনাসের নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর খেযাব লাগানো দাড়ি মওজুদ থাকাটা এটিই প্রমাণ করে। সেটার কথাই ইবনু ওমর (রাঃ) বলেছেন। আবার অধিকাংশ চুল যা কালো ছিল সেগুলোতে খেযাব লাগাননি বিধায় আনাস (রাঃ) তা নাকচ করেছেন। ইবনু ওমর, উম্মে সালামা এবং আবু রামসাহ (রাঃ) থেকে খেযাব লাগানোর বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনার এই মর্মই নিতে হবে। অথবা যারা বলছেন, রাসূল (ছাঃ) খেযাব ব্যবহার করেননি তাদের কথার উদ্দেশ্য হবে খেযাব ব্যবহার রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল না। বরং মাঝে-মধ্যে ব্যবহার করতেন।[22] সেজন্য ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَغَ فِي وَقْتٍ وَتَرَكَهُ فِي مُعْظَمِ الْأَوْقَاتِ فَأَخْبَرَ كُلٌّ بما رأى وهوصادق- 'গ্রহণীয় মত হ'ল তিনি কোন কোন সময় মেহেদী ব্যবহার করেছেন এবং অধিক সময় মেহেদী ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছেন। ফলে প্রত্যেকে যা দেখেছে তাই বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে প্রত্যেক বর্ণনাকারীই সত্যবাদী'।[23]

চার খলীফা ও অন্যান্য ছাহাবীগণের খেযাব ব্যবহার :

খোলাফায়ে রাশেদাসহ অন্যান্য ছাহাবীগণের ব্যাপারে চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২০. আহমাদ হা/১২৮৫১, ১২০৭৩, সনদ ছহীহ।
২১. আহমাদ হা/১১৯৮৩; মুসনাদুল বাযযার হা/৬৮৬৪, সনদ ছহীহ।
২২. আওনুল মা'বূদ হা/৪২০৬-এর আলোচনা; ফাৎহুল বারী ৬/৫৭২।
২৩. নববী, শরহ মুসলিম ১৫/৯৫।

আনাস (রাঃ) বলেন, وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ- 'অবশ্য আবুবকর ও ওমর (রাঃ) মেহেদী এবং কাতাম ঘাস দ্বারা খেযাব লাগিয়েছেন'।[24] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَخَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ- 'আর আবুবকর (রাঃ) মেহেদী ও কাতাম ঘাস দ্বারা খেযাব লাগিয়েছেন এবং ওমর (রাঃ) মেহেদী দ্বারা খেযাব লাগাতেন'।[25]

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُوْ بَكْرٍ فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا- 'নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় এলেন, তখন তাঁর ছাহাবীদের মধ্যে আবুবকর (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বয়স্ক। তিনি মেহেদী ও কাতাম ঘাস একত্র করে খেযাব লাগিয়েছিলেন। এতে তাঁর সাদা চুল টুকটুকে লাল রং ধারণ করেছিল'।[26]

তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) মেহেদী ব্যবহারের সুন্নাতটিকে নিয়মিত পালন করতেন। আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ (রহঃ) বলেন, رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَبْنِي الزَّوْرَاءَ، عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ مُصَفِّرًا لِحْيَتَهُ- 'আমি ওছমান (রাঃ)-কে উজ্জ্বল গাধার উপর আরোহী অবস্থায় দেখেছি। তিনি তার দাড়ি হলুদ রংয়ে রাঙিয়েছিলেন। এ সময় তিনি যাওরা টিলা নির্মাণ করছিলেন'।[27]

চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)ও তাঁর দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করতেন। যেমন সাওয়াদা বিন হানযালা (রহঃ) বলেন, رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصْفَرَ اللِّحْيَةِ 'আমি আলী (রাঃ)-এর দাড়ি হলুদ অবস্থায় দেখেছি'।[28]

অন্যান্য ছাহাবীগণও খেযাব ব্যবহার করতেন। যেমন 'আবু মালেক আল-আশজাঈ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعْتُ أَبِى وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ আমি আমার পিতাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আমাদের খেযাব ছিল ওয়ারস ও জা'ফরান'।[29]

এছাড়া আবু হুরায়রা,[30] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর,[31] আনাস[32],

২৪. মুসলিম হা/২৩৪১; আহমাদ হা/১৩১৬৫; মুশকিলুল আছার হা/৩৬৯১।
২৫. আহমাদ হা/১১৯৮৩; মুসনাদুল বাযযার হা/৬৮৬৪, সনদ ছহীহ।
২৬. বুখারী হা/৩৯২০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৪৫৯।
২৭. ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৩৪, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব : আবূ মুহাম্মাদ ওসামা বিন ইবরাহীম।
২৮. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৩৬; ইমাম আহমাদ, ফাযাইলুছ ছাহাবা হা/৯৩৬, সনদ ছহীহ; তাহযীবুত তাহযীব রাবী নং ৪৭০।
২৯. আহমাদ হা/১৫৯২৩; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৬৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৭৭৮, সনদ ছহীহ।
৩০. ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৩৫, সনদ হাসান; ইবনু আবী হাতেম, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল রাবী নং ৩২৬।

আবুল ‘আলিয়া, আবু সেওয়ার,[৩৩] আবু সাঈদ খুদরী,[৩৪] হাসান, হোসাইন,[৩৫] রাফে‘ বিন খাদীজ[৩৬], আবু ক্বাতাদা,[৩৭] মুগীরাহ বিন শো‘বা (রাঃ)[৩৮] আব্দুর রহমান বিন আবী বকর[৩৯] সহ অধিকাংশ ছাহাবীর মেহেদী ব্যবহারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

বিদ্বানগণের অভিমত :

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, يُسَنُّ خِضَابُ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ‘পাকা চুল ও দাড়িতে লাল ও হলুদ খেযাব ব্যবহার করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে আমাদের সাথীরা একমত’।[৪০]

ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) যখন কোন মেহেদী ব্যবহারকারীকে দেখতেন তিনি বলতেন, إِنِّي لَأَرَى رَجُلًا يُحْيِي مَيِّتًا مِنْ السُّنَّةِ، وَفَرِحَ بِهِ حِيْنَ رَآهُ صَبَغَ بِهَا، ‘অবশ্য আমি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখছি যে মৃত সুন্নাতকে জীবিত করেছে। তিনি কাউকে মেহেদী ব্যবহার করতে দেখলে খুব খুশি হ’তেন’।[৪১]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরো বলেন, إِنِّي لَأَرَى الشَّيْخَ الْمَخْضُوْبَ فَأَفْرَحُ بِهِ، وَذَاكَرَ رَجُلًا، فَقَالَ: لِمَ لَا تَخْتَضِبُ؟ فَقَالَ: أَسْتَحِي. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‘আমি কোন মেহেদী ব্যবহারকারী বৃদ্ধকে দেখলে আনন্দিত হই। তিনি জনৈক লোককে উপদেশ দিয়ে বলেন, তুমি খেযাব ব্যবহার কর না কেন? সে বলল, লজ্জা লাগে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করতে লজ্জা পাও’?[৪২]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَأَمَّا خِضَابُهُ بِالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ فَسُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ؛ ‘চুল ও দাড়িতে লাল ও হলুদ রংয়ের খেযাব ব্যবহার করা পসন্দনীয় সুন্নাত’।[৪৩]

বিশর বিন হারেছ (রহঃ) বলেন, আবুবকর মুহাম্মাদ ইবনু দাঊদ বললেন, তুমি কি খেযাব ব্যবহার কর? আমি বললাম, সময় পাই না। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা এই শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর। আবুবকর, ওমর, মুহাজির ছাহাবীগণ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মেহেদী ব্যবহার করেছেন। রাসূল (ছাঃ) মেহেদী ব্যবহারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যারা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের উপর থাকবে না তাদের দ্বীনে কোন অংশ নেই’।[৪৪]

হানাফী বিদ্বান ইবনু আবেদীন (রহঃ) বলেন, ‘বিশুদ্ধ মতে পুরুষদের জন্য চুল ও দাড়িতে খেযাব বা মেহেদী ব্যবহার করা মুস্তাহাব যদিও তা যুদ্ধের ময়দানের বাইরে হয়’।[৪৫]

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, الْخِضَابُ سُنَّةٌ ثَبَتَ قَوْلًا وَفِعْلًا، ‘খেযাব ব্যবহার করা সুন্নাত, যা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত’।[৪৬]

ফাতাওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে, ‘নারী-পুরুষ সবার জন্য কালো রং ব্যতীত যে কোন রংয়ের খেযাব দ্বারা বার্ধক্যের চুল পরিবর্তন করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা এই বার্ধক্যের চুলকে পরিবর্তন কর এবং কালো খেযাব থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে’।[৪৭] এটি মেহেদী দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে বা কালো ব্যতীত যেকোন রং দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে’।[৪৮]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, ‘বার্ধক্যের চুলে খেযাব ব্যবহার করা নির্দেশিত সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই ইহূদী, খ্রীষ্টানরা (চুল-দাড়ি) রং করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধাচারণ কর’।[৪৯] অতএব নারী ও পুরুষদের জন্য সুন্নাত হ’ল যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হবে তখন সে লাল ও হলুদ খেযাব দ্বারা শুভ্রতা পরিবর্তন করবে’ *(ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ দারব)*।

শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويُغيَّره بكل لون ما عدا السواد، ‘বার্ধক্যের চুলকে পরিবর্তন করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে নবী (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটি কালো ব্যতীত যে কোন রং দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে’।[৫০]

এছাড়া ছাহেবে ‘আওন, ছাহেবে তোহফা ও ইমাম শাওকানী চুল ও দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করাকে মুস্তাহাব বলেছেন।[৫১] অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর আমল ও নির্দেশনা, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের আমল ও বিদ্বানগণের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত হ’ল যে সাদা চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করা সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা বা পসন্দনীয় সুন্নাত।

---

৩১. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৩৮, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব আবূ মুহাম্মাদ ওছামা বিন ইবরাহীম হা/২৫৫২৮।*
৩২. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০০৭, সনদ ছহীহ, হা/২৫৪৯৩, ২৫৫৩৪।*
৩৩. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৪৪; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮১৬-১৭।*
৩৪. *ত্ববারাণী কাবীর হা/৫৪২৯।*
৩৫. *ত্ববারাণী কাবীর হা/২৭৮১; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮১৩, সনদ ছহীহ।*
৩৬. *ত্ববারাণী কাবীর হা/৪২৪০।*
৩৭. *ত্ববারাণী কাবীর হা/৩২৭১।*
৩৮. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৪৮।*
৩৯. *মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮২৩।*
৪০. *আল-মাজমূ‘ ১/২৯৩-৯৪।*
৪১. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ১/১৫৫; ২/১১৯।*
৪২. *ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৬৮।*
৪৩. *শারহু উমদাতিল ফিক্বহ ১/২৩৭।*
৪৪. *ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৬৮।*
৪৫. *রাদ্দুল মুহতার ৪/৪২২।*
৪৬. *মিরক্বাত ৭/২৮১৭।*
৪৭. *গায়াতুল মারাম হা/১০৫।*
৪৮. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/১০৮।*
৪৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৩।*
৫০. *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১১/১২০।*
৫১. *আওনুল মা‘বুদ ১১/১৭২; তোহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৫৪; নায়লুল আওতার ১/১৫২।*

মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০২১ ২৪তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

অল্পে তুষ্টি

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

অল্পে তুষ্ট থাকার উপায় :

অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে আত্মিক সুখ অনুভূত হয়, জীবনজুড়ে নেমে আসে প্রশান্তির ফল্গুধারা। রিযিক হয় বরকতপূর্ণ। হৃদয়ে থাকে না অধিক পাওয়ার তৃষ্ণা এবং না পাওয়ার আক্ষেপ। অল্পে তুষ্টির গুণে মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যায়। হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় তাওয়াক্কুলের আবেশ। অল্পে তুষ্টি দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে। সেকারণ ছাহাবায়ে কেরাম অল্পে তুষ্ট জীবন গঠনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।[১] নিম্নে অল্পে তুষ্ট জীবন গঠনের কিছু উপায় উল্লেখ করা হ'ল।-

১. তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা :

ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ হ'ল তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস। বিশ্বাস দুর্বল হ'লে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন অল্পে তুষ্ট থাকা কষ্টকর হয়ে যায় এবং ঈমানের স্বাদ আস্বাদনও দুরূহ হয়ে পড়ে। অসুস্থ ও দুর্বল শরীরে যেমন জীবনের স্বাদ লাভ করা যায় না, তেমনি দুর্বল ঈমান নিয়ে অল্পে তুষ্টির স্বাদ আস্বাদন করা যায় না। তাই বান্দাকে এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হ'তে হয় যে, তার রূযী জন্মের আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। সে জীবনে যা পায়নি, কখনো তা পাওয়ার ছিল না। আর যা সে পেয়েছে, তা কখনো হারানোর ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহ তার ভাগ্যে যা কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা-ই সে পেয়েছে, পাচ্ছে এবং পাবে। তার রিযিকের সর্বশেষ দানাটি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، 'কোন প্রাণীই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না। যদিও তার রিযিক প্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়'।[২] অর্থাৎ মানব জীবনের যাবতীয় বিষয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তাক্বদীরে যা আছে, মানুষ চাইলেও তা ঘটবে এবং না চাইলেও তা ঘটবে। তাই অল্প রিযিক, দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুছীবত সবকিছু তাক্বদীরেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যারা এর উপর সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাদের ঈমান পূর্ণ করে দেন। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَنَّ مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ: مَلَأَ اللهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً، 'যে ব্যক্তি তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টির মাধ্যমে তার হৃদয়কে পূর্ণ করে, আল্লাহ তার বক্ষকে প্রাচুর্য, নিরাপত্তা ও অল্পে তুষ্টি দিয়ে ভরে দেন'।[৩]

আবূবকর শিবলী (রহঃ) বলেন, ضِيقُ الصَّدْرِ لِتَرْكِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، 'তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকার কারণে হৃদয় সংকুচিত হয়ে যায়'।[৪] সুতরাং অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য বান্দার হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রোথিত থাকতে হবে যে, আমাদের জীবনে রিযিকসহ যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও অনিচ্ছাই কার্যকর হয়। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أساس كل خير أن تعلم أن مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن، 'সকল কল্যাণের মূল হ'ল তোমার একথা জানা যে, আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। আর তিনি যা চান না, তা হয় না'।[৫] তাক্বদীরের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে মানুষ অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে। দুনিয়ার সকল বিপদ-আপদকে সে সহজভাবে নিতে পারে। পরম সুখে আল্লাহকে স্মরণ করতে এবং তাঁর ইবাদতে নিমগ্ন হ'তে পারে।

২. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করা :

শিশু যেমন মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত থাকে, বান্দা তেমনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নির্ভার থাকে। মা কখনো কখনো তার সন্তাকে আদর করে উপরে ছুঁড়ে দেয়, আবার কোলে নেয়। কিন্তু উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে সন্তান কখনো হতাশ হয় না; বরং আনন্দ পেয়ে হাসে। কারণ সে জানে- তার মা তাকে আবার বুকে তুলে নিবে। আল্লাহ্র কাছে বান্দার অবস্থান অনেকটা সেই শিশু সন্তানের মত। দারিদ্র্যের কষ্ট, রিযিকের স্বল্পতা, বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট সব কিছুতেই বান্দা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়। কেননা সে জানে আল্লাহ্র সব ফায়ছালার অন্তরালে কল্যাণ নিহিত আছে। ফলে সে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর ভরসা করেই অল্পে তুষ্ট থাকে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, مَا مِنِ امْرِئٍ إِلا وَلَهُ أَثَرٌ هُوَ وَاطِئُهُ، وَرِزْقٌ هُوَ آكِلُهُ، وَأَجَلٌ هُوَ بَالِغُهُ، وَحَتْفٌ هُوَ قَاتِلُهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلا هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ لاَتَّبَعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ، كَمَا أَنَّ الْمَوْتَ مُدْرِكٌ مَنْ هَرَبَ مِنْهُ، 'প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের পদচিহ্ন মাড়াবে, নির্ধারিত রিযিক ভক্ষণ করবে, জীবনের নির্ধারিত সীমায় উপনীত হবে এবং মৃত্যু তার জীবনাবসান ঘটাবে। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি তার রিযিক থেকে পলায়ন করে, রিযিক তার পিছনে পিছনে ছুটবে এবং তার নাগাল পেয়ে যাবে। যেমনভাবে কেউ মৃত্যু থেকে পলায়ন করলে মৃত্যু তাকে পাকড়াও করে'।[৬]

একদিন জনৈক ব্যক্তি হাতিম আ'ছাম (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, عَلَى ما بَنَيْتَ أَمْرَكَ؟ 'আপনি আপনার জীবন কিভাবে পরিচালনা করেন? তিনি বললেন,

---

** এম. এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. মুসলিম হা/১০৪৩; আবূদাঊদ হা/১৬৪২; নাসাঈ হা/৪০৬।

২. ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৯৮, সনদ ছহীহ।

৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/২০২।

৪. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা (বৈরূত: দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৮হি./১৯৮৭খ্রি.) ২/৩৯৬।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ: ৯৭।

৬. ইবনু আবিদ্দুনয়া, আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফফুফ, পৃ: ৩৯।

www.at-tahreek.com

عَلَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: بَنَيْتُ أَمْرِي عَلَى أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَلِمْتُ أَنَّ رِزْقِي لا يَأْكُلُهُ غَيْرِي، فَاطْمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسِي، وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي لا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ غَيْرِي، فأنا مشغول به، وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِينِي بَغْتَةً، فَأَنَا أُبَادِرُهُ، وَعَلِمْتُ أَنِّي لا أَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ كُنْتُ، فَأَنَا مُسْتَحْيٍ مِنْهُ أَبَدًا،

‘আল্লাহ্র উপরে ভরসার ভিত্তিতে। অতঃপর তিনি বলেন, চারটি বিষয়ের উপর আমার জীবনাচরণের ভিত্তি নির্মাণ করেছি। তা হ’ল, (১) আমি জানি আমার জন্য বরাদ্দ রিযিক আমি ব্যতীত অন্য কেউ খেতে পারবে না। তাই সে ব্যাপারে আমি আত্মিক প্রশান্তি লাভ করি। (২) আমি জানি যে, আমি ছাড়া আমার আমল অন্য কেউ করে দিবে না। তাই আমি সৎ আমলে ব্যস্ত থাকি। (৩) আমি জানি মৃত্যু আমার নিকট হঠাৎ চলে আসবে, তাই আমি দ্রুততার সাথে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করি। (৪) আমি জানি আমি যেখানেই থাকি না কেন, কখনোই আমি আল্লাহ্র দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে পারব না। তাই সবসময় আমি তাঁকে লজ্জা করি’।[৭]

আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, التَّوَكُّلُ: هُوَ قَطْعُ الاسْتِشْرَافِ بِالْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ، ‘তাওয়াক্কুল হ’ল সৃষ্টির প্রতি হতাশার দৃষ্টিতে তাকানোর পথকে বন্ধ করে দেওয়া’।[৮] সুতরাং বান্দা যখন হতাশা ও কামনার দৃষ্টিকে অবনত করে নিজের যতটুকু আছে ততটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তখন সে আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করার অদৃশ্য শক্তি লাভ করবে। আর এই তাওয়াক্কুলের পথ ধরে সে অল্পে তুষ্টির মনযিলে পৌঁছে যাবে।

৩. নিম্ন পর্যায়ের মানুষের দিকে তাকানো :

অল্পে তুষ্ট থাকার অন্যতম একটি কার্যকর উপায় হচ্ছে নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দিকে তাকানো। সেটা হ’তে পারে ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, দেহ সৌষ্ঠব, গাড়ি-বাড়ি, মান-মর্যাদা, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ-

‘আমরা তাদের ধনিক শ্রেণীকে যে বিলাসোপকরণ সমূহ দান করেছি, তুমি সেদিকে চোখ তুলে তাকাবে না। আর তাদের ব্যাপারে তুমি দুশ্চিন্তা করো না। ঈমানদারগণের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনত রাখ’ *(হিজর ১৫/৮৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، ‘যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে যাকে ধন-সম্পদ এবং স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে তার উপরে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্নমানের ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে’।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন, انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ، ‘তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন স্তরের লোকের প্রতি তাকাও। তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের লোকদের দিকে তাকিয়ো না। তাহ’লে এটাই হবে তোমাদের উপরে আল্লাহ্র নে‘মতকে অবজ্ঞা না করার উপযুক্ত মাধ্যম’।[১০]

ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, هذا حديث جامع للخير؛ لأن العبد إذا رأى من فوقه فى الخير طالت نفسه باللحاق به، واستقصر حاله التى هو عليها، واجتهد فى الزيادة. وإذا نظر فى دنياه إلى من دونه تبين نعم الله عليه، فألزم نفسه الشكر، ‘এই হাদীছ যাবতীয় কল্যাণকে একত্রিত করেছে। কেননা বান্দা যখন প্রাচুর্য-সমৃদ্ধিতে তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কোন ব্যক্তির দিকে তাকায়, তখন তার অন্তর সেটাকে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠে। ফলে সে নিজের অবস্থাকে খুবই নগণ্য মনে করে এবং প্রাচুর্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে থাকে। আর সে যখন নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায়, তখন তার প্রতি আল্লাহ্র নে‘মতগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে তার মন-প্রাণ আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রণত হয়’।[১১]

সুতরাং অল্পে তুষ্টির স্বাদ আস্বাদনের জন্য নিজেদের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের দিকে তাকানো উচিত। মধ্যবিত্ত কোন পরিবারের সদস্য যদি ধনী লোকের গাড়ি-বাড়ির দিকে তাকায়, তাহ’লে সে কখনো অল্পে তুষ্ট থাকতে পারবে না। কিন্তু সে যদি ফুটপাথে শুয়ে থাকা ছিন্নমূল মানুষের দিকে তাকায়, তাহ’লে মনে সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। কুঁড়েঘরে বসবাসকারী যদি বন্যা কবলিত ভিটেমাটি হারা মানুষের দিকে তাকায়, তাহ’লে অল্পে তুষ্ট থাকা তার জন্য অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিচের দিকে তাকানোর মাধ্যমে পরিতুষ্ট থাকার চেষ্টা করতে হবে। নইলে নিজেদের অজান্তেই অশান্তির ঘেরাটোপে মানুষ আটকে যাবে। তাই আসুন! আমরা অল্প তুষ্ট থাকতে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দিন! আমীন!!

---

৭. শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ১১/৪৮৫; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৩৪০।

৮. ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ ১/১২২।

৯. বুখারী হা/৬৪৯০; ইবনু হিব্বান হা/ ৭১২; মিশকাত হা/৫২৪২।

১০. মুসলিম হা/২৯৬৩; মিশকাত হা/৫২৪২।

১১. কাযী ইয়ায, ইকমালুল মু‘লিম বিফাওয়ায়িদিল মুসলিম, মুহাক্কিক্ব: ড. ইয়াহইয়া ইসমাঈল (মিসর: দারুল অফা, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯হি./১৯৯৮খ্রি.) ৮/৫১৫।

৪. আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করা :

আল্লাহ্র দাসত্ব করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যাদের যিন্দেগী আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকে, আল্লাহ তাদেরকে অপরিমেয় রিযিক দান করেন এবং অল্পে তুষ্টির গুণ দ্বারা তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও ইনসানকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَبَاعَدْ مِنِّي فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ شُغْلًا، 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য সময় বের করে নাও, তাহ'লে আমি তোমার হৃদয়কে অভাবমুক্তি দ্বারা পূর্ণ করে দিব এবং তোমার দু'হাতকে রিযিক দিয়ে ভরে দিব। হে আদম সন্তান! আমার থেকে দূরে সরে যেও না, তবে আমি তোমার হৃদয়কে দরিদ্রতা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার হাতকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব'।[১২]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'যখন অন্তর অভাবমুক্ত হয়ে যায়, তখন মানুষ আর কোন কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে না। কেননা এই অভাবমুক্তি হ'ল অন্তরের অভাবমুক্তি। ফলে মানুষ যদি রিক্তহস্ত-দরিদ্রও হয়ে যায়, আর তার অন্তর যদি অভাবমুক্ত থাকে, তাহ'লে সে মনে করে যে, সে অনেক কিছুর মালিক। আর এটা তার কাছে থাকা সমুদয় সহায়-সম্পদের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর। আর আল্লাহ যদি তার অন্তরকে গরীব ও অভাবী করে দেন, তাহ'লে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী লোক হওয়া সত্ত্বেও সে নিজেকে একজন দরিদ্র মানুষ ভাবতে থাকে। কেননা সে মনে করে তার সম্পদ খুব শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে যাবে'।[১৩] সুতরাং যারা যথাযথভাবে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করতে পারবে, আল্লাহ তার হৃদয় থেকে রিযিকের দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে দিবেন এবং অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

৫. আখেরাতমুখী জীবন গঠন করা ও মৃত্যুকে স্মরণ করা :

দুনিয়া একটি ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপনীত হ'লে বা কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'লে মানুষ কিছুটা বুঝতে পারে যে, পার্থিব জীবন এবং দুনিয়া কেন্দ্রিক আমাদের স্বপ্ন-আশা কতটা মূল্যহীন। এখানে ঈমান ও আমলের মাধ্যমে আখেরাতে মুক্তি পাওয়া মুমিন বান্দার প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। কিন্তু জীবন যখন দুনিয়ামুখী হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এর মোহে ডুবে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং পার্থিব যৎসামান্য সামগ্রীতে পরিতুষ্ট থাকা দুরূহ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যারা আখেরাতমুখী জীবন গঠন করে, আল্লাহ তাদের স্বল্প জীবিকায় প্রভূত বরকত দান করেন। ফলে দুনিয়ার কোন কিছুর জন্য তাদের মনে কোন আক্ষেপ থাকে না এবং হৃদয়-মন অল্পে তুষ্ট থাকে। আর আখেরাতমুখী জীবন যাপনের অর্থ হ'ল- সাধ্যানুযায়ী শরী'আতের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। কেউ যদি নিজের মধ্যে মৃত্যুর ভাবনা সর্বদা জাগরুক রাখতে পারে যে, আজকের দিনটাই হয়ত আমার শেষ দিন, আজকে অথবা আগামী কালই হয়ত আমি মরে যাব, তাহ'লে দুনিয়ার মোহে সে ডুবে থাকবে না। সহায়-সম্পদের প্রবৃদ্ধি নিয়ে সে কখনোই চিন্তা-ভাবনা করবে না; বরং অল্পে তুষ্ট থেকে সাধ্য অনুযায়ী পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকবে।

আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তুমি এমনভাবে দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা কর, যেন আগামীকালই তোমার মৃত্যু হবে'।[১৪]

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا، 'আল্লাহ আখেরাতের নিয়তের উপর ভিত্তি করে বান্দাকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী পার্থিব সামগ্রী প্রদান করবেন। কিন্তু দুনিয়ার নিয়তে তিনি দুনিয়া ছাড়া আর কিছুই দেন না'।[১৫] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'দেহ ও মনের প্রশান্তির উপায় হচ্ছে দুনিয়াবিমুখ হয়ে সাধা-সিধে আখেরাতমুখী জীবন যাপন করা'।[১৬]

হাসান বাছরী (রহঃ) যুবকদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْآخِرَةِ فَاطْلُبُوْهَا؛ فَكَثِيْرًا رَأَيْنَا مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ فَأَدْرَكَهَا مَعَ الدُّنْيَا، وَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا طَلَبَ الدُّنْيَا فَأَدْرَكَ الْآخِرَةَ مَعَ الدُّنْيَا، 'হে যুব সমাজ! অবশ্যই তোমরা আখেরাতের সন্ধানে নিয়োজিত থাকবে। কেননা বহু আখেরাত অনুসন্ধানীকে আমি দেখেছি যে, সে আখেরাতের সাথে পার্থিব কল্যাণও লাভ করেছে। আর আমি কখনো দুনিয়া অনুসন্ধানী এমন কাউকে দেখিনি, যে দুনিয়ার সাথে আখেরাতের কল্যাণ হাছিল করতে পেরেছে'।[১৭] মানুষ যখন

---

১২. *ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৫০০; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৭৯২৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৬৫, সনদ ছহীহ।*

১৩. *আহমাদ হুত্বাইবাহ, শারহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (মাকতাবা শামেলা যাহাবিয়া) ৪/৪৫।*

১৪. *তাফসীরে কুরতুবী ১৬/১৬।*

১৫. *শাওকানী, তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৪/৬১১।*

১৬. *ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ: ২১০; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আয-যুহদ, পৃ: ১০৭।*

১৭. *বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ: ৬৫।*

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা চিন্তা করে মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং যেকোন সময়ে আল্লাহ্‌র ডাকে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে, তখন দুনিয়ার ঠুনকো স্বার্থকে সে আদৌ পরওয়া করবে না; বরং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে সদা সচেষ্ট থাকবে। তার সম্পদ কতটুকু থাকল কি থাকল না, এ নিয়ে কখনো পেরেশান হবে না। বরং অল্পে তুষ্ট থেকে জান্নাতের চির শান্তির ঠিকানায় রবের সাক্ষাতের জন্য সদা উন্মুখ থাকবে। বিশর ইবনুল হারেছ (রহঃ) বলেন, لَيْسَ أَحَدٌ يُحِبُّ الدُّنْيَا إِلاَّ لَـمْ يُحِبَّ الْـمَوْتَ، وَمَنْ زَهِدَ فِيْهَا، أَحَبَّ لِقَاءَ مَوْلاَهُ، ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে কখনো মৃত্যুকে পসন্দ করে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া বিমুখ হয়, সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে’।[18] আওন ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الآخِرَةَ لَمْ يَفُتْهُ رِزْقُهُ، ‘যে ব্যক্তি আখেরাত তালাশ করে, তার রিযিক কখনো হাতছাড়া হয় না’।[19]

৬. দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা না করা :

অধিক পাওয়ার আকাঙ্খা ও দীর্ঘ আশা অল্পে তুষ্ট জীবন যাপনে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক। মানুষের আশা-আকাঙ্খা যত দীর্ঘ হয়, তার অল্পে তুষ্ট থাকার পথ ততটাই রুদ্ধ হয়ে যায়। আমরা কত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করি, কত স্বপ্ন দেখি যেন আমরা আরো অনেক দিন বেঁচে থাকব। কিন্তু আমরা ভেবে দেখি না যে, এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে মৃত্যু থেকে গাফেল রাখে এবং আখেরাত বিমুখ করে তোলে। আল্লাহ বলেন, ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ‘ছাড় ওদেরকে। ওরা খানা-পিনা করতে থাকুক আর দুনিয়া ভোগ করতে থাকুক। আশা-আকাঙ্ক্ষা ওদেরকে ভুলিয়ে রাখুক। অতঃপর শীঘ্র ওরা জানতে পারবে’ *(হিজর ১৫/৩)*। আব্দুর রহমান সা‘দী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে দুনিয়াদারদের ধমক দেওয়া হয়েছে। কেননা দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকা ও দীর্ঘ আশার কারণে মানুষ আখেরাত থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে’।[20] হাসান বছরী (রাঃ) বলেন, ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، ‘বান্দা যখন দীর্ঘ আশা করে, তখন তার আমল খারাপ হয়ে যায়’।[21]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার এক সফরে হাজাত সেরে পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আর একটু সামনে গেলেই তো পানি পাওয়া যেত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا يُدْرِينِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ، ‘আমি কিভাবে জানব যে, (মৃত্যু আসার পূর্বে) আমি সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কি-না?’।[22] অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) এতটুকুও নিশ্চিত ছিলেন না যে, আগামী ছালাত পর্যন্ত বা পানির নিকটে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন।[23] এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، ‘তুমি দুনিয়াতে একজন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা পথিকের মত হয়ে থাকো’। এরপর থেকে ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، ‘সন্ধ্যা হ’লে তুমি সকালের আশা করো না এবং সকাল হ’লে তুমি সন্ধ্যার আশা করো না। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তুমি তোমার সুস্থতাকে এবং মৃত্যু আসার আগে তুমি তোমার জীবনকে কাজে লাগাও’।[24]

অথচ আমরা অহর্নিশ ছুটে চলেছি আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে। মৃত্যু সম্পর্কে আমরা একেবারেই উদাসীন। পার্থিব আশার চোরাবালিতে ডুবে গেছে আমাদের যিন্দেগী। ফলে ইবাদতগুলো হয়ে গেছে রূহশূন্য, সেখানে আর অল্পে তুষ্টির আবাদ হয় না। অথচ বল্গাহীন আকাঙ্ক্ষার লাগাম টেনে ধরে আমরা আমাদের আমলকে সুন্দর করতে পারতাম এবং অল্পে তুষ্ট থেকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করতে পারতাম। মালেক ইবনু মিগওয়াল বাজালী (রহঃ) বলেন,مَنْ قَصَرَ أَمَلُهُ هَانَ عَلَيْهِ عَيْشُهُ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ، ‘যে আশা কম করে, খানা-পিনা ও পোষাক পরিচ্ছদে তার জীবন সাধা-সিধে হয়ে থাকে’।[25] হাতেম আল-আ‘ছাম (রহঃ) বলেন, لكل شَيْء زينة وزينة العبادة الخوف وعلامة الخوف قصر الأمل، ‘প্রত্যেক জিনিসের একটা সৌন্দর্য আছে। ইবাদতের সৌন্দর্য হ’ল আল্লাহভীতি। আর আল্লাহভীতির আলামত হ’ল পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করা’।[26]

সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, ‘তিন শ্রেণীর লোককে দেখলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই- (১) সেই ব্যক্তি, যে দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা করে, কিন্তু মৃত্যুকে নিয়ে মোটেও চিন্তা করে না। অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, (২) মৃত্যু থেকে গাফেল ব্যক্তি, অথচ তার মৃত্যুর পরেই ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যাবে, (৩) সেই ব্যক্তি, যে গাল ভরে হাসে, কিন্তু সে জানে না যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি রাগান্বিত’।[27]

---

১৮. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ১০/৪৭৬।*
১৯. *আল-ক্বানা‘আতু ওয়াত তা‘আফ্ফুফ, পৃ: ৬৬।*
২০. *তাফসীরে সা‘দী, পৃ: ৪২৯।*
২১. *শানক্বীতী, তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান ২/২৫৩।*
২২. *আহমাদ হা/২৬১৪; ছহীহাহ্ হা/২৬২৯, সনদ হাসান।*
২৩. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৮/৪৯০।*
২৪. *বুখারী হা/৬৪১৬; তিরমিযী হা/২৩৩৩; মিশকাত হা/১৬০৪।*
২৫. *ইবনু আবীদ্দুনইয়া, ক্বিছারুল আমাল (বৈরূত: দারু ইবনু হাযম, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খ্রি.) পৃ: ৪৪।*
২৬. *আব্দুল কারীম কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, মুহাক্কিক্ব: ড. আব্দুল হালীম মাহমূদ ও ড. মাহমূদ বিন শরীফ (কায়রো: দারুল মা‘আরেফ, তাবি) ১/২৫৪।*
২৭. *গাযালী, ইহয়াউ ‘উলূমিদ্দীন ৪/৪৫৪; মিফতাহুল আফকার ১/১৩০।*

আবুল লায়েছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি পার্থিব আশা-আকাঙ্খা কম করে, মহান আল্লাহ তাকে চারভাবে সম্মানিত করেন, (১) তাকে আল্লাহ্র অনুগত্যে অবিচলতা দান করেন। (২) তার পার্থিব দুশ্চিন্তা হ্রাস করে দেন। (৩) স্বল্প উপার্জনের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দান করেন এবং তার অন্তরকে আলোকিত করে দেন। আর চারটি কাজের মাধ্যমে অন্তর আলোকিত হয়, (১) আহার করার সময় কিছু অংশ খালি রাখা (২) নেককার মানুষের সাহচর্যে থাকা (৩) কৃত পাপের কথা স্মরণ করে বার বার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং (৪) পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করা অথবা একবারে মিটিয়ে দেওয়া’।[২৮] সুতরাং আমরা যদি দীর্ঘ আশা না করে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে সদা নিয়োজিত থাকি, মহান আল্লাহ দুনিয়াতে আমাদেরকে অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দান করবেন এবং আখেরাতে উপহার দিবেন প্রশান্তিময় জান্নাত।

৭. সম্পদ জমানোর চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করা :

যার মধ্যে টাকা-পয়সা জমানোর এবং ব্যাংক-ব্যালেন্স করার প্রবণতা থাকে, সে খুব কমই অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে। কেননা সম্পদ পুঞ্জিভূত করার মানসিকতা সবসময় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। প্রয়োজনের চেয়ে অধিক সম্পদ তার হস্তগত হ’লেও সে খুশি থাকতে পারে না। সেকারণ ইসলাম মানুষকে সবসময় সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে এবং দান-ছাদাক্বাহ করতে উৎসাহিত করেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ বেলাল (রাঃ)-কে দেখেতে গেলেন। বেলাল (রাঃ)-এর কাছে এক স্তূপ খেজুর দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ ‘বেলাল! এসব কি?’ বেলাল বললেন, شَيْءٌ ادَّخَرْتُهُ لِغَدٍ، ‘হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটা আমি আগামীকালের জন্য জমা করে রেখেছি’। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ غَدًا بخارا فِي نَار جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، ‘তুমি কি কাল ক্বিয়ামতের দিনে এর থেকে জাহান্নামের তাপ অনুভবের ভয় করছ না? বেলাল! এসব তুমি দান করে দাও। আরশের মালিকের কাছে ভুখা-নাঙ্গা থাকার ভয় করো না’।[২৯] এর কারণ হ’ল- সম্পদ সঞ্চয়ের কারণে অধিকাংশ সময় মানুষ ভবিষ্যতের জন্য সেই সম্পদের উপরেই ভরসা করে থাকে। আল্লাহ্র প্রতি তার ভরসা শিথিল হয়ে যায়।

ছাহেবে মির‘আত (রহঃ) বলেন, শয়তান সবসময় মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখায়। সেজন্য দারিদ্রের ভয়ে সম্পদ জমা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে স্বাভাবিক প্রয়োজনে সম্পদ সঞ্চয় করা জায়েয।[৩০] সুতরাং মানুষ যদি ভবিষ্যতের ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করে মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করার মানসিকতা পরিহার করতে পারে, তাহ’লে অল্পে তুষ্ট থাকা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

৮. লোভ ত্যাগ করা ও অন্যের সম্পদ থেকে নির্মোহ থাকা :

মানুষের জীবনে ষড়রিপুর প্রভাব অনস্বীকার্য। এদেরকে ভালো কাজে নিয়োজিত না রাখলে ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। ষড়রিপুর অন্যতম হ’ল লোভ। অল্পে তুষ্ট জীবন গঠনের জন্য লোভ পরিহার করা আবশ্যক। কেননা লোভ-লালসা দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্য হুমকি স্বরূপ। যা ইহকাল ও পরকালে মানুষকে অধঃপতনের অতল তলে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ‘শরীকদের অনেকে (এভাবে) একে অপরের প্রতি যুলুম করে থাকে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৪)*। এই আয়াতে একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করার অর্থ হ’ল দুনিয়াতে অধিক সম্পদ লাভের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া, যা তাকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে এবং অল্পে তুষ্ট থাকতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[৩১]

কা‘ব ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ، ‘দু’টি ক্ষুধার্ত বাঘকে ছাগলের পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হ’লে যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কোন ব্যক্তির ধন-সম্পদ ও মর্যাদার লোভ এর চেয়ে বেশি তার দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে’।[৩২] সম্পদের লোভ ক্ষতিকর এজন্য যে, এটা মানুষের মধ্যে এক প্রকার অস্থিরতা সৃষ্টি করে, যা তাকে প্রবৃত্তির অনুসরণের দিকে ঠেলে দেয় এবং দুনিয়ার সুখ-সম্ভারে মত্ত হওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে। ফলে সে ব্যক্তি নে‘মতের মধ্যে ডুবে থাকা পসন্দ করে। কখনো তার কামনা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, সে যদি হালাল উপায়ে তা অর্জন করতে না পারে, তাহ’লে সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যা তাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয়। আর আভিজাত্য বা সুনাম অর্জনের লোভ ক্ষতিকর এজন্য যে, মানুষ এই সুনাম অর্জনের জন্যই সম্পদ ব্যয় করে, যা গোপন শিরকের অর্ন্তভুক্ত।[৩৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, قلوب الجهال تستفزها الأطماع، وترهن بالمنى، وتستغلق، ‘লোভ-লালসা মূর্খদের হৃদয়গুলোকে অস্থির করে তোলে, আশার মায়াজালে বন্দী করে এবং জীবনকে বিষিয়ে তোলে’।[৩৪] সুতরাং নিজের জীবনকে নিয়ে পরিতুষ্ট থাকার জন্য লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। আর লোভ পরিহার করার অর্থ হ’ল অন্যের সম্পদ থেকে নিজেকে নির্মোহ রাখা। একদিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে ওমর (রাঃ) বললেন, إن الطمع فقر واليأس غنى وإنه من يئس عما

---

২৮. *আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ: ২২৫।*
২৯. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০২৪; ছহীহুত তারগীব হা/৯২২; মিশকাত হা/১৮৮৫।*
৩০. *মির‘আতুল মাফাতীহ ৬/১৩৭।*

৩১. *আব্দুল ক্বাদের আল-‘আনী, বায়ানুল মা‘আনী ১/৩০১।*
৩২. *তিরমিযী হা/২৩৭৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৭১০; মিশকাত হা/৫১৮১।*
৩৩. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩৯।*
৩৪. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক ৫৩/১৪১; মাওসূ‘আতুল আখলাক্ব আল-ইসলামিয়্যাহ ২/৩১০।*

في أيدي الناس وقع استغنى عنهم، ‘নিশ্চয়ই লোভ এক প্রকার দরিদ্রতা এবং নির্লোভ থাকা এক প্রকার ধনাঢ্যতা। যখন কেউ মানুষের ধনৈশ্বর্য থেকে নির্মোহ থাকে এবং অল্পে তুষ্ট থাকে, তখন সে তাদের থেকে অভাবমুক্ত হয়ে যায়’।[৩৫]

৯. বিলাসী জীবন পরিহার করা :

বিলাসী জীবন মানুষকে বস্তুবাদী করে তোলে এবং তাকে কখনো অল্পে তুষ্ট থাকতে দেয় না। সেকারণ নবী-রাসূল এবং যুগ-যুগান্তরে তাঁদের সনিষ্ঠ অনুসারীগণ বিলাসী জীবনকে অপসন্দ করেছেন এবং অনাড়ম্বর সাধা-সিধে জীবন যাপনকে বেছে নিয়েছেন। কেননা মানুষ যখন বস্তুবাদী হয়ে পড়ে এবং পার্থিব জীবন উপভোগে মনোনিবেশ করে তখন তার হৃদয় থেকে অল্পেতুষ্টি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর বাস্তবতা হ'ল- মানুষ যতই ক্ষমতাশালী ও বিত্তবান হোক না কেন, তার বিলাসী জীবন বেশি দিন টেকসই হয় না। তাই দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত সফরে গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে সামান্য কষ্ট স্বীকার করে আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য পাথেয় সঞ্চয় করাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। দুনিয়াতে মানুষ যতই সুখে-শান্তিতে বসবাস করুক না কেন, আখেরাতের তুলনায় তা একেবারেই মূল্যহীন। এটা উপলব্ধি করার জন্য একটি হাদীছ উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়ার সর্বাধিক সুখী ও বিলাসী জীবন যাপন করেছে, এমন লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে চুবিয়ে উঠানো হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো আরাম-আয়েশ দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম, হে আমার রব! অতঃপর জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে এমন এক লোককে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে এক মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে আবার বের করা হবে। তারপর জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট দেখেছ এবং তুমি কি কখনো বিপদাপদের মুখোমুখী হয়েছ? সে বলবে, না আল্লাহ্র কসম, হে আমার রব! আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি। আর কখনো কোন কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি’।[৩৬]

আল্লাহ্র ইবাদত থেকে গাফেল হয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়া জাহান্নামী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، ‘ইতিপূর্বে তারা ছিল ভোগ-বিলাসে মত্ত’ *(ওয়াক্বি‘য়াহ ৫৬/৪৫)*। ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা যেসমস্ত দুনিয়াবী নে‘মত সমূহ থেকে আমাদের দূরে রেখেছেন, সেগুলো আমাদেরকে প্রদত্ত নে‘মত থেকে অধিক উত্তম। কেননা আল্লাহ তার নবী (ছাঃ)-এর জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসকে অপসন্দ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীর জন্য অপসন্দনীয় (ভোগ-বিলাসপূর্ণ) জীবনের চেয়ে তাঁর জন্য পসন্দনীয় (ভোগ-বিলাসহীন) জীবনই আমার নিকটে অধিকতর প্রিয়।[৩৭] সুতরাং বলা যায়, সাধা-সিধে জীবন যাপনই অল্পে তুষ্ট জীবন গঠনের জন্য অধিকতর উপযোগী। তাই বিলাসী জীবন পরিহার করে অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্থ হওয়া বুদ্ধিমান মুমিনের কর্তব্য।

১০. কুরআন অনুধাবন করা :

সাধারণভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তা অনুধাবন করা এক নয়। অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াতে অশেষ নেকী অর্জিত হ'লেও, কেবল তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল হয়নি; বরং তা অনুধাবন করে উপদেশ হাছিল করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন অনুধাবনের মাধ্যমে জীবনজুড়ে বরকত নাযিল হয়। অধিকাংশ মানুষ কুরআন তেলাওয়াত করেও তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না, কেবল অনুধাবন না করার কারণে। সেকারণ বান্দার কর্তব্য হ'ল বোঝার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা। আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ‘এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ‘আর এই কিতাব (কুরআন) আমরা নাযিল করেছি যা বরকতমণ্ডিত। সুতরাং এটির (আদেশ সমূহ) অনুসরণ কর এবং (নিষেধ সমূহে) ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার’ *(আন‘আম ৬/১৫৫)*। ইমাম শাওকানী বরকতময় কুরআনের ব্যাখ্যায় বলেন, المبارك هو كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية، ‘মুবারক অর্থ হ'ল কুরআনের প্রভূত বরকত, যার মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণ অর্ন্তভুক্ত’।[৩৮]

সুতরাং যারা কুরআন অনুধাবন করে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হবে এবং এর হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলবে, তারা জীবন ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে রহমত ও বরকত প্রাপ্ত হবে।[৩৯] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যারা কুরআন অনুধাবনের মাধ্যমে এর বিধি-বিধানের হেফাযত করবে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করবেন। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে তাদের জীবন ও জীবিকা সংকুচিত করে দিবেন।[৪০]

৩৫. ইহ্য়াউ ‘উলূমিদ্দীন ৪/২০০; ওয়াক্বি‘, আয্-যুহ্দ, পৃ:৪২৬।
৩৬. মুসলিম হা/২৮০৭; মিশকাত হা/৫৬৬৯।
৩৭. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান ৬/২৭৭; ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবেরীন, পৃ: ১৩২।
৩৮. তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ২/২০৫।
৩৯. তাফসীরে ক্বাসেমী ৪/৫৪২; রূহুল মা‘নী ৪/২০৯; ছাফওয়াতুত তাফাসীর ১/৩৯৮।
৪০. ছা‘আলাবী, আল-জাওয়াহিরুল হাস্সান (তাফসীরে ছা‘আলাবী) ৪/৭২।

www.at-tahreek.com

কুরআনের মাধ্যমে বরকত লাভের প্রমাণ হাদীছেও মওজূদ আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، 'তোমরা সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত কর। কেননা তা গ্রহণ করাতে রয়েছে বরকত এবং বর্জন করায় রয়েছে পরিতাপ'।[৪১] এখানে কুরআন গ্রহণ করার অর্থ হ'ল, الْمُوَاظَبَةُ عَلَى تِلَاوَتِهَا وَالتَّدَبُّرِ فِي مَعَانِيهَا وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهَا، 'নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা, এর মর্ম অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা'।[৪২]

১১. রিযিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা :

আল্লাহ্‌র প্রতি যার ভরসা কম, সে রিযিক নিয়ে সবচেয়ে বেশি পেরেশান থাকে। যে যত বেশী রিযিকের দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে, তার পক্ষে অল্পে তুষ্ট থাকা তত বেশী সহজ হবে। কিন্তু শয়তান সবসময় মানুষকে রিযিক সংকোচনের ভয় দেখায় ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য উৎকণ্ঠিত করে তোলে। আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন, 'মানুষ যদি কুরআনের একটি আয়াতকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরতে পারত, তাহ'লে এই আয়াতটাই তার জন্য যথেষ্ট হ'ত। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন, আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করেন' *(ত্বালাক্ব ৬৫/২-৩)*।[৪৩]

সেজন্য সালাফে ছালেহীন কখনো রিযিকের দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না। আবূ আব্দুর রহমান আল-উমারী (রহঃ) নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলতেন, 'আমি যখন মায়ের পেটে ছিলাম, তখন আমাকে রিযিক দেওয়া হয়েছে। সেই অবস্থায় আমার কোন চেষ্টা ছাড়াই রিযিক আমার মুখে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি যখন বড় হ'লাম এবং আমরা রবকে চিনলাম। তখন তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা খারাপ হয়ে গেল। জগতে আমার চেয়ে কি আর কোন নিকৃষ্ট বান্দা থাকতে পারে?'[৪৪] একবার উসাইদ আল-ফাযারী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল- مِنْ أَيْنَ تَعِيشُ؟ 'আপনার জীবিকার উৎস কী?' তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ! যেই আল্লাহ বানর-শূকরকে রূযী দিয়ে থাকেন, তিনি কি আবূ উসাইদের রূযীর ব্যবস্থা করবেন না? তারপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করে বলেন,

إِنَّ الْمَقَادِيرَ لا تُنَاوِلُهَا الأَوْهَامُ + لُطْفًا وَلا تَرَاهَا الْعُيُوْنُ
سَيَجْرِي عَلَيْكَ مَا قَدَّرَ اللهُ + وَيَأْتِيكَ رِزْقُكَ الْمَضْمُونُ

'নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা তাক্বদীরকে অনুগ্রহের যোগান দিতে পারে না এবং চক্ষুসমূহ ভাগ্যকে দেখতে পায় না। আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা বাস্তবায়ন হবেই। তোমার বরাদ্দ রিযিক তোমার কাছে আসবেই'।[৪৫] আইয়ূ্যব ইবনু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, لا تَهْتَمَّ لِلرِّزْقِ، وَاجْعَلْ هَمَّكَ لِلْمَوْتِ 'তুমি রিযিকের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ো না; বরং তোমার চিন্তা-ভাবনাকে মৃত্যুর জন্য নির্ধারণ করে রাখ'। ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহঃ) বলেন, مَا اهْتَمَمْتُ لِرِزْقٍ أَبَدًا، إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَحْزَنَ لِرِزْقِي بَعْدَ رِضَائِهِ، 'আমি কখনো রিযিকের জন্য দুশ্চিন্তা করিনি। আমার রবের সন্তুষ্টি লাভের পরে আমার রিযিকের জন্য তাঁর সামনে পেরেশান হ'তে আমি লজ্জাবোধ করি'।[৪৬]

১২. নবী-রাসূল ও সালাফদের জীবনী অধ্যয়ন করা :

আদর্শ জীবন গঠনের জন্য নবী-রাসূলগণের জীবন অধ্যয়ন করা আবশ্যক। কেননা তাঁরাই পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। আর সালাফে ছালেহীন ছিলেন নবীদের সনিষ্ঠ অনুসারী। পরবর্তী প্রজন্ম তাদের রচিত পথ ধরেই সফলতা ও মুক্তির মনযিলে পৌঁছাতে পারে। আল্লাহ বলেন, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا- 'মুমিনদের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তারা তাদের অঙ্গীকার আদৌ পরিবর্তন করেনি' *(আহযাব ৩৩/২৩)*।

শাক্বীক ইবনে ইবরাহীম বলখী (রহঃ) বলেন, আমরা একদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-কে বললাম, 'আপনি তো আমাদের সাথেই ছালাত আদায় করেন। কিন্তু আমাদের সাথে বসেন না কেন?' তখন তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের সাথে বসে কথা বলি'। আমরা বললাম, 'ছাহাবী-তাবেঈদের আপনি কোথায় পেলেন'। তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তোমাদের সাথে বসে আমি কি করব? তোমরা তো বসেই মানুষের দোষ চর্চা করা শুরু কর'।[৪৭] নাঈম ইবনে হাম্মাদ বলেন, ইবনুল মুবারক (রহঃ) অধিকাংশ সময় নিজ বাড়িতে অবস্থান করতেন। তাকে বলা হ'ল, আপনি সবসময়

---

৪১. মুসলিম হা/৮০৪; দারেমী হা/৩৪৩৪; মিশকাত হা/২১২০।
৪২. মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৪/১৪৬১।
৪৩. তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১৬০।
৪৪. আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফফুফ, পৃ: ৫৫।
৪৫. আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফফুফ, পৃ: ৫৪।
৪৬. আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফফুফ, পৃ: ৫৩।
৪৭. খত্বীব বাগদাদী, তাকয়ীদুল ইলম (বৈরূত: ইহয়াউস সুন্নাহ আন-নববিয়্যাহ, তাবি) পৃ. ১২৬; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৩/৩২৪।

বাড়িতে বসে থাকেন, এতে কি একাকীত্ব অনুভব করেন না? জবাবে তিনি বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থাকি, এককীত্ব অনুভব করব কিভাবে?[৪৮]

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি। আর তার পরে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈনে ইযাম, তাবা তাবে'ঈন ও তৎপরবর্তী নেককার বান্দাগণ ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শের মাধ্যমে সর্বাধিক প্রভাবিত ও আলোকিত। তাই তাদের জীবন দর্শন জানতে হ'লে তাদের জীবনী অধ্যয়ন আবশ্যক। যারা নবী-রাসূল ও সৎকর্মশীল সালাফদের জীবনালেখ্য যত বেশী চর্চা করবে, তাদের জীবন তত বেশী আল্লাহমুখী হবে এবং অল্পে তুষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত হবে।

১৩. আল্লাহ্‌র কাছে বেশী বেশী দো'আ করা :

আল্লাহ্‌র তাওফীক্ব ছাড়া বান্দা কোন কিছু লাভ করতে পারে না। তাই বান্দার কর্তব্য হ'ল অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব চেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে বেশী বেশী দো'আ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য এই দো'আটি পড়তেন, اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا، 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের পরিবারকে জীবনধারণোপযোগী রিযিক প্রদান করুন'।[৪৯] অপর বর্ণনায় রয়েছে, اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا، 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের পরিবারকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক প্রদান করুন'।[৫০]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করে বলতেন, اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ، 'হে আল্লাহ! আমাকে যে রিযিক দিয়েছেন, তাতে আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন এবং বরকত দান করুন। আর আমার না পাওয়া প্রত্যেক রিযিকের বিনিময়ে আমাকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন'।[৫১] অপর একটি বর্ণনায় শুধু প্রথম অংশটুকু এসেছে যে, اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে রিযিক দিয়েছেন, তাতে আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন'।[৫২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরিত আদর্শের সনিষ্ঠ অনুসারী ছাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈনে ইযাম এবং সালাফে ছালেহীন অল্পে তুষ্ট জীবন লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছেন মর্মে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এই দো'আ সাধারণভাবে হ'তে পারে, আবার ছালাতের মাধ্যমেও হ'তে পারে। যেমন মাইমূন ইবনু মেহরান (রাঃ) বলেন, إِذَا أَتَى رَجُلٌ بَابَ سُلْطَانٍ فَاحْتَجَبَ عَنْهُ، فَلْيَأْتِ بُيُوتَ الرَّحْمَنِ فَإِنَّهَا مُفَتَّحَةٌ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَسْأَلْ حَاجَتَهُ، 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রাজার দারস্থ হয় এবং রাজা তাকে নাগালের বাইরে রাখে, তাহ'লে সে যেন দয়াময় আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হয়। কেননা তাঁর রহমতের দরজা সবসময় খোলা থাকে। অতঃপর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজন কামনা করে'।[৫৩]

উপসংহার :

অল্পে তুষ্ট থাকা হৃদয়ের ইবাদত। লোভ-লালসার লাগাম টেনে যারা এই ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। জীবন-জীবিকায় নেমে আসে অফুরন্ত বরকতের ধারা। সময়ের ব্যবধানে শত দুঃখ-কষ্ট ও অপূর্ণতায় তাদের কোন আক্ষেপ থাকে না। সুতরাং অল্পে তুষ্ট জীবন আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ, যার সোপান পেরিয়ে দুনিয়াবী শান্তি ও পরকালীন মুক্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে পরিতুষ্টহীন জীবন আযাব স্বরূপ, যা ইবাদতের আগ্রহ নষ্ট করে দেয় এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ডেকে আনে। সুতরাং যিন্দেগীর এই সংক্ষিপ্ত সফরে অল্পে তুষ্ট থেকে আখেরাতের শান্তিময় জীবনের প্রস্তুতি নেওয়াই বুদ্ধিমান মুমিনের কর্তব্য। মহান আল্লাহ আমাদেরকে অল্পে তুষ্ট থেকে তাঁর রেযামন্দি হাছিলের তাওফীক্ব দান করুন এবং পরকালে জান্নাতুল ফেরদাউস দানে ধন্য করুন- আমীন!

---

৪৮. ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৩/৩২৪।
৪৯. মুসলিম হা/১০৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৯; মিশকাত হা/৫১৬৪।
৫০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৩৪৩; শু'আইব আরনাঊত্ব, সনদ ছহীহ।
৫১. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩৩৬০; ইমাম হাকেম ও ইমাম যাহাবী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪২।
৫২. ইবনু আল্লান, আল-ফুতূহাতুর রাব্বানিয়্যাহ 'আলাল আযকার আন-নাবাবিয়্যাহ ৪/৩৮৩; ইবনু হাজার, হাদীছ হাসান।
৫৩. আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফফুফ পৃ:৭২।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

-ড. নূরুল ইসলাম*

(শেষ কিস্তি)

রচনাবলী :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী লেখাপড়া শেষ করার পর দ্রুতই লেখনী জগতে পদার্পণ করেন এবং ১৮৯৫ সালে 'তাফসীরে ছানাঈ'-এর ১ম খণ্ড লিখে প্রকাশ করেন। ১৯০০ সালের দিকে তিনি বাতিল ধর্মগুলির বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করেন।[১] তাঁর মৃত্যুর পর মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী মাসিক 'মা'আরিফ' পত্রিকায় লিখেন, 'ইসলাম এবং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে যেই বিষোদগার করেছে এবং কলম ধরেছে, তার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর কলম কোষমুক্ত তরবারির ভূমিকা পালন করেছে। এই কলমী জিহাদে তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন। ... তিনি লেখকও ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ পুস্তক-পুস্তিকা ইসলাম বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে লিখিত'।[২] মাওলানা আব্দুল হাই হাসানী নাদভী বলেন, له مصنفات كثيرة في الرد على مرزا غلام أحمد القادياني وعلى الآرية، 'মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও আর্য সমাজীদের জবাবে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে'।[৩] অমৃতসরী নিজেই বলেছেন, 'আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও ক্ষমতাবলে আমি ইসলামের সমর্থনে এবং কুফরী, বিদ'আত ও সীমালঙ্ঘনের জবাবে বহু গ্রন্থ রচনা করেছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করে নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্‌র স্তম্ভ সমূহকে সুদৃঢ় করেছি'।[৪]

তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, মানতিক, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল ব্যাপক ও অতুলনীয়। বক্তব্য প্রদান করার সময় তার মুখ থেকে মূল্যবান মণি-মুক্তা বিচ্ছুরিত হ'ত এবং তিনি যে বিষয়ে কলম ধরতেন তা থেকে ইলম ও তাহকীকের প্রস্রবণ নির্গত হ'ত। তিনি ছিলেন অজস্রপ্রসূ লেখক। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কত বই লিখেছেন, তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ দুরূহ। জীবনীকার ও গবেষক আব্দুর রশীদ ইরাকী-এর মতে তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ১৮৯টি। আধুনিক গবেষক আব্দুল মুবীন নাদভী (জন্ম ১৯৫৫) তাঁর থিসিসে অমৃতসরীর বইয়ের সংখ্যা ১৩৬টি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নাদভী তাঁর গ্রন্থসমূহকে ৬টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করেছেন।

১. তাফসীরুল কুরআন বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ ৭টি।
২. কাদিয়ানীদের খণ্ডনে ৩৬টি (ইরাকীর মতে ৪০টি)।
৩. খ্রিস্টানদের খণ্ডনে তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৭টি।
৪. আর্যসমাজীদের খণ্ডনে ৩২টি (ইরাকীর মতে ৪৮টি)।
৫. বিদ'আতী ও গোঁড়া মুক্বাল্লিদদের খণ্ডনে এবং আহলেহাদীছদের সম্পর্কে তাঁর লিখিত গ্রন্থ সংখ্যা ২২টি।
৬. হাদীছ, ফিক্বহ, ফৎওয়া, দাওয়াত, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ২২টি এবং সমালোচনাধর্মী গ্রন্থ ১০টি। এই হ'ল সর্বমোট ১৩৬টি।[৫] মোটকথা, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখিত ছোট-বড় বইয়ের সংখ্যা ১৩০-এর অধিক। এর অধিকাংশই উর্দূ ভাষায় রচিত।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তালিকা :

*** তাফসীরুল কুরআন বিষয়ক :** তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান (আরবী), তাফসীরে ছানাঈ (৮ খণ্ড), বায়ানুল ফুরক্বান 'আলা ইলমিল বায়ান (আরবী), তাফসীর বির-রায়, বুরহানুত তাফাসীর বা-জওয়াবে সুলতানুত তাফাসীর, আয়াতে মুতাশাবিহাত।

*** খ্রিস্টানদের জবাবে :** তাক্বাবুলে ছালাছাহ, জওয়াবাতে নাছারা, ইসলাম আওর মাসীহিয়াত, ইসলাম আওর ব্রিটিশ ল', তাহরীফাতে বাইবেল আওর তাফসীরে সূরা ইউসুফ।

*** আর্য সমাজীদের জবাবে :** হক প্রকাশ, হুদূছে বেদ, মুক্বাদ্দাস রাসূল, তুরকে ইসলাম, তাগলীবুল ইসলাম (৪ খণ্ড), তাবরে ইসলাম, ইলহামী কিতাব, ছানাঈ পকেট বুক, উছূলে আ-রিয়া।

*** কাদিয়ানীদের জবাবে :** মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর রচনাবলীর একটা বড় অংশ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে লিখিত। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'কাদিয়ানী আন্দোলন সম্পর্কে আমার এত বই রয়েছে যে, আমার নিজেরই তার সংখ্যা মনে নেই'।[৬] কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে তিনি ৩৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- ইলহামাতে মির্যা, তারীখে মির্যা, শাহাদাতে মির্যা, নিকাতে মির্যা, ফাতিহে কাদিয়ান, মুরাক্কা' কাদিয়ানী, আজাইবাতে মির্যা, ফাছলু কাযিইয়াতিল কাদিয়ানী : ফায়ছালায়ে মির্যা (আরবী ও উর্দূ), তা'লীমাতে মির্যা, ইলমে কালামে মির্যা, বাতশে ক্বাদীর, আবাতীলে মির্যা, মুকালামাতে আহমাদী।

*** তাক্বলীদের খণ্ডনে :** হাদীছে নববী আওর তাক্বলীদে শাখছী, ইজতিহাদ ওয়া তাক্বলীদ, ফিক্বহ আওর ফক্বীহ, তাক্বলীদে শাখছী আওর সালাফী, তানক্বীদে তাক্বলীদ,

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী: হায়াত-খিদমাত-আছার, পৃঃ ২০।
২. মাসিক মা'আরিফ (উর্দূ), আযমগড়, ইউপি, ভারত, ৬১/৫ সংখ্যা, মে ১৯৪৮, পৃঃ ৩৮৮; ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৭০।
৩. নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।
৪. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান, সম্পাদনা : শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২৩ হি./২০০২ খৃ.), পৃঃ ২২।
৫. চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৯৮-২০৩; আব্দুল মুবীন নাদভী, আশ-শায়খ আল-আল্লামা আবুল অফা ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী জুহূদুহু আদ-দা'বিয়াহ ওয়া আছারুহু আল-ইলমিইয়াহ, পৃঃ ৪২৭-৪২৮;, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৬।
৬. ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃঃ ৬১।

www.at-tahreek.com

উছূলুল ফিক্বহ (আরবী), আছলী হানাফিয়াত আওর তাক্বলীদে শাখছী।

*** বিদ'আতীদের খণ্ডনে :** ইলমে গায়েব কা ফায়ছালা, শাম'য়ে তাওহীদ, নূরে তাওহীদ, তাহরীকে ওহাবিয়াত পর এক নযর, মাসআলায়ে হেজায পর নযর, শরী'আত ওয়া তরীকত।

*** হাদীছে নববীর প্রতিরক্ষায় :** দলীলুল ফুরক্বান বা-জওয়াবে আহলুল কুরআন, হুজ্জিয়াতে হাদীছ আওর ইত্তেবায়ে রাসূল, খাকসারী তাহরীক আওর উস কা বানী, দিফা' আনিল হাদীছ, দিফায়ে সুন্নাত।

*** আহলেহাদীছদের সম্পর্কে :** আহলেহাদীছ কা মাযহাব, ইসলাম আওর আহলেহাদীছ, ফুতূহাতে আহলেহাদীছ।[৭]

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা :

(ক) তাফসীর :

কুরআন মাজীদ ও তার তাফসীরের সাথে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সুগভীর সম্পর্ক ছিল। কুরআনের খিদমতেই তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'ছাত্রজীবনে কুরআন শেখার এবং লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর তা শিক্ষাদানের সুযোগ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। কুরআনের তা'লীম ও তাফসীরে আমার জীবনকালের চল্লিশ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে'।[৮] তিনি প্রায় প্রত্যেক দিন তাঁর মসজিদে কুরআন মাজীদের দারস দিতেন।[৯]

তিনি স্বীয় আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার রচনাবলীর চতুর্থ শাখা হ'ল তাফসীর লিখন। যদিও আমার সকল গ্রন্থ কুরআনেরই খিদমতে নিয়োজিত, তথাপি আমি বিশেষভাবে তাফসীর লেখার ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলাম না'।[১০]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর যুগে কাদিয়ানী, আর্য সমাজী, শী'আ, ব্রেলভী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ কুরআন মাজীদের মনগড়া তাফসীর করতেন। এমনকি তারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কুরআন মাজীদের আয়াত সমূহকে বিকৃত পর্যন্ত করতেন। তাদের এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তাফসীরগুলি ইসলামী আক্বীদাকে ক্ষত-বিক্ষত করত। হিন্দু ও খ্রিস্টানরা কুরআন মাজীদকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহ যেমন বেদ, ইঞ্জীল প্রভৃতির পবিত্রতার দলীল কায়েম করত। এহেন দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে অমৃতসরী জনগণের সামনে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে তাদের আক্বীদা সংশোধনে এগিয়ে আসেন এবং এ লক্ষ্যে কয়েকটি তাফসীর রচনা করেন।[১১] তন্মধ্যে তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান, তাফসীরে ছানাঈ ও বায়ানুল ফুরক্বান 'আলা ইলমিল বায়ান অন্যতম।

১. তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান : আরবী ভাষায় রচিত 'তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান' অমৃতসরীর এক অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তাফসীর। এ তাফসীরে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি এতে কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীর করার নীতি অবলম্বন করেছি। এটি বিদ্বানদের নিকট একটি স্বীকৃত মূলনীতি। আমি এতে আমার সবটুকু সামর্থ্য ব্যয় করেছি। আল্লাহ আমার ভুল-ত্রুটিগুলি ক্ষমা করুন'।[১২]

আপাতদৃষ্টিতে কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীর করা সহজ মনে হ'লেও তা বেশ দুরূহ। এজন্য প্রয়োজন কুরআন মাজীদ গভীরভাবে অধ্যয়ন ও এর উপরে পূর্ণ দখল। সেই সাথে একটি আয়াতের সাথে আরেকটি আয়াতের সম্পর্কও ভালভাবে বুঝা যরূরী। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাওফীকে ইলাহী। অমৃতসরীকে আল্লাহ তা'আলা সেই প্রখর মেধা, সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর জ্ঞান সর্বোপরি তাওফীক ও সক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। তিনি গভীরভাবে কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন ও অনুধাবন করেন এবং একই মর্মের আয়াতগুলি দ্বারা কুরআনের তাফসীর করেন।[১৩]

মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী (১৮৮৪-১৯৫৩) এ তাফসীর সম্পর্কে বলেন, 'মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সর্বদা স্মরণীয় কর্মসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ তাঁর এই আরবী তাফসীর 'তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান'। সম্ভবতঃ ইসলামে এটি প্রথম তাফসীর, যেটি কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীর করার মূলনীতির ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। অথচ থিওরীগত দিক থেকে 'কুরআনের এক অংশ অপর অংশকে ব্যাখ্যা করে' এই মূলনীতি আলেমদের মাঝে দীর্ঘদিন থেকে সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বস্বীকৃত একটি মূলনীতি। কিন্তু বাস্তবে এখন পর্যন্ত কেউ তা করে দেখায়নি বা কেউ করে দেখালেও বর্তমানে তা মওজুদ নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত তাফসীরের এই বৈশিষ্ট্য অনেক প্রশংসার দাবীদার। লেখক প্রত্যেক আয়াতের তাফসীরে অন্যান্য এমন সব আয়াত উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের পুরা ব্যাখ্যা হয়ে যায়'।[১৪]

এই তাফসীরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, এটি তাফসীরে জালালাইনের মতো সংক্ষিপ্ত। এজন্য সাইয়িদ সুলায়মান

৭. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৯৮-২০৩; আব্দুল মুবীন নাদভী, আশ-শায়খ আল-আল্লামা আবুল অফা ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী জুহূদুহূ আদ-দা'বিয়াহ ওয়া আছারুহু আল-ইলমিইয়াহ, পৃঃ ৪২৭-৪২৮; মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, দিফায়ে সুন্নাত, তাহকীক্ব ও তা'লীক : হাফেয শাহেদ মাহমূদ (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান : উম্মুল কুরা পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০০৮), পৃঃ ১৪-১৫।*

৮. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫০। গৃহীত : অমৃতসরী রচিত বায়ানুল ফুরক্বান 'আলা ইলমিল বায়ান-এর ভূমিকা।*

৯. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ২৩৮; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৬২।*

১০. *ঐ, পৃঃ ৬২।*

১১. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৯-৪৩০।*

১২. *তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান, পৃঃ ২২।*

১৩. *ড. মুহাম্মাদ সালেম কিদওয়াঈ, হিন্দুস্তানী মুফাসসিরীন আওর উন কী আরবী তাফসীরেঁ (লাহোর : ইদারায়ে মা'আরিফে ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃঃ ১১৭-১১৮; আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম (বেনারস : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ১৯৮০), পৃঃ ৪১।*

১৪. *মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ইউপি, ভারত, ২৪/৪ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯২৯, পৃঃ ৩১৫।*

নাদভী তাফসীরে জালালাইনের পরিবর্তে উক্ত তাফসীরকে মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী এটি জালালাইনের চেয়ে বেশী উপকারী হবে বলে তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৫]

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, তিনি কেন এ ধরনের তাফসীর রচনায় প্রবৃত্ত হ'লেন? এর জবাবে অমৃতসরী উক্ত তাফসীরের ভূমিকায় বলেছেন, 'আমি যতবার পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি বিদ্বানদের তাফসীর অধ্যয়ন করেছি ততবার তাদেরকে কুরআনের জটিল ও কঠিন আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখেছি। তাদের মধ্যে কেউ হাদীছ ও আছারের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর করেছেন। আবার কেউ বুদ্ধিভিত্তিক দলীল সমূহ দ্বারা কুরআনের তাফসীর করেছেন। অথচ তারা সবাই একমত যে, তাফসীরের সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল আল্লাহ্র কালাম দিয়েই আল্লাহ্র কালামের তাফসীর করা'। ...অতঃপর তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাকে এই পথ ও পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছেন। ... ফলে আমি আল্লাহ্র রহমতে এই তাফসীর রচনা করতে পেরেছি। আমি এতে আমার চিন্তা-চেতনা নিয়োজিত করেছি এবং চেষ্টা-সাধনায় কোন ত্রুটি করিনি'।[১৬]

তাফসীরের নমুনা : সূরা বাক্বারার ৭ আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেন, 'আল্লাহ সত্য গ্রহণ করা থেকে তাদের অন্তরকে, সত্য শ্রবণ করা থেকে তাদের কর্ণ সমূহকে এবং সত্য দেখা থেকে তাদের চোখ সমূহকে গাফেল করে দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ، 'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই হ'ল অবাধ্য' *(হাশর ৫৯/১৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً، 'অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাদের উপর লা'নত করি এবং তাদের অন্তরগুলিকে আমরা শক্ত করে দিই' *(মায়েদাহ ৫/১৩)*। ফলে কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের অপরাধ সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তা দূর হয়ে গেল'।[১৭]

তাফসীর শুরু করার পূর্বে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১ম সংস্করণে সংক্ষেপে এবং ২য় সংস্করণে কিছুটা বর্ধিত আকারে একটি মূল্যবান ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে তাফসীরের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড, তাফসীর বির-রায়ের পরিচয় ও শানে নুযূল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।[১৮]

তাফসীর করার সময় তিনি আয়াত সমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা কুরআন মাজীদের আয়াতের মাধ্যমেই করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু কিছু মাসআলা যেগুলি স্পষ্ট হয়নি সেগুলিকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য হাশিয়ায় হাদীছ নিয়ে এসেছেন। কিছু জায়গায় অন্যান্য গ্রন্থের বরাত উল্লেখ করেছেন। মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলিও হাশিয়ায় বর্ণনা করেছেন। কোথাও কোথাও নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। আবার কোথাও পাঠকের উপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন।[১৯]

তাফসীরটি প্রকাশের পর দেশে ও আরব বিশ্বে তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক মাযহাব ও মাসলাকের আলেমগণ এ তাফসীরটি পসন্দ করেন এবং এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন।[২০] মিসরের 'আল-আহরাম' ও 'আল-মানার' পত্রিকায় এই তাফসীরের উপর রিভিউ প্রকাশিত হয় এবং অমৃতসরীকে ভারতের অন্যতম বড় ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।[২১]

মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (১৮৫১-১৯২০) বলেন, 'হামদ ও ছানার পর বক্তব্য হ'ল, তাফসীরের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি হ'ল পরম করুণাময়ের বাণী দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করা। সুন্নাহ ও সঠিক পথের অনুসারী মাওলানা আবুল অফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন'।[২২]

মাওলানা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) বলেন, 'আমি মাওলানা ছানাউল্লাহ্র তাফসীরুল কুরআন দেখেছি। আমি স্বীকৃতি প্রদান করছি যে, এটি জ্ঞানান্বেষীদের জন্য উপকারী। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীর করেন। আমার জানা মতে অন্য কোন তাফসীরে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না'।[২৩]

'আল-জামি'আহ আল-আরাবিইয়াহ' পত্রিকার সম্পাদক এই তাফসীরকে 'দামী মুক্তা ও মূল্যবান গ্রন্থ' হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'মুসলিম বিশ্বের এ ধরনের আধুনিক তাফসীরের অত্যাধিক প্রয়োজন ছিল'।[২৪]

---

১৫. *ঐ, পৃঃ ৩১৫-৩১৬।*
১৬. *তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান, পৃঃ ৩৩।*
১৭. *ঐ, পৃঃ ৮-৯।*
১৮. *ঐ, পৃঃ ৩৩-৪২; আব্দুর রশীদ ইরাকী, প্রবন্ধ : শায়খুল ইসলাম মাওলানা আবুল অফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী কী ইলমী খিদমাত, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান, ৪০/৩০ ও ৩১তম সংখ্যা, ২২-২৯শে জুলাই ১৯৮৮, পৃঃ ২৮।*
১৯. *হিন্দুস্তানী মুফাস্সিরীন আওর উন কী আরবী তাফসীরেঁ, পৃঃ ১১৮; আল-ই'তিছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।*
২০. *মাসিক মা'আরিফ, অক্টোবর ১৯২৯, পৃঃ ৩১৫; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪০।*
২১. *জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৪১; ইমাম খান নওশাহরাবী, হিন্দুস্তান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত (সাহীওয়াল, পাকিস্তান: মাকতাবা নাযীরিয়াহ, ১৩৯১ হি.), পৃঃ ২৪।*
২২. *তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান, পৃঃ ২৪।*
২৩. *তদেব।*
২৪. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৯। গৃহীত : আল-জামি'আতুল আরাবিইয়াহ, ৮ই জুমাদাল আখেরাহ ১৩৪৮ হিঃ।*

মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী বলেন, 'কুরআনের এ ধরনের তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষের জন্য এবং তাদের চেয়ে আলেমদের জন্য দিন দিন বেশী অনুভূত হচ্ছে এবং হ'তে থাকবে'। তিনি আলেমগণকে এ তাফসীরটি অধ্যয়নের আহ্বান জানান।[২৫]

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (১৮৯২-১৯৭৭) বলেন, 'মাওলানা অমৃতসরীর উর্দূ তাফসীরও সংক্ষিপ্ত তাফসীরগুলির মধ্যে ভাল। কিন্তু আরবী তাফসীরের মূল্য এর চেয়ে বেশী। কুরআনের তাফসীর খোদ কুরআনের মাধ্যমেই করা হয়েছে। একই মর্মের আয়াতগুলি সুন্দরভাবে এক জায়গায় পাওয়া যায়'।[২৬]

গবেষক আব্দুল মুবীন নাদভী বলেন, 'ভারত ও ভারতের বাইরে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আরবী তাফসীর। এর রচনাশৈলী অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত'।[২৭]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর জীবদ্দশায় তাফসীরটি দু'বার প্রকাশিত হয়। প্রথমবার ১৯০৩ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯২৯ সালে।[২৮] সর্বশেষ ২০০২ সালে রিয়াদের দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে এর একটি চমৎকার সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৭৮। শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (১৯৪৩-২০০৬) এটি সম্পাদনা করেছেন।

২. তাফসীরে ছানাঈ : মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর দীর্ঘ ৩৬ বছরের সাধনার ফসল ৮ খণ্ডে সমাপ্ত এই তাফসীরটি। উর্দূ ভাষায় রচিত এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ। ১৮৯৫ সালে এর ১ম খণ্ড এবং ১৯৩১ সালে শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়।[২৯] এই তাফসীরটি উর্দূভাষীদের মাঝে দারুণ জনপ্রিয় এবং সর্বমহলে প্রশংসিত ও গ্রহণযোগ্য এক অসাধারণ তাফসীর।[৩০] গবেষক আব্দুল মুবীন নাদভী বলেন, 'তাঁর তাফসীরগুলির মধ্যে এই তাফসীরটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী। আলেম-ওলামা, গবেষক ও পাঠকবৃন্দের নিকট এটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে'।[৩১] অমৃতসরীর নিজের কাছেও 'তাফসীরে ছানাঈ' ও 'তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান' অত্যন্ত পসন্দনীয় ছিল।[৩২]

উক্ত তাফসীর রচনার দু'টি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন। মাওলানার ভাষায়- 'দু'টি কারণে আমার মনে এই তাফসীর লেখার চিন্তা উদিত হয়। একটি কারণ হ'ল আমি বলেছি যে, সাধারণভাবে মুসলমানরা কুরআনের বুঝ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। এমনকি অনেকে আরবী বর্ণ পরিচয় পর্যন্ত জানে না। এমত পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে আরবী রচনাবলী দ্বারা কুরআন থেকে ফায়েদা হাছিল করা প্রায় অসম্ভব। দীর্ঘ হওয়ার কারণে উর্দূ তাফসীরগুলি থেকেও সাধারণ মানুষ উপকৃত হ'তে পারে না'।

দ্বিতীয় যে কারণটি তিনি উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম হ'ল, ইসলাম বিরোধীরা কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তেমন জ্ঞান না রাখা সত্ত্বেও নিজেদেরকে সবজান্তা হিসাবে যাহির করে এবং কুরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়। এক্ষেত্রে তাদের পুঁজি হ'ল কুরআন মাজীদের কিছু উর্দূ অনুবাদ। অথচ কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনের জন্য গভীর জ্ঞান প্রয়োজন।[৩৩] এদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমালোচনার জবাব প্রদান সময়ের অনিবার্য দাবী ছিল। এ দু'টি কারণে তিনি উক্ত তাফসীরটি রচনা করেন।

তাফসীরে ছানাঈতে তিনি সহজ, সাবলীল ও সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় শব্দে শব্দে কুরআনের অনুবাদ করেছেন। যাতে সবাই সমানভাবে এর দ্বারা উপকৃত হ'তে পারে। অনুবাদের পর সহজ ভাষায় আয়াতের মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। তারপর হাশিয়ায় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৪]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন, 'এই তাফসীর লেখার আমার মূল উদ্দেশ্য যেহেতু স্রেফ এটা যে, সাধারণ মুসলমানেরা কুরআনের মর্ম অনুধাবন করবে, সেজন্য আমি আয়াতের অনুবাদ করার সময় আরবী শব্দ সমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিনি অর্থাৎ এমনটা করিনি যে, যে শব্দটি পরে এসেছে তার অনুবাদও পরে করব। বরং আরবী বাচনভঙ্গিকে উর্দূ বাচনভঙ্গিতে রূপান্তর করেছি। এ নিয়মও মেনে চলিনি যে, নামবাচক বাক্যের (جمله إسميه) অনুবাদ নামবাচক বাক্যেই করেছি, বরং উর্দূ বাচনভঙ্গিতে যে বাক্যে তার মর্ম পেয়েছি তা উল্লেখ করেছি'।[৩৫]

তাফসীরে ছানাঈ উর্দূ ভাষায় রচিত প্রথম তাফসীর যাতে কুরআনের আয়াতগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৬] এ সম্পর্কে অমৃতসরী নিজেই বলেছেন, 'আমি একটি আয়াতকে আরেকটি আয়াতের সাথে জুড়ে দিয়েছি এবং কিছু না কিছু পারস্পরিক সম্পর্কও খুঁজে পেয়েছি। ... আজ পর্যন্ত আমার এই বর্ণনা পদ্ধতি উর্দূ তাফসীরগুলিতে দৃষ্টিগোচর হয়নি'।[৩৭] পরবর্তীতে মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (১৮৬৩-১৯৩০) ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১৮৬৩-১৯৪৩) নিজ নিজ তাফসীরে তাঁর এই রীতির অনুকরণ করেছেন।[৩৮]

---

২৫. *মা'আরিফ, অক্টোবর ১৯২৯, পৃঃ ৩১৬।*
২৬. *সেমিনার সংকলন : কুরআন মাজীদ কী তাফসীরেঁ চৌদ্দা সো বরস মেঁ (পাটনা : খোদাবখ্শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৫), পৃঃ ৩০৮। গৃহীত : দরিয়াবাদী, মু'আছিরীন, পৃঃ ১২৪।*
২৭. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩০।*
২৮. *তাযকেরায়ে আবুল অফা, পৃঃ ৫৯।*
২৯. *ঐ, পৃঃ ৫৭-৫৮; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৩-৪৫৪।*
৩০. *মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাখযানে ছানাঈ-২ (লাহোর : রাজপুত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, জানুয়ারী ১৯১৪), পৃঃ ১২।*
৩১. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৩-৪৫৪।*
৩২. *ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৭০-৩৭১।*
৩৩. *মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, তাফসীরে ছানাঈ (লাহোর : মাকতাবা কুদ্দূসিয়াহ, ২০০২), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।*
৩৪. *ড. সাইয়িদ শাহেদ আলী, উর্দূ তাফাসীর বীসবী ছদী মেঁ (লাহোর : মাকতাবা কাসেমুল উলূম, তা.বি), পৃঃ ৩২।*
৩৫. *তাফসীরে ছানাঈ ১/১৮।*
৩৬. *উর্দূ তাফাসীর বীসবী ছদী মেঁ, পৃঃ ৩২-৩৩।*
৩৭. *তাফসীরে ছানাঈ ১/১৮।*
৩৮. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৬; জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৪১।*

'তাফসীরে ছানাঈ'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল, এতে সমকালীন ইসলাম বিরোধী ফিরক্বা সমূহ যেমন আর্য সমাজী, সনাতন ধর্মী, কাদিয়ানী, শী'আ, ব্রেলভী, প্রকৃতিবাদী, ইহুদী, খ্রিস্টান প্রমুখের বাতিল চিন্তাধারা কুরআনের আলোকে মাওলানা অমৃতসরী এমনভাবে খণ্ডন করেছেন যে, এরপরে সমালোচনা ও অভিযোগ উত্থাপনের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। এতে বিতর্কসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে।[৩৯] কারণ তিনি নিজে একজন জাদরেল মুনাযির ছিলেন এবং তাঁর ভাষায় কুরআন মাজীদকে তিনি বিতর্ক শিল্পের 'ইমাম' হিসাবে পেয়েছেন।[৪০]

তাফসীরে ছানাঈর শুরুতে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী একটি ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই ভূমিকায় কিছু সংক্ষিপ্ত দলীলের মাধ্যমে নবীগণের সর্দার মুহাম্মাদ মুছত্বফা (ছাঃ)-এর নবুঅতের প্রমাণ পেশ করা হবে। এজন্য যে, প্রত্যেকটি গ্রন্থ অধ্যয়নের পূর্বে গ্রন্থকারের সম্মান-মর্যাদার প্রতিও খেয়াল রাখা যরূরী'।[৪১]

৩. বায়ানুল ফুরক্বান 'আলা ইলমিল বায়ান : এটি আরবী ভাষায় রচিত অমৃতসরীর একটি চমৎকার তাফসীর। ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ সালে এর প্রথম খণ্ড মাতবা' ছানাঈ, অমৃতসর থেকে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০। এরপর আর কোন খণ্ডই প্রকাশিত হয়নি।[৪২]

তিনি বালাগাত ও ফাছাহাত তথা আরবী অলংকার শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এ তাফসীরটি লেখা শুরু করেছিলেন। সূরা ফাতিহা ও বাক্বারার তাফসীর লিখে ১ম খণ্ড প্রকাশের পর আর সামনে এগুতে পারেননি। তাফসীরের শুরুতে তিনি একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন। এতে তিনি ইলমে মা'আনী, বায়ান ও বাদী'-এর ৭২টি কায়েদা উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

উক্ত তাফসীরে তিনি সূরার প্রথমে সংক্ষেপে তার বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ফাতিহার তাফসীরে লিখেছেন, 'সূরা ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৭। এটি কুরআন মাজীদের সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত সূরা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এটি বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে'।[৪৪]

এতে উল্লেখিত বিষয় সমূহ ৬টি। আল্লাহর প্রশংসা, পাঠকের দাসত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা, হেদায়াতের দো'আ, ইবাদতের বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা এবং পথভ্রষ্ট ও বক্র হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকা প্রভৃতি'।[৪৫]

(খ) অন্যান্য :

১. তাক্বাবুলে ছালাছাহ : পাদ্রী ঠাকুর দত্ত রচিত 'আদামে যরূরাতে কুরআন'-এর জওয়াবে অমৃতসরী 'তাক্বাবুলে ছালাছাহ' লিখেন। এতে কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। খ্রিস্টানদের জবাবে এটি তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৯০১ সালে এটি ১ম প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালে এর ২য় সংস্করণ বের হয়। ১৯৮৪ সালে এটি জমঈয়তে আহলেহাদীছ, লাহোর-এর উদ্যোগে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮।[৪৬]

২. জওয়াবাতে নাছারা : অমৃতসরী স্বীয় আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'খ্রিস্টানদের 'আদামে যরূরাতে কুরআন'-এর জওয়াব ছাড়াও আমি তাদের জবাবে কয়েকটি বই লিখেছি। যার সমষ্টির নাম 'জওয়াবাতে নাছারা'।[৪৭] এ রচনাসমগ্রে খ্রিস্টানদের লিখিত তিনটি পুস্তকের জবাব প্রদান করা হয়েছে। এগুলি হ'ল (১) হাকায়েকে কুরআন-এর জবাবে মা'আরিফে কুরআন (২) ইছবাতে তাছলীছ-এর জবাবে ইছবাতে তাওহীদ এবং 'মায়ঁ মাসীহী কিউঁ হোয়া (আমি কেন খ্রিস্টান হ'লাম)-এর জবাবে 'তুম ঈসাঈ কিউঁ হোয়ে' (তুমি কেন খ্রিস্টান হ'লে)। এগুলি প্রথমত সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৩০ সালে 'জওয়াবাতে নাছারা' শিরোনামে বই আকারে প্রকাশিত হয়।[৪৮]

৩. ইসলাম আওর মাসীহিয়াত : খ্রিস্টানদের রচিত তিনটি বইয়ের জবাবে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এগুলি হ'ল- (১) আলমগীর মাযহাব ইসলাম হ্যায় ইয়া মাসীহিয়াত (বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলাম না খ্রিস্টান) (২) দ্বীনে ফিতরাত ইসলাম হ্যায় ইয়া মাসীহিয়াত? (স্বভাবধর্ম ইসলাম না খ্রিস্টান) ও (৩) উছুলুল বায়ান ফী তাওযীহিল কুরআন। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লিখিত এটিই তাঁর সর্বশেষ বই। ১৯৪১ সালে এটি ১ম প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৬। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এর দারুণ প্রশংসা করা হয়। ক্বিয়ামতের দিন 'মুক্বাদ্দাস রাসূল' ও এই বইটি অমৃতসরীর নাজাতের অসীলা হবে বলে তিনি আশা করেন।[৪৯]

৪. আহলেহাদীছ কা মাযহাব : আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদের জওয়াব প্রদান করা হয়েছে ১১৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে। সেই সাথে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমলের প্রমাণপঞ্জীও এতে তুলে ধরা হয়েছে।[৫০]

---

৩৯. *বাযমে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৪৯-১৫০; উর্দূ তাফাসীর বীসবী ছদী মেঁ, পৃঃ ৩৫; হিন্দুস্তান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ২৪।*
৪০. *তাফসীরে ছানাঈ ১/৫।*
৪১. *ঐ ১/৬।*
৪২. *তাযকেরায়ে আবুল অফা, পৃঃ ৬১।*
৪৩. *বাযমে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৫০; নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫০।*
৪৪. *বুখারী হা/৪৭০৩।*
৪৫. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫১-৪৫২। গৃহীত : বায়ানুল ফুরক্বান 'আলা ইলমিল বায়ান, পৃঃ ৬।*
৪৬. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩-১৬৪।*
৪৭. *সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, ২২-২৯শে জুলাই ১৯৮৮, পৃঃ ২৯।*
৪৮. *তাযকেরায়ে আবুল অফা, পৃঃ ৬৮-৬৯; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯-১৬৩।*
৪৯. *মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, ইসলাম আওর মাসীহিয়াত (লাহোর : নু'মানী কুতুবখানা, ১৯৯৯), পৃঃ ১২; আল-ই'তিছাম, ২২-২৯শে জুলাই ১৯৮৮, পৃঃ ২৮-২৯।*
৫০. *মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, আহলেহাদীছ কা মাযহাব (লাহোর : দারুদ দাওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ, ১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ৬-১০; রাসায়েলে ছানাইয়াহ, পৃঃ ২০-২২।*

উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে তিনি আহলেহাদীছদের মাযহাব সম্পর্কে বলেন, 'আহলেহাদীছদের মাযহাবের সারমর্ম হ'ল لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ অর্থাৎ নবীগণের সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুছত্বফা আহমাদ মুজতাবা (ছাঃ) কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে যে শিক্ষা মানুষকে দিয়ে গেছেন, তার অনুসরণ করা আমাদের মাযহাব'।[৫১] অনেকে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ)-কে আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রতিষ্ঠাতা বলে থাকেন। এর জবাবে তিনি 'আহলেহাদীছ কে মাযহাব কা বানী কোন হ্যায়' (আহলেহাদীছদের মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা কে) শিরোনামে বলেন, 'আহলেহাদীছদের মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ... মূর্খদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, আহলেহাদীছদের মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী। এটা আদৌ সঠিক নয়। ... আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের অনুসারী বা তাঁকে আমাদের মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বলা সুস্পষ্ট মিথ্যা ও যুলুম দুই নয় কি'?[৫২] ১৮৯৯ সালে গ্রন্থটি ১ম প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত এটি মোট ৮ বার প্রকাশিত হয়েছে।[৫৩]

৫. ইসলাম আওর আহলেহাদীছ : ১৪ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় ইসলাম ও ফের্কাবন্দীর ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরে আহলেহাদীছ যে কোন নতুন ফের্কা নয় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৩৩০ হিজরীতে তিনি এটি রচনা করেন। আহলেহাদীছ ফের্কা কি-না এর উত্তরে তিনি লিখেছেন, 'নাম হিসাবে আহলেহাদীছকে একটি ফের্কা বলা হ'লে ভিন্ন কথা। কিন্তু উছূল বা মূলনীতি ও আমলের দৃষ্টিকোণ থেকে আহলেহাদীছ কোন ফের্কা নয়। বরং সেটিই একমাত্র দল, যা নবুঅতের শিক্ষা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। যার নীতি ও আদর্শ ছিল কুরআন ও হাদীছের প্রতি আমল করা। এই দলটি যেমন তাদের আমলের নিয়ম-পদ্ধতিতে নতুন কিছু যোগ করেনি, তেমনি সালাফে ছালেহীনের রীতি-নীতি বিরুদ্ধও কিছু করেনি। বরং ঠিক অনুরূপই কুরআন ও হাদীছকে অথবা এভাবে বলা যায় যে, কুরআন ও নবী করীম (ছাঃ)-এর তরীকাকে ছাহাবীদের নীতির উপরে সুরক্ষিত রেখেছে'।[৫৪]

আহলেহাদীছ নাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অন্যান্য ফের্কাগুলি তাদের সম্বন্ধ নিজেদের ইমামগণের দিকে করে হানাফী, শাফেঈ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই দলের (আহলেহাদীছ) সংযোগ যেহেতু অন্য কারো সাথে ছিল না বরং ছাহাবীদের যুগের ন্যায় স্রেফ নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিল, তাই তারা তাদের আমলের নিয়মপ্রণালী অনুসারে আহলেহাদীছ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। যা তাদের আমলের পদ্ধতির থেকে একটি উপযুক্ত নাম'।[৫৫]

৬. ফুতূহাতে আহলেহাদীছ : বৃটিশ শাসিত ভারতে ব্রেলভীরা তাদের মসজিদে আহলেহাদীছদেরকে প্রবেশ করতে বাধা দিত। এমনকি তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার বিষয়ে একটি বইও তারা লিখে এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করে। ফলে আহলেহাদীছদের আমল সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে সরকারী আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। আল্লাহ্র রহমতে আদালতের ফায়ছালা আহলেহাদীছদের পক্ষেই আসে। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী কলিকাতা ও এলাহাবাদের চীফকোর্ট, হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে আহলেহাদীছদের পক্ষে রায়প্রাপ্ত ৬টি মামলার বিবরণ সংকলন করেছেন এ গ্রন্থে। আহলেহাদীছ প্রেস, অমৃতসর থেকে ১৯০৫ সালে বইটি ১ম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে করাচীর মাকতাবা শু'আইব এটি পুনঃপ্রকাশ করে। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০।[৫৬]

উক্ত মামলা সমূহের রায় প্রকাশের পেছনে অমৃতসরীর দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। ১. পাঠককে এ বিষয়টি অবগত করানো যে, যারা আহলেহাদীছদের বিরোধিতা করে তারা কখনো সফলকাম হয় না। ২. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে মামলাবাজি বন্ধ করা।[৫৭]

৭. হক প্রকাশ : স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তার 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থে কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে ১৫৯টি অভিযোগ উত্থাপন করেন। অমৃতসরী এর জবাবে 'হক প্রকাশ' (সত্যের আলো) লিখেন।[৫৮] কাযী মুহাম্মাদ আদীল আব্বাসী এডভোকেট বাস্তী লিখেছেন, 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এর জবাব 'হক প্রকাশ' একটি এটম বোমা ছিল। যেটি সকল সমালোচনাকে ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দিল'।[৫৯] বিদ্বান মহলে বইটি দারুণ প্রশংসিত হয়। এটি ১০ বার মুদ্রিত হয়। ১৯০০ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

৮. তুরকে ইসলাম : আব্দুল গফূর নামক জনৈক ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মপাল নাম ধারণ করেন এবং 'তারকে ইসলাম' (ইসলাম ত্যাগ) নামে একটি বই লিখেন। এই বইয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার কারণ উল্লেখ করেন এবং কুরআন মাজীদ সম্পর্কে ১১৬টি অভিযোগ উত্থাপন করেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ধূমায়িত হয়। মাওলানা অমৃতসরী সর্বপ্রথম এই বইয়ের জবাবে 'তুরকে ইসলাম' (ইসলামের সৈনিক) লিখেন। ফলে এটি

---

৫১. আহলেহাদীছ কা মাযহাব, পৃঃ ১১২; রাসায়েলে ছানাইয়াহ, পৃঃ ১০২।

৫২. আহলেহাদীছ কা মাযহাব, পৃঃ ১১১-১১২।

৫৩. সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, ১২ই আগস্ট ১৯৮৮, পৃঃ ১৬।

৫৪. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, ইসলাম আওর আহলেহাদীছ (লাহোর : দারুদ দাওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ, ১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ১২-১৩।

৫৫. ঐ, পৃঃ ১৩।

৫৬. আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৩-৩৫৪; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৮৫, টীকা-২১।

৫৭. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, ফুতূহাতে আহলেহাদীছ (করাচী : মাকতাবা শু'আইব, ১৯৬০), পৃঃ ২-৩।

৫৮. আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮।

৫৯. মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাকীম সালাফী, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী ছাহাফাতী খিদমাত (বেনারস : আল-ইয়াহ ইউনিভার্সাল, ২০১৪), পৃঃ ১৭।

মুসলমানদের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে ঠাণ্ডা মলমের মতো কাজ দেয় এবং তাদের অন্তরকে ঐরূপ প্রশান্তিতে ভরে দেয়, মে-জুন মাসে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে ছায়েম ইফতার করে যেরূপ প্রশান্তি লাভ করে।[৬০]

২৪০ পৃষ্ঠার বিশাল এ গ্রন্থটি ১৯০৩ সালে ১ম প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি দারুণ পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে এবং বড় বড় আলেম-ওলামা এর প্রশংসা করেন।[৬১]

৯. মুক্বাদ্দাস রাসূল : জনৈক আর্য সমাজী 'রঙ্গীলা রাসূল' নামে একটি বই লিখেন। এতে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট সব অভিযোগ উত্থাপন করতঃ তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা করা হয়। অমৃতসরী 'মুক্বাদ্দাস রাসূল' বই লিখে দৃঢ়তার সাথে সেসব অভিযোগের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন।[৬২]

অমৃতসরী লিখেছেন, 'রঙ্গীলা রাসূল'-এর জবাবে আমি 'মুক্বাদ্দাস রাসূল' লিখেছি। মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এই বইটাও এমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে যে, এরপরে কোন আলেম 'রঙ্গীলা'র জবাবে কলম ধরেননি। কেননা এর প্রয়োজনই পড়েনি। আর আর্য সমাজীরাও এর প্রত্যুত্তর দেয়নি। গুজরাটের মুসলমানেরা গুজরাটী ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ করেছেন'।[৬৩]

জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর প্রথম সভাপতি মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী হানাফী (১৮৭৫-১৯৫২) লিখেছেন, 'মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এই গ্রন্থটি লিখে মুসলমানদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন'।[৬৪] এ গ্রন্থের মোট ৮-এর অধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৪ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

১০. তারীখে মির্যা : এতে ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকাহিনী তারই রচিত গ্রন্থাবলী ও ইশতেহার সমূহের আলোকে লিখিত হয়েছে। মির্যার জীবনীর উপরে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ১৯১৯ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[৬৫]

১১. তা'লীমাতে মির্যা : পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর গুণাগুণ, পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সমূহ, মিথ্যাবাদিতা, নিদর্শন সমূহ এবং চরিত্র আলোচিত হয়েছে। ১৯৩০ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[৬৬]

১২. খিতাব বা মওদূদী : এটি অমৃতসরী রচিত সর্বশেষ গ্রন্থ।[৬৭] এতে হাদীছ সম্পর্কে মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে এবং তাঁর হাদীছ সম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দেয়া হয়েছে। ১৯৪৬ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[৬৮]

অমৃতসরীর ফৎওয়া :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৯০৩ সালে সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে সুদীর্ঘ ৪৪ বছর যাবৎ তাঁর ফৎওয়া সমূহ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকায় এসব ফৎওয়া মুক্তাদানার ন্যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। মাওলানা দাঊদ রায (১৯০৯-১৯৮১) এই বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলিকে একটি মালায় গ্রথিত করেন।[৬৯]

দাঊদ রায সংকলিত ও শায়খুল হাদীছ আবু সাঈদ শারফুদ্দীন দেহলভী কর্তৃক হাশিয়া ও টীকা সংযোজিত অমৃতসরীর ফৎওয়া সংকলন 'ফাতাওয়া ছানাইয়াহ' নামে ১৯৭২ সালে ইদারায়ে তারজুমানুস সুন্নাহ, লাহোর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২০০২ সালে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ' এটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করে। যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা (৮১০+৭৯৬) ১৬০৬। ফিক্বহী অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যস্ত 'ফাতাওয়া ছানাইয়াহ'-তে সর্বমোট ১৪৯৩টি ফৎওয়া রয়েছে।[৭০] আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) বলেন, 'ফাতাওয়া ছানাইয়াহ' আলেম ও সাধারণ মানুষ সবার জন্যই সমান উপকারী।[৭১]

মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী :

১. 'নুযহাতুল খাওয়াতির' প্রণেতা মাওলানা আব্দুল হাই হাসানী নাদভী (১৮৬৯-১৯২৩) বলেন, الشيخ الفاضل ثناء الله الأمرتسري أحد الفضلاء المشهورين بالمناظرة... وكان عاملاً بالحديث، نابذاً للتقليد، 'মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী একজন প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান মুনাযির। ... তিনি হাদীছ অনুযায়ী আমলকারী (আহলেহাদীছ) এবং তাক্বলীদ বর্জনকারী ছিলেন'।[৭২]

২. মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী হানাফী (১৮৮৪-১৯৫৩) বলেন, 'মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী হিন্দুস্থানের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি বিতর্ক শিল্পের ইমাম, সুবক্তা এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন। মাযহাবগতভাবে তিনি

---

৬০. *মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, তুরকে ইসলাম (দিল্লী : আল-কিতাব ইন্টারন্যাশনাল, তাবি), পৃঃ ১; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৬০।*
৬১. *তুরকে ইসলাম, পৃঃ ৮-১১।*
৬২. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২০৫; মাসিক ছওতুল উম্মাহ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত, সম্পাদকীয়, নভেম্বর ২০০৭, পৃঃ ৩-১১।*
৬৩. *আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান, ২২-২৯শে জুলাই ১৯৮৮, পৃঃ ৩০; সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৪২।*
৬৪. *মুক্বাদ্দাস রাসূল, পৃঃ ১২।*
৬৫. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২০৫-২০৬।*
৬৬. *রাসায়েলে ছানাইয়াহ, পৃঃ ৩৭৯-৪৩২।*
৬৭. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮০।*
৬৮. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২০৮।*
৬৯. *ফাতাওয়া ছানাইয়াহ (দিল্লী : মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ, ২০০২), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩।*
৭০. *মুহাম্মাদ আফযাল, বার্রে ছাগীর কে ওলামায়ে আহলেহাদীছ কী কুতুবে ফাতাওয়া: তা'আরুফী ওয়া তাহকীকী মুতালা'আ, এম.ফিল থিসিস, সেশন : ২০০৫-২০০৭, আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, পৃঃ ৮৪।*
৭১. *ফাতাওয়া ছানাইয়াহ ১/১৫।*
৭২. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।*

আহলেহাদীছ ছিলেন’। ... মরহূম ইসলামের একজন বড় মুজাহিদ সৈনিক ছিলেন। যবান এবং কলমের মাধ্যমে ইসলামের উপর যেই হামলা করত, তার হামলা প্রতিরোধে যে সৈনিকটি সর্বাগ্রে সামনে অগ্রসর হ’তেন তিনি মাওলানা অমৃতসরী নিজেই। আল্লাহ তা‘আলা ইসলামের এই গাযীকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন’![৭৩]

৩. খাজা হাসান নিযামী দেহলভী হানাফী (১৮৭৩-১৯৫৫) বলেন, ‘মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সারা জীবন ইসলামের খিদমতে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি ইসলামের শত্রুদের প্রত্যেকটি হামলার তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করতেন’।[৭৪]

৪. দামেশকে হাম্বলীদের সাবেক মুফতী আল্লামা মুহাম্মাদ জামীল সালাফী বলেন, ‘স্বধর্মত্যাগী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও তার মৃত্যুর পরে তার দলের বিরুদ্ধে আপনি বড় জিহাদ করেছেন এবং সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হয়েছেন’।[৭৫]

৫. উপমহাদেশের অনলবর্ষী বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ আগা সুরেশ কাশ্মীরী (১৯১৭-১৯৭৫) বলেন, ‘যেসকল আহলেহাদীছ আলেম মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও তার পরে কাদিয়ানী গোষ্ঠীকে নিস্তেজ-নিষ্প্রভ করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা বাশীর সাহসোয়ানী, কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান মানছূরপুরী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটীর নাম তালিকার শীর্ষে ছিল। কিন্তু আহলেহাদীছ আলেমদের মধ্যে যে মহান ব্যক্তিত্ব ‘ফাতিহে কাদিয়ান’ (কাদিয়ান বিজয়ী) উপাধি লাভ করেছিলেন তিনি হ’লেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। তিনি মির্যা কাদিয়ানী ও তার দলকে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাদের পিছনে তার সারা জীবন ব্যয় করেন। তাঁর বদৌলতে কাদিয়ানী জামা‘আতের প্রসার থেমে গিয়েছিল’।[৭৬]

৬. ‘আলমী মজলিসে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুঅত’ (পাকিস্তান) নেতা মাওলানা আল্লাহ অসায়া হানাফী (জন্ম: ১৯৪৫) বলেছেন, ‘তিনি মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে বাহাছ-মুনাযারা ও মুকাবিলা করেছেন। এজন্য তাঁকে ‘শেরে পাঞ্জাব’ (পাঞ্জাবের সিংহ) বলা হয়। মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী শেষ বয়সে ঘোষণা করেছিল যে, আমি যদি সত্যবাদী হই তাহ’লে আমার জীবদ্দশায় ছানাউল্লাহ কোন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহ’লে আমি তাঁর জীবদ্দশায় মরে যাব। আলহামদুলিল্লাহ, হযরত মাওলানা ছানাউল্লাহ্র জীবদ্দশায় মির্যা কাদিয়ানী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এজন্য তাঁকে (অমৃতসরী) ‘ফাতিহে কাদিয়ান’ লকবে স্মরণ করা হয়’।[৭৭]

৭. আর্য পণ্ডিত ধর্মপাল লিখেছেন, ‘যখন মৌলভী নূরুদ্দীন কাদিয়ানী ‘নূরুদ্দীন’ নামক বইয়ের মাধ্যমে এবং মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেব ‘তুরকে ইসলাম’ নামক বইয়ের মাধ্যমে ইসলাম ও মোল্লাইযমের (ব্যক্তির মত বা আলেমদের তাক্বলীদ) মধ্যে পার্থক্য রেখা টেনে দেন, তখন আমার রচনাবলীর মূল্য একটা দিয়াশলাই-এর মতো থেকে যায়। আমার অভিযোগগুলির জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে ‘নূরুদ্দীন’-এর লেখকের নিশানা ইলমী তথ্যাবলীর কারণে নির্ভুল হ’ত। কিন্তু ‘তুরকে ইসলাম’-এর আঘাত আমাকে বেশী কষ্ট দিত। আমি প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে তাফসীরের ভিতের উপর যে দুর্গ নির্মাণ করতাম, তিনি স্রেফ এ বাক্যটুকু বলেই তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতেন যে, ‘তাফসীরের জওয়াব তাফসীর লেখকদের কাছ থেকে নাও। কুরআন মাজীদ এর যিম্মাদার নয়’। এই একটিমাত্র বাক্য আমার ‘তারকে ইসলাম’ ও আমার অন্য আরেকটি রচনা ‘তাহযীবুল ইসলাম’-কে চালুনি করে দেয় এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে, ‘নূরুদ্দীন’-এর লেখকের সাথে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু ‘তুরকে ইসলাম’-এর লেখকের সাথে বিতর্ক চলা মুশকিল। যিনি মোল্লাইযমকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী। মজার ব্যাপার হ’ল ‘নূরুদ্দীন’-এর লেখক আমার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার কলম ধরেননি। অথচ আমি আশা করেছিলাম যে, তার সাথে বিতর্ক অব্যাহত থাকুক। কিন্তু ‘তুরকে ইসলাম’-এর লেখক ‘তাহযীবুল ইসলাম’-এর জবাবে আবার কলম ধরেন। তখন আমি ‘তুরকে ইসলাম’-এর লেখকের মুকাবিলায় পুনরায় কলম ধরতে অস্বীকার করি। এভাবে আমাদের প্রথম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে’।[৭৮]

৮. কাযী মুহাম্মাদ আদীল আব্বাসী এডভোকেট বাস্তী লিখেছেন, ‘এ যুগের নতুন মুসলিম বংশধরদের প্রতি তাঁর ইহসান অপরিসীম। আজ আমরা যদি এই ধরাধামে ঈমান ও ইয়াক্বীনের (দৃঢ় বিশ্বাস) দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়ে থাকি, তাহ’লে এটা সেই মর্দে মুজাহিদের অসীলায়। আগামী বংশধরগণের উপর তাঁর ইহসান যথারীতি বাকী আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে’।[৭৯]

৯. উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক, দৈনিক ‘যমীনদার’ পত্রিকার খ্যাতিমান সম্পাদক মাওলানা যাফর আলী খান (১৮৭৩-১৯৫৬) বলেন, ‘মাওলানা আবুল অফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অমুসলিমদের ধর্মীয় আপত্তি সমূহের দাঁতভাঙ্গা ও অকাট্য উত্তর প্রদানে যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তা

---

৭৩. *ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৬৯, ৩৭৩; মাসিক মা‘আরিফ, মে ১৯৪৮, পৃঃ ৩৮৭, ৩৯০।*
৭৪. *মুক্বাদ্দাস রাসূল, পৃঃ ৮।*
৭৫. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩০।*
৭৬. *সুরেশ কাশ্মীরী, তাহরীকে খতমে নবুঅত (লাহোর : মাতবূ‘আতে চাটান, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৩), পৃঃ ৪০।*
৭৭. *মুহাম্মাদ ইবরাহীম সালাফী, প্রবন্ধ : ‘ফাতিহে কাদিয়ান শায়খুল ইসলাম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) কা রদ্দে কাদিয়ানিয়াত মেঁ কিরদার’, আল-ই‘তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান, ৬৪/১৩ সংখ্যা, ৩০শে মার্চ-৫ই এপ্রিল ২০১২, পৃঃ ১৭। গৃহীত : তাযকেরায়ে মুজাহিদীনে খতমে নবুঅত, পৃঃ ১১৯।*
৭৮. *জামা‘আতে আহলেহাদীছ কী ছাহাফাতী খিদমাত, পৃঃ ২০। গৃহীত : আল-মুসলিম, ডিসেম্বর ১৯১৪, পৃঃ ৩৯৩।*
৭৯. *ঐ, পৃঃ ১৭।*

ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখে না। নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে এ দাবী করা যায় যে, মাওলানা ছাহেব এ পর্যন্ত খ্রিস্টান, আর্য সমাজী এবং অন্যান্য গোমরাহ ফের্কাগুলির মুকাবিলায় ইসলামের যে বিশাল খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, ভারতের মুসলমানরা কখনো তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারবে না'।[৮০]

১০. মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী হানাফী (১৯১৪-১৯৯৯) বলেন, 'মির্যা গোলাম আহমাদ যখন ১৮৯১ সালে প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবী করেন। অতঃপর ১৯০১ সালে নবুঅতের দাবী করে বসে, তখন ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ওলামায়ে কেরাম তার বিরোধিতা ও মুকাবিলা করা শুরু করেন। বিরোধিতা ও মুকাবিলাকারীদের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম, 'আহলেহাদীছ' সম্পাদক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অগ্রগামী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন'।[৮১]

১১. ভারতের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ বিদ্বান, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর সাবেক সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল হামীদ রহমানী (১৯৪০-২০১৩) বলেন, 'শায়খুল ইসলাম আবুল অফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) হিন্দুস্থানে ইসলামের একটি বড় মু'জিযা ছিলেন। এই মর্দে মুজাহিদ একাই নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা, শিরক ও কুফর, বিদ'আত ও কুসংস্কার, আর্য সমাজ ও সনাতন ধর্ম, শুদ্ধি সংগঠন, খ্রিস্টান, কাদিয়ানী মতবাদ, বাহাঈ ও বাবী মতবাদ, শী'আ ও রাফেযী, খাকসার, ইসমাঈলী ও বোহরা, কবরপূজারী, ছূফীবাদ ও যোগ-সন্ন্যাস, হাদীছ অস্বীকার ও চকড়ালবী প্রভৃতি বহু ফিৎনার মুকাবিলা করেছেন। তরুণ বয়স থেকে শুরু করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত এই মহান মুজাহিদ ইসলাম ও তার শিক্ষা সমূহের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রত্যেকটি ফিৎনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন এবং এ পথেই পুরা মুজাহিদসুলভ মর্যাদায় তিনি নিজের জীবনকে স্রষ্টার নিকটে সোপর্দ করেছেন'।[৮২]

উপসংহার :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) উপমহাদেশের খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন, অজস্রপ্রসূ লেখক ও শ্রেষ্ঠ মুনাযির ছিলেন। তিনি দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌর প্রতিষ্ঠাতা ও স্থায়ী সদস্য, জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর আজীবন সেক্রেটারী এবং আহলেহাদীছ জামা'আতের আমীর ছিলেন।

মুনাযারা বা বিতর্ক শিল্পের ইমাম রূপে সর্বমহলে স্বীকৃত এই মর্দে মুজাহিদ ইসলাম বিরোধী ফেরকাগুলির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। খ্রিস্টান, আর্য সমাজ, কাদিয়ানী, ব্রেলভী, আহলে কুরআন প্রভৃতি বাতিল ফেরকাগুলির বিরুদ্ধে তিনি এক হাযারের অধিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে তিনি হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছুটে চলেছেন অবিশ্রান্তভাবে।

এদের মধ্যে কাদিয়ানীরাই ছিল তার এক নম্বর টার্গেট। ভণ্ড নবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তাঁর সাথে মুবাহালা করার ১৩ মাস ১০ দিন পর কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৯০৮ সালের ২৬শে মে লাঞ্ছনাকর অবস্থায় এ পৃথিবী থেকে বিদায় হয়। এজন্য তিনি 'ফাতিহে কাদিয়ান' উপাধিতে ভূষিত হন। ইসলামের জীবন্ত মু'জিযা অমৃতসরী গোলাম আহমাদের মৃত্যুর পরে ৪০ বছর ১১ মাস জীবিত ছিলেন।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর তাঁর ইহসান ক্বিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। আল্লাহ তাঁর সকল কর্ম প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিয়ে সম্মানিত করুন- আমীন!!

৮০. মুক্বাদ্দাস রাসূল, পৃঃ ১৮।

৮১. মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী, কাদিয়ানিয়াত মুতালা'আ ওয়া জায়েযা (করাচী : মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, তাবি), পৃঃ ২৩; ঐ বঙ্গানুবাদ : কাদিয়ানিবাদের স্বরূপ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৪), পৃঃ ২৫।

৮২. সালনামায়ে তারীখে আহলেহাদীছ ২০১৭, ২য় খণ্ড, সংকলনে: আব্দুল হাকীম আব্দুল মা'বূদ মাদানী (মুম্বাই: মারকাযে তারীখে আহলেহাদীছ, ২০১৮), পৃঃ ৩০। গৃহীত : মাজমূ'আ মাক্বালাতে মাওলানা আব্দুল হামীদ রহমানী ২/২৫৮।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ
ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫
ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

নদী আটকে চীনের বাঁধ ও শত বছরের ধ্বংসযজ্ঞ

*-ব্রহ্ম চেলানি**

চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না (সিপিসি) ১লা জুলাই তার শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। তারা এক শ' বছরের বড় বড় অর্জনকে তুলে ধরেছে। এসব অর্জনের একটি হ'ল তিব্বত মালভূমির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের জিনশা নদীর ওপর নির্মিত বাইহেতান পানিবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ। ঐ দিন বাঁধের কার্যক্রম চালু হয়েছে। চীনের সিপিসি সরকার বরাবরই 'সবচেয়ে বড়' অভিধা পসন্দ করে। তারা বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম পণ্য উৎপাদনকারী ও রফতানীকারক। তাদের হাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৈদেশিক রিজার্ভ। তারা বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু স্থানে রেলওয়ে স্থাপন ও সবচেয়ে উঁচু ও দীর্ঘতম সেতু বানানোর রেকর্ড অর্জনকারী দেশ। চীনে যতসংখ্যক বাঁধ আছে, তা বাকী বিশ্বের সব বাঁধের সংখ্যার চেয়ে বেশি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় পানি সরবরাহকারী ক্যানাল সিস্টেম নিয়েও তাদের গৌরব আছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে তাদের থ্রি জর্জেজ ড্যাম নামের বাঁধ প্রকল্প আগে থেকেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র। আর বাইহেতান ড্যাম নামের যে বাঁধটি উদ্বোধন করা হয়েছে, সেটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফটকওয়ালা বাঁধ। শুধু তাই নয়, এটিই বিশ্বের প্রথম কোন বাঁধ প্রকল্প, যেখানে এক গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম দানবাকৃতির হাইড্রো টারবাইন ব্যবহৃত হবে। এ রকমের ১৬টি জেনারেটর থাকবে এ বাঁধে, যা এটিকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাইড্রোইলেকট্রিক ড্যাম হিসাবে দাঁড় করাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক থেকে প্রথম স্থানে আছে থ্রি জর্জেজ ড্যাম, যার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সাড়ে ২২ গিগাওয়াট।

চীনের এই বড় বড় বাঁধ শুধু যে দেশটির আভ্যন্তরীণ পানি সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা নয়, বরং ভাটির দেশগুলির ওপর খবরদারি করার ক্ষেত্রে এ বাঁধগুলিকে যাতে ব্যবহার করা যায়, সেটিও তারা নিশ্চিত করছে। পানিসমৃদ্ধ তিব্বত মালভূমিতে তারা ১৯৫১ সালে দখলদারী প্রতিষ্ঠা করার পরই এশিয়ার পানি মানচিত্রে চীন প্রবল ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে। পানিসম্পদে চীনের প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার সেটিই ছিল স্টার্টিং পয়েন্ট। মেকং নদী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে পয়েন্ট দিয়ে ঢুকেছে, ঠিক তার আগে চীন ১১টি বিশাল বিশাল বাঁধ দিয়ে পানির প্রবাহ ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাদের এ কাজের খেসারত দিতে হয়েছে এশিয়ার বহু নদীকে। বহু নদীর প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমনকি চীনের ভেতরে থাকা ইয়েলো এবং ইয়াংজি নদীও এ প্রকল্পের কারণে পানিপ্রবাহ হারিয়েছে। বৃহৎ বাঁধ প্রকল্প পুরো ইকো সিস্টেমের ক্ষতি করে। সুস্বাদু পানির জীবকে ধ্বংস করে দেয়ও বদ্বীপগুলোকে ক্ষয় করে। এটি জীবাশ্ম জ্বালানির চেয়ে বেশী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে। এসব বাঁধের কারণে চীনের ভিতরেই সাড়ে তিনশ'র বেশী হ্রদ শুকিয়ে মরে গেছে এবং বহু নদীর পানিপ্রবাহ কমে গেছে।

শুরুতে বানানো বাঁধ দুর্বল সরঞ্জাম দিয়ে বানানো হয়েছিল। নির্মাণগত ত্রুটিও ছিল। এতে বাঁধ ভেঙে পানি বন্যা হয়ে লোকালয়ে ঢুকে অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তাদের ৩ হাযার ২০০ বাঁধ ভেঙেছে। ১৯৭৫ সালে শুধু বানকিয়াও বাঁধ ভেঙেই ২ লাখ ৩০ হাযার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এ ধরনের বাঁধ প্রকল্প করতে গিয়ে অগণিত মানুষকে ভিটেবাড়ি থেকে সরিয়ে নিতে হয়। ২০০৭ সালে কয়েকটি বাঁধ প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ২৯ লাখ মানুষকে তৎকালীন ওয়েন জিয়াবাও সরকার এক জায়গা থেকে সরিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসন করেছিল। থ্রি জর্জেজ ড্যাম ১৪ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছিল।

চীন এখন তাদের ভূখণ্ডে ইয়ারলাং জাংবো নদীতে (ভারতে পড়া এই নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র) বিশ্বের প্রথম সুপার ড্যাম নির্মাণ করতে চাইছে। ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের গা বেয়ে ইউটার্ন নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং এটি এই গ্রহের দীর্ঘতম এবং গভীরতম পার্বত্য নদী। সমুদ্র সমতল থেকে ৯ হাযার ২০০ মিটার উঁচু থেকে নিচের দিকে ধেয়ে আসা এই নদী চীনের মধ্য দিয়ে ভারতে পড়েছে। এ নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে যে সুপার ড্যাম বানানো হবে, তার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ গিগাওয়াট, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী উৎপাদনে সক্ষম থ্রি জর্জেজ ড্যামের চেয়ে এর উৎপাদনক্ষমতা তিন গুণ বেশী।

চীন ইতিমধ্যেই এ প্রকল্পের পরোক্ষ কাজ শুরু করে দিয়েছে। সম্প্রতি তারা বাঁধের জায়গা পর্যন্ত মহাসড়ক বানানোর কাজ শেষ করেছে। সেখানকার সামরিক নগরে দ্রুতগতির ট্রেনও চালুর কাজ চলছে। এটি শেষ হ'লেই বাঁধের সরঞ্জাম সেখানে পরিবহন করা শুরু হয়ে যাবে। সিপিসি এ কাজকে উদ্যাপনের বিষয় হিসাবে দেখছে। কিন্তু তার ফলে বাকী বিশ্বের যে কী ক্ষতি হবে, তা তারা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে।

[নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতার মালিক হয়ে চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ফ্রান্স এভাবে সারা বিশ্বের উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে। এরাই আবার অন্যকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সবক দিচ্ছে। এদের ভেটো ক্ষমতা দূর করার জন্য বাকী বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যরূরী। সর্বোপরি এই বাঁধ দেওয়ার বিরুদ্ধে ভারত ও বাংলাদেশ সহ ভবিষ্যতে সরাসরি ক্ষতির মুখে পড়া দেশগুলিকে সোচ্চার হওয়ার আবশ্যক (স.স.)]

** অধ্যাপক, স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ, নয়াদিল্লী, ভারত।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর

কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং- ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০২১ ২৪তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সিঙ্গাপুর যে কারণে উন্নত

*-জুন ইয়ুথ কাওন**

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অর্থনীতির র‌্যাঙ্কিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে 'এশিয়ার চার বাঘ' খ্যাত দেশগুলির একটি হ'ল সিঙ্গাপুর। বাকী তিন দেশ হ'ল হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক বিজনেস স্কুল আইএমডির র‌্যাঙ্কিং এমনটা জানাচ্ছে। একেকটি দেশ টেকসই প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং নাগরিকদের কল্যাণ কর্মসূচি বৃদ্ধির পরিবেশ কতটা নিশ্চিত করতে পারছে, তা বিশ্লেষণ করে এ ক্রম সাজানো হয়ে থাকে।

র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে সিঙ্গাপুরের উঠে আসার পিছনে দেশটির উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক অবকাঠামো, দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা, অনুকূল অভিবাসন আইন এবং নতুন নতুন ব্যবসার সুপরিকল্পিত উদ্যোগ কাজ করেছে। প্রশ্ন হ'ল সিঙ্গাপুরের মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি অতি ক্ষুদ্র দেশ অর্থনৈতিকভাবে এত উচ্চতায় উঠে এল কিভাবে? একজন বিদেশী যিনি কিনা দুই বছরের বেশী সময় সিঙ্গাপুরে কাটিয়েছেন, তাঁর (এই ব্যক্তি লেখক নিজেই) বিবেচনায় দেশটির এই সাফল্যের পিছনে যেসব কারণ রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

১. ভৌগোলিক অবস্থান : বাণিজ্য-কৌশলগত দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঠিক মাঝখানে সিঙ্গাপুরের অবস্থান হওয়ায় দেশটি আশপাশের দেশগুলির অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

ধরা যাক মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেলবাহী জাহায পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় যাবে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে কম পথ পাড়ি দিতে সে জাহাযকে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে আসতে হবে। এই জাহাযকে পুরো পথ পাড়ি দিতে হ'লে মাঝপথে থেমে জ্বালানী নিতেই হবে। আর সেই মাঝপথে থামার সবচেয়ে ভালো বন্দরটি হ'ল সিঙ্গাপুর।

২. স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ : সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে বড় দলটি হ'ল পিপলস অ্যাকশন পার্টি। ১৯৫৪ সালে একটি ছাত্রসংগঠন থেকে স্বাধীনতাপন্থী এ দলের জন্ম হয়েছিল। দলটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লি কুয়ান ইউ সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি টানা তিন দশক সরকারপ্রধান ছিলেন। এক প্রজন্মেই সিঙ্গাপুরকে তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রথম বিশ্বে তুলে আনার জন্য তাঁকে জাতির স্থপতি বলা হয়। লি কঠোরভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে একদলীয় শাসন ধরে রেখেছিলেন। স্থিতিশীল একদলীয় শাসন দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মসৃণভাবে এগিয়ে নিতে পেরেছিল।

৩. মহাপরিকল্পনা : মহাপরিকল্পনা হিসাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার। এর জন্য ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং প্রতি পাঁচ বছর পরপর সেই পরিকল্পনার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে, তা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিষদে পর্যালোচনা হ'ত। ধীরে ধীরে সেই মহাপরিকল্পনাকে দীর্ঘ মেয়াদে নেওয়া হয়েছে।

এটি একটি জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যে কত যরূরী, তা বুঝাতে দক্ষিণ কোরিয়ার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সেখানে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আগের সরকারের নীতি থেকে পুরোপুরি সরে নতুন নীতি প্রবর্তন হয়েছে। প্রেসিডেন্ট মুন জে ইন ক্ষমতায় আসার পর দেশটির আগের সরকারের স্থাপিত পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নিষ্ক্রিয় করতে কয়েক বছর লেগেছে। যে শিল্প গড়ে তুলতে কয়েক দশক লেগে গেছে, তা সরকার পরিবর্তনের পর ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। রাজনৈতিক দোলাচলে দেশটিকে এ ধরনের বড় ধাক্কা খেতে হয়েছে।

অবস্থানগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত আরেক বন্দর ভিত্তিক দেশ হংকংয়ে মাঝে মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। শুধু এই অস্থিরতার কারণে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা বিঘ্নিত হয়।

৪. সরকারী খাতে দক্ষ জনবল : সিঙ্গাপুরের মেধাবী তরুণদের মধ্যে অনেকেই সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে যায়। বৃত্তি প্রাপ্তির শর্ত অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে তাদের দেশে ফিরে নির্দিষ্ট কয়েক বছর সরকারী চাকরী করতে হয়। এছাড়া দক্ষ সরকারী কর্মীদের উচ্চ বেতন দেওয়া হয়। সরকারের আর্থিক সাফল্যের অনুপাত অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের বোনাসও দেওয়া হয়। এত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পরও কোন সরকারী কর্মচারী দুর্নীতি করলে তাকে কঠোর সাজা দেওয়া সরকারের পক্ষে নৈতিক দিক থেকে সহজ হয়।

৫. ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ : তুলনামূলকভাবে কম শুল্ক গ্রহণের জন্য সিঙ্গাপুরের সুনাম দুনিয়াজোড়া। এছাড়া বহু খাতে তারা ট্যাক্স নেয় না। লভ্যাংশ, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদ এবং উপহার-উপঢৌকন পাওয়া কোন কিছুর ওপর সেখানে শুল্ক দিতে হয় না। সোনা-রূপার কেনাবেচায় পর্যন্ত ট্যাক্স আরোপ করা হয় না। এ বাধাহীন লেনদেনের কারণে সেখানে বিদেশী বিনিয়োগ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

সিঙ্গাপুরের বাস ও পাতাল রেলসহ সব ধরনের সরকারী পরিবহন ব্যবস্থা শুধু সর্বাধুনিক নয়, বিস্ময়করও বটে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের তুলনায় এসব পরিবহনে যাতায়াত ও মালামাল আনা-নেওয়া অনেক সস্তা। অন্যদিকে সেখানে প্রাইভেট কারের মালিক হওয়া অনেক কঠিন করে দেওয়া হয়েছে। কারণ দক্ষিণ কোরিয়ায় যে গাড়িটির যত দাম, সিঙ্গাপুরে তা কিনতে গেলে তার চার গুণ টাকা খরচ করতে হবে। ব্যক্তিগত গাড়ী কম থাকায় সেখানে গণপরিবহন চলাচল সহজ হয়েছে। এসব বিষয় সিঙ্গাপুরকে ধনী করেছে। যত দিন এসব নীতি থাকবে, তত দিন দেশটি ধনীই থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

॥ সংকলিত ॥

** দক্ষিণ কোরীয় লেখক ও অর্থনীতি বিশ্লেষক।*

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ، وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ– 'তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। কেননা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞানার্জন করা পরহেযগারিতা, তা অন্বেষণ করা ইবাদত এবং এর পঠন-পাঠন তাসবীহ। আর জ্ঞান-গবেষণায় নিয়োজিত হওয়া জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যারা জানে না তাদেরকে ইলম শিক্ষা দান করা ছাদাক্বাহ এবং জ্ঞান আহরণে আগ্রহীদের কাছে তা বিতরণ করা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম'।[১]

২. আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) বলেন, ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد– 'আমাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হ'লে আমরা ধৈর্যধারণ করি। কিন্তু যখন আমাদেরকে সুখ-শান্তি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, তখন আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারি না। এজন্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ফিৎনা থেকে সতর্ক করেছেন'।[২]

৩. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَصْلِحُوا آخِرَتَكُمْ يُصْلِحِ اللهُ لَكُمْ دُنْيَاكُمْ، وَأَصْلِحُوا سَرَائِرَكُمْ يُصْلِحِ اللهُ لَكُمْ عَلَانِيَتَكُمْ– 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের আখেরাতকে ঠিক কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের দুনিয়া ঠিক করে দিবেন। তোমাদের গোপন বিষয়গুলি শুধরে নাও, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলো সংশোধন করে দিবেন'।[৩]

৪. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, خير الدنيا والآخرة في خمس خصال غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة بالله عز وجل على كل حال– 'দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পাঁচটি বিষয়ে নিহিত থাকে। (১) মনের প্রাচুর্য (২) কাউকে কষ্ট না দেওয়া (৩) হালাল উপার্জন (৪) তাক্বওয়ার পোষাক পরিধান করা এবং (৫) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করা'।[৪]

৫. উহাইব ইবনুল ওয়ার্দ (রহঃ) বলেন, اتق أن تسب إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر، 'তুমি প্রকাশ্যে ইবলীসকে গালি দিবে এবং গোপনে তার সাথে মিতালী করবে এমন দ্বিচারিতা হ'তে সাবধান থেকো'।[৫]

৬. ইবনুল মুনকাদার (রহঃ) বলেন, ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، والصلاة في جماعة، 'দুনিয়ার স্বাদ কেবল তিনটি বিষয়ে অবশিষ্ট রয়েছে। (১) ক্বিয়ামুল লায়ল (২) দ্বীনী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ এবং (৩) জামা'আতে ছালাত আদায় করা'।[৬]

৭. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, إخواني! احْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا أَسحر من هاروت وماروت ذَانك يفرقان بَين الْمَرْء وزوجه وَهَذِه تفرق بَين العَبْد وربه، 'ভ্রাতৃমণ্ডলী! তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক হও। কেননা এটা হারূত ও মারূতের চেয়েও দক্ষ যাদুকর। কারণ তারা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতো। আর দুনিয়া বান্দা ও তার রবের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়'।[৭]

৮. দাউদ আত্ব-ত্বায়ী (রহঃ) বলেন, من أكبر همه التقوى لو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوماً إلى نية صالحة، فكذلك الجاهل بالله تعالى وأيامه همه الدنيا والهوى، ولو تعلقت جوارحه بكل أعمال الصالحات لكان مرجوعًا إلى إرادة الدنيا وموافقة الهوى، لأن سرّها كان همه النفس لعاجل عرض الدنيا، 'তাক্বওয়া অবলম্বনই যার বড় চিন্তা-ভাবনার কারণ তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হ'লেও একদিন তার নিয়তই তাকে নেক উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে আনবে। অপরদিকে আল্লাহ ও তাঁর নে'মতরাজি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে দুনিয়া ও প্রবৃত্তিপরায়ণতাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। যদিও তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেক আমলে যুক্ত থাকে তবুও সে দুনিয়ার স্বার্থ ও প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করার দিকে ফিরে আসে। কেননা তার নফসের গোপন উদ্দেশ্য হ'ল পার্থিব অভিলাষ পূর্ণ করা'।[৮]

৯. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إتباع الهوى وَطول الأمل مَادَّة كل فَسَاد فَإِن اتِّبَاع الْهوى يعمي عَن الْحق معرفَة وقصدا وَطول الأمل ينسي الْآخِرَة ويصد عَن الاستعداد لَهَا، 'সকল অকল্যাণের মূল হ'ল প্রবৃত্তির অনুসরণ ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা। কেননা প্রবৃত্তির অনুসরণ হক জানা ও বুঝার পরেও তাকে সে বিষয়ে অন্ধ করে রাখে। আর দীর্ঘ আশা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে'।[৯]

---

১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ৩/২৪৬।*
২. *ঐ, উদ্দাতুছ ছাবেরীন, পৃ: ৬৪।*
৩. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ: ৭০।*
৪. *নববী, বুস্তানুল 'আরেফীন, পৃ: ৩১।*
৫. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৪২২।*
৬. *আবূ ত্বালেব মাক্কী, কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব ১/৭১।*
৭. *ইবনুল জাওযী, আল-মুদহিশ, পৃ: ৩৮৬; তাসলিয়াতু আহলিল মাছায়েব, পৃ: ২৪৮।*
৮. *কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব ২/২৬৮।*
৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ: ৯৯।*

www.at-tahreek.com

(১) বজ্রপাত থেকে বাঁচতে করণীয়

পৃথিবীর বজ্রপাত প্রবণ অঞ্চল সমূহের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া অন্যতম। ফলে বাংলাদেশ সহ উপমহাদেশে প্রাকৃতিকভাবেই বজ্রপাত বেশী হয়। দেশের সবচেয়ে বেশী বজ্রপাত হয় সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায়। আর বেশী বজ্রপাত হয় মার্চ থেকে জুন মাসে। তবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। প্রতি বছর বজ্রপাতে মারা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। এ থেকে বাঁচতে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. বজ্রঝড় সাধারণত ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করুন। অতি যরূরী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে রাবারের জুতা পরে বাইরে যাবেন, এটি বজ্রঝড় বা বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা দেবে।

২. বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলামাঠে যদি থাকেন তাহ'লে পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে নিচু হয়ে বসে পড়তে হবে।

৩. বজ্রপাতের আশংকা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। ভবনের ছাদে বা উঁচু ভূমিতে যাওয়া উচিত হবে না।

৪. যে কোন ধরণের খেলাধুলা থেকে শিশুকে বিরত রাখতে হবে, ঘরের ভেতরে অবস্থান করতে হবে। যদি কেউ গাড়ির ভেতর অবস্থান করেন, তাহলে গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ রাখা যাবে না।

৫. খালি জায়গায় যদি উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, ধাতব পদার্থ বা মোবাইল টাওয়ার থাকে, তার কাছাকাছি থাকবেন না। বজ্রপাতের সময় গাছের নিচে থাকা বিপজ্জনক।

৬. বজ্রপাতের সময় ছাউনিবিহীন নৌকায় মাছ ধরতে না যাওয়াই উচিৎ হবে। সমুদ্রে বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে।

৭. কোনো অবস্থাতেই ভূমিতে শোবেন না বা বিচ্ছিন্ন কোনো বড় গাছের নিচে দাঁড়াবেন না।

৮. অনেক মানুষ একসঙ্গে থাকলে (যেমন খেলার মাঠে) ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেতে হবে। বজ্রঝড়ের সময় মানুষ জড়ো অবস্থায় থাকলে অনেকজনের একসঙ্গে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে।

এছাড়া বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকবেন না। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন। মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং এগুলো বন্ধ রাখুন। সর্বোপরি নিজের বাসা সহ প্রতিটি ভবনে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।

বজ্রাঘাতে আহতদের চিকিৎসায় করণীয় :

কোন ব্যক্তির উপরে বজ্রপাত হ'লে তার শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে যায়। ফলে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যায়। এতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই তৎক্ষণাৎ মারা যায়। আহত হয়ে অল্প কিছু মানুষ বেঁচে যায়। তাদের জন্য করণীয় নিম্নরূপ :

১. বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে।

২. আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃৎস্পন্দন দ্রুত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে পারলে বাঁচানো সম্ভব হতে পারে। বেশি দেরি হলে আহত ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে।

৩. যদি আহত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড সচল থাকে, তাহ'লে তাকে সাথে সাথে সিপিআর দিতে হবে। সিপিআর অর্থ হাত-পা টানাটানি, বুকে চাপ ও মুখে হাওয়া দিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা। এর মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স বা কোন গাড়ি ডেকে দ্রুত আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে হবে।

৪. বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিকে ধরার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। কারণ আহত কিংবা মৃত ব্যক্তির শরীরে বিদ্যুৎ থাকে না।

(২) নিম : পৃথিবীর সবচেয়ে উপকারী গাছ

নিম অতি পরিচিত একটি নাম। কোনও কিছুর স্বাদ তিতা হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিমের সাথে তুলনা করি। কিন্তু তিতা হ'লেও নিম মানুষের অতি উপকারী বৃক্ষ। নিম গাছের নির্মল হাওয়া যেমন উপকারী, তেমনি এ গাছের বিভিন্ন অংশ, পাতা, ফুল, ফল ও ছাল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 'পঞ্চামৃত' নামে অভিহিত। নিমের ডাল যেমন দাঁতন হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তেমনই প্রসূতিগৃহে, অসুস্থ রোগীর বিছানায় নিমের পাতা এখনও স্থান পায়। বাড়ীর দক্ষিণে নিমগাছ থাকলে সে বাড়িতে কোনও রোগ-ব্যাধি ঢুকতে পারে না, এমন কথা সুপরিচিত।

পাশ্চাত্যে নিম গাছকে 'মিরাকল ট্রি' বা অলৌকিক বৃক্ষ বলে। এই গাছ 'ভিলেজ ফার্মেসী' হিসাবে পরিচিত। নিম গাছের শিকড়, কাণ্ড, ডাল, পাতা, ফুল ও ফল-সবই মানুষের উপকারে লাগে।

* নিম চাষ খুবই সহজ। শুধু রোপণ করলেই হয়। এর বংশবিস্তার বীজ দিয়ে এবং শাখা কলমের মাধ্যমে করা যায়। নিম গাছ সারা বছর রোপণ করা যায়। তবে উপযুক্ত সময় হচ্ছে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। জুন-জুলাই মাসে বীজ সংগ্রহ করে ১০-১৫ দিনের মধ্যে বীজ বপন করতে হয় চারা উৎপাদন করার জন্য। চারার বয়স এক বছর হ'লে রোপণ করা যায়। প্রায় সব মাটিতে নিম ভাল হয়। স্বল্পকালীন বন্যা সহ্য করতে পারে। পোকামাকড় ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয় না। নিম গাছ দ্রুত বাড়ে।

নিমের ভেষজগুণ ছাড়াও অধুনা গবেষকগণ নিমকে নানাভাবে ব্যবহার করছেন।

(১) এ গাছের আঠা কেমিক্যাল শিল্পের কাঁচামাল ও রেশম কাপড়ের রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(২) নিম বীজের তেল ব্যাপকভাবে প্রসাধন শিল্পে এবং সাবান ও কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) নিমের তেল এমনকি রকেটের জ্বালানীতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে।

(৪) নিমের পাতার রস ঘা, ফোঁড়া, চুলকানি, চর্মরোগ, গুটি বসন্ত, খোস-পাঁচড়া, পানি বসন্ত, হাম, ব্রণ, জ্বর, সর্দি-কাশি, অরুচি, বদহযম, কৃমি, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হিক্কা, প্রমেহ রোগ সারায়।

(৫) নিমের বীজের তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে, উঁকুন মারে, চুল বাড়ায়, চুলপড়া বন্ধ করে, খুশকি দূর করে।

(৬) নিমের বাকল বাতরোগ ও জ্বরে খুব উপকারী।

(৭) নিম গাছের ডাল দিয়ে প্রতিদিন দাঁত মাজলে দাঁতের রোগ হয় না ও মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

(৮) নিমের আঠা ও ফল থেকে শক্তিবর্ধক টনিক তৈরী হয়।

(৯) কাঁচা হলুদ ও নিমপাতা বাঁটা বসন্তের গুটিতে দিলে গুটি দ্রুত শুকিয়ে যায়।

(১০) ১০টি পাতা ও ৫টি গোল মরিচ একত্র চিবিয়ে খেলে রক্তের শর্করা কমিয়ে ডায়বেটিস রোগীদের উপকার করে।

(১১) নিম বীজের তেল দিয়ে প্রায় ২০০ প্রজাতির ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন করা যায়। গুদামের শস্যের মধ্যে নিমপাতা গুঁড়া করে দিলে পোকা আক্রামণ করে না। মশা দমনের জন্য নিমের তেল খুব কার্যকরী।

(১২) নিম বীজের খৈল গবাদি পশুর খাদ্য ও সার হিসাবে জমিতে প্রয়োগ হয়।

(১৩) নিম গাছের কাছে মশা যায় না। নিম তেল দ্বারা তৈরী কেরোনিম লিকুইড ১০ মিলিলিটারে ১ লিটার মিশিয়ে মশার উৎপত্তি স্থানে স্প্রে করলে মশা নির্মূল হয়।

(১৪) ইউরিয়া সারের সাথে নিম পাউডার মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করলে ২৫ ভাগ ফলন বেশী হয়।

(১৫) নিমের গুঁড়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান মাটিতে সংরক্ষণ করে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও মাটির ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংস করে।

(১৬) আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) পরীক্ষা করে দেখেছে যে, নিমের খৈল ধানের সহজলভ্য এমোনিয়াম নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে, যা মাটিকে নাইট্রেট লবণমুক্ত করতে সাহায্য করে।

(১৭) নিম গাছ ভূমিক্ষয় রোধ করে তামপাত্রা কমায়।

(১৮) নিমের তেল দিয়ে বাতি জ্বালানো যায়।

(১৯) বীজের মণ্ড দিয়ে মিথেন তৈরী করা যায়।

(২০) পাতার গুঁড়া দিয়ে ফেসক্রিম এবং তেল দিয়ে বিভিন্ন কসমেটিক্স তৈরী হচ্ছে, যার কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

(২১) নিমের টুথপেস্ট, সাবান, তেল, লোশন, শ্যাম্পু বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

(২২) নিমের কাঠ খুব উন্নতমানের। এতে ঘুণ ধরে না। নিম কাঠে গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরী, নৌকা ও জাহায নির্মাণ করা যায়।

নিমের ক্ষতিকর ব্যবহার :

(১) নিম প্রাচীনকাল থেকেই গর্ভনিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাই গর্ভাবস্থায় বা সন্তান নিতে ইচ্ছুক হ'লে নিমের তেল বা নিম পাতা থেকে তৈরি ট্যাবলেট এড়িয়ে চলা উচিৎ। এটা উর্বরতা কমায় ও গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়ায়।

(২) এটি রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। তাই যাদের নিম্ন রক্তচাপ রয়েছে তারা নিমের ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

(৩) অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ডায়াবেটিস এড়াতে নিম পাতা বা নিমের রস পান করা শুরু করেন। অথচ গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষরা নিমের রস বেশি পান করলে তা ওষুধের পরিবর্তে বিষ হিসাবে কাজ করতে পারে। এর ফলে স্পার্ম কাউন্ট সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে।

(৪) এছাড়া আপনার শরীরে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী টানা কতদিন নিম পাতা খাওয়া যেতে পারে সেটা একজন বিশেষজ্ঞের থেকে জেনে নেওয়া উচিত। কারণ একনাগাড়ে এটি খেতে থাকলে শরীরের নানা ক্ষতি দেখা যায়।

(৩) ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকর কিছু খাবার

(১) সাদা চাল : সাদা চালের ভাত বেশী খেলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

(২) চাইনিজ খাবার : এতে রয়েছে অনেক বেশী ফ্যাট, ক্যালোরি, সোডিয়াম, কার্বোহাইড্রেট যা হুট করেই দেহের সুগারের মাত্রা অনেক বেশী বাড়িয়ে তোলে। বিশেষ করে অরেঞ্জ, টক-মিষ্টি খাবার ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অনেক বেশী ক্ষতিকর।

(৩) বোতলজাত ফলের জুস : এরূপ ফলের জুসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও ক্যালোরি, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

(৪) কলা ও তরমুজ : তাজা ফলমূল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তাজা সব ফল স্বাস্থ্যকর নয়। কলা এবং তরমুজের মতো ফলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে চিনি, যা রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়ায়। তাই এ খাবারগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো।

(৫) রিফাইণ্ড সিরিয়াল : সুইটেণ্ড ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল ধরনের খাবারগুলো যেমন বার্গার, স্যান্ডউইচ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এছাড়া ওটমিল জাতীয় খাবার যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো।

(৬) ঘন দুধের তৈরী কোন খাবার : দুধ খাওয়া ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ভাল। কিন্তু কোন খাবার যাতে দুধের পরিমাণ খুব বেশী যেমন দই, দুধের তৈরী ক্রিম, চিজ ইত্যাদি খাবারগুলি ডায়াবেটিক রোগীদের না খাওয়াই উত্তম।

(৭) চর্বিযুক্ত গোশত : ডায়াবেটিস রোগীরা হৃদরোগের ঝুঁকিতে থাকেন। তাই চর্বিযুক্ত গোশত পুষ্টিকর হ'লেও তা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াবে। তাই বিশেষ করে গরু-খাসীর চর্বিযুক্ত লাল গোশত বা রেড মিট-এর মত গোশত বাদ দিতে হবে। এতে প্রচুর পরিমাণে সম্পৃক্ত ফ্যাট রয়েছে।

এর বদলে গমের আটার রুটি, দেশী বা সোনালী মুরগীর গোশত, মাছ, সামুদ্রিক খাবার ও প্রতিদিন একটি করে ডিম ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী।

[সংকলিত]

কবিতা

ভাল সাথী

আব্দুল খালেক, তালা, সাতক্ষীরা।

সৎকর্মশীল সাথী আমার দাওগো ভুবন মাঝে,
যাদের দেখে হৃদয় ও মন নতুন রূপে সাজে।
চলুক তারা হকের পথে সত্য সনাতন,
মিথ্যা, মেকি, ফাঁকি যেন হয় গো নিরসন।
আযাব-গযব বিমুখ হয়ে থাকুক সঠিক পথে,
দেখুক ভুবন ভ্রমণ সাথী পায় সে সীরাতে।
অযুত জ্ঞানে জ্ঞানী কেহ অর্থ বিত্তশালী,
সব যে যাবে ফানা হয়ে দেখবে নয়ন মেলি।
ধন-দৌলত জমা-জমি চাই না রহমান,
ভাল সাথী দাও দয়াময় এ মোর আহ্বান।

আমরা মুসলমান

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ, কাঠিগ্রাম, গোপালগঞ্জ।

ছালাত-ছিয়াম ছেড়ে বল কেমনে মুমিন হই
পৈতৃক সূত্রে মুসলিম আমরা সত্যিকারের নই।
দেশের সংবিধান নিয়ে আমরা গর্ব করি
বিজাতিদের তন্ত্রমন্ত্রে দেখি জনতার আহাজারি।
একাত্তরের চাওয়া ছিল দেশ স্বাধীন হোক
সুখ-শান্তিতে জীবন কাটাক স্বাধীন দেশের লোক।
রাঘব বোয়ালরা দেশটাকে আজ খাচ্ছে লুটেপুটে
দুর্নীতিতে দেশের নাম তালিকার শীর্ষে আসে উঠে।
অসৎপথ আর ভোগ-বিলাসে মত্ত মোদের জীবন
কুরআন-সুন্নাহর ধার ধারিনা আমরা মুসলমান।

আমার পণ

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

ঘুম থেকে জেগে আমি লই আল্লাহ্‌র নাম,
কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেন যিকর হয় কাম।
মাতা-পিতা গুরুজনের আদেশ মেনে চলি,
আমি যেন কভু তাদের মন্দ নাহি বলি।
খুশী যেন নাহি হই কভু কারো দুখে,
মিথ্যা কথা কভু যেন নাহি আনি মুখে।
লোভ হ'তে সদা আমি যেন দূরে থাকি,
কভু যেন কাউকে আমি নাহি দেই ফাঁকি।
পড়ার সময় পড়া খেলার সময় খেলা
লেখাপড়ায় কভু যেন নাহি করি হেলা।
মন্দ সকল হ'তে থাকি যেন দূরে,
এই পণ করি প্রভু তোমার দরবারে।

দীপ্ত ঈমান

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বদন মাঝে সকাল সাঁঝে
খই ফুটিয়ে লাভটা কি?
নাই যদি সে ফুটল কমল
হৃদয় সাগরে সব ফাঁকি।
পরিচ্ছদে যায় কি পাওয়া
ঈমানদারের আসল চিন?
বেঈমানের রূপটা কি সে
কোন পথে পাই আল্লাহ্‌র দ্বীন?
পাঁচটি বারের ছালাতে
হয় কি ঈমান সব পুরা?
ছালাত, ছিয়াম করলে পালন
পূর্ণ কি হয় এর দ্বারা?
কোন রাহে হয় দীপ্ত ঈমান
বলতে পারো কোন্‌টিতে?
পুঁজি যদি হয় বিনিয়োগ
অন্য রাহের কারবারে?
শক্তিতে আর ভক্তিতে রয়
আল্লাহ বাদে অন্য দ্বীন,
ছালাত, ছিয়াম, হালকায়ে যিকর
হবে যে তোর সব মলিন।
আল্লাহ্‌র পথে জান বিলাতে
মাল বিলাতে পারলে দিল
আল্লাহ্‌র দ্বীনের করতে বিজয়
উড়িয়ে দিল মনের চিন।
রাসূল প্রেমে নিজের জীবন
হাসতে হাসতে করল দান,
সেই সে জনা স্বাদ পেয়েছে
কোন্‌টা আসল ঠিক ঈমান।

কবরের পথযাত্রী

-মুহাম্মাদ ইয়াসীন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পরপারের যাত্রী মোরা যেতে হবে দুনিয়া ছেড়ে
তৈরী থেকো যাওয়ার জন্য অন্ধকার ঐ কবরে।
সাড়ে তিন হাত জায়গা হবে শুধুই মাটির বিছানা
জেনে রেখো কবর তোমার হবে আসল ঠিকানা।
দুনিয়ার ঐ দামি পোষাক পড়ে থাকবে গৃহে
তিন টুকরা সাদা কাপড় পরাবে তোমার দেহে।
চার পা ওয়ালা পালকিতে উঠিয়ে আত্মীয়-স্বজন
পাড়া-পড়শি সবাই মিলে করবে তোমায় দাফন।
সুখে যদি থাকতে চাও বারযাখী জীবনে
দুনিয়াতে চল তবে কুরআন-হাদীছ মেনে।
আখেরাতের প্রথম মনযিল কবরে মুক্তি পেলে
পরবর্তী সকল স্তরে সফল হবে তবে।

স্বদেশ

এবারও মেলেনি চামড়ার দাম

কুরবানীর চামড়া গরীবের হক। গরীবের সেই হকের ওপর গত কয়েক বছর যাবত শকুনের নযর পড়েছে। সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে চামড়া ব্যবসায়ীরা গত তিন বছরের ন্যায় এবারও কুরবানীর চামড়া নিয়ে সিণ্ডিকেট করে দাম ফেলে দিয়েছে। অনেক স্থানে চামড়া বিক্রি করতে না পেরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে। এই সিণ্ডিকেটের কালো থাবায় ক্ষতি হচ্ছে দেশের অর্থনীতির। এবারও আড়তদারদের বিরুদ্ধে সারা দেশেই চামড়ার দাম কৌশলে ফেলে দেওয়া এবং আড়তে চামড়া নিয়ে আসা সত্ত্বেও না কেনার মতো অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে সারা দেশেই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, মসজিদ-মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক অসন্তোষ। দেশের অর্থনীতিবিদ, আলেম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদরা সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

আড়তদারদের চামড়া কেনায় অনীহার কারণে সারাদেশে ৫০ শতাংশ খাসির চামড়া নষ্ট হয়েছে। কোথাও কোথাও গরুর চামড়াও বিক্রি করা যায়নি। শেষে ঐ চামড়ার ঠিকানা হয়েছে নদীতে বা সিটি করপোরেশনের ডাস্টবিনে।

সরকার জাতীয় সম্পদ কুরবানীর পশুর চামড়ার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে গত বছরের চেয়ে গরুর চামড়ার দাম বর্গফুট প্রতি ৫ টাকা ও খাসির চামড়ার দাম ২ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করে দেয়। দাম নির্ধারণের পর চামড়াসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনারা এই দাম বিবেচনায় রেখে কুরবানীর পশুর চামড়া ক্রয়-বিক্রয় করবেন। কিন্তু মন্ত্রীর সেই আকুতিতে কর্ণপাত করেনি চামড়া ব্যবসায়ীরা। রাজধানীর অস্থায়ী হাট ছাড়া বাড়তি দাম মেলেনি দেশের বেশীরভাগ জায়গায়।

[মন্ত্রীর হুকুম পালন করেনা যারা, তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, জনগণ জানতে চায়। নাকি দলীয় কারণে এইসব দুর্নীতিবাজরা অন্যবারের মত এবারও পার পেয়ে যাবে! (স.স.)।]

পশুর নাড়ি-ভুঁড়ি রফতানী করে বছরে আয় ৩২০ কোটি টাকা

আগে কুরবানীর পশুর হাড়, শিং ও নাড়ি-ভুঁড়ি বর্জ্য হিসাবে ফেলে দেওয়া হ'ত। তবে এখন আর সেগুলি ফেলনা নয়। রাজধানীতে কুরবানীর পশুর উচ্ছিষ্টাংশ তথা হাড়, শিং, অণ্ডকোষ, নাড়ি-ভুঁড়ি, মূত্রথলি, পাকস্থলি, চর্বি ইত্যাদির জমজমাট ব্যবসা চলছে। কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হচ্ছে এসব বর্জ্যের। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্হিবিশ্বে বেড়েই চলছে দেশের গরু-মহিষের নাড়ি-ভুঁড়ি (ওমাসম) ও পেনিসের (পিজল) চাহিদা। এ থেকে তৈরী হয় উন্নত মানের স্যুপ ও সালাদ, যা চীনাদের কাছে বেশ জনপ্রিয় খাবার। এসব পণ্যের সিংহভাগই রফতানী হচ্ছে প্রধানতঃ চীন, হংকং, থাইল্যাণ্ড ও ভিয়েতনামে। ওমাসম এক্সপোর্টার এ্যাসোসিয়েশনের দাবী অনুযায়ী করোনা সঙ্কটেও বছরে ৩২০ কোটি টাকার ওমাসম বাংলাদেশ থেকে রফতানী হচ্ছে। সঙ্কট না থাকলে সাড়ে ৬০০ কোটি টাকা ছাড়াতো এর রফতানী আয়।

গরু যবহের পর এক সময় নদী খালে ফেলে দেওয়া হ'ত এসব উচ্ছিষ্ট। যা পরিবেশ দূষণ করতো। কিন্তু বিভিন্ন দেশে এসব পণ্যের কদর রয়েছে জেনে এখন নিয়মিত এ পণ্য রফতানী হচ্ছে। আড়ৎদাররা কসাই বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রতি পিস কাঁচা (লবণযুক্ত) পিজল কিনেন ৫০ থেকে ৭০ টাকা দামে। যা প্রক্রিয়াজাত ছাড় প্রতি কেজি কাঁচা (লবণযুক্ত) ওমাসম বিক্রি হয় ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায়। প্রক্রিয়াজাত শেষে প্রতিকেজি বিক্রি হয় ৫৫০-৬৫০ টাকা দরে।

বর্তমানে সারাদেশের ৪০ জন ব্যবসায়ী গরুর ওমাসম ও পিজল রফতানী করছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোক ঠিক করে বছর জুড়েই তারা ওমাসম ও পিজল সংগ্রহ করেন। কুরবানীর সময় ওমাসম ও পিজল সংগ্রহ করা হয় বছরের মোট চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে শেখ হাসিনার আম উপহার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জন্য এক হাযার কেজি বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ রংপুরের 'হাড়িভাঙা' আম উপহার হিসাবে পাকিস্তানে পাঠিয়েছেন। আমগুলি ঈদুল আযহার দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রটোকল অফিসারের নিকট ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাই কমিশনের পক্ষ থেকে হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ শুভেচ্ছা উপহার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয়। শেখ হাসিনার এ উপহার মুসলিম দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নযীর হিসাবে বিবেচিত। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে 'হাড়িভাঙা' আম উপহার পাঠিয়েছেন।

মর্মান্তিক!

(১) বৃদ্ধ পিতা-মাতা অবশেষে অন্যের ঘরের চালের নীচে

খুলনার পাইকগাছা উপযেলার গদাইপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের বৃদ্ধ মেছের আলী গাযী (৯৫) ও তার স্ত্রী সোনাভান বিবি (৮৬) ইতিপূর্বে তারা চার ছেলের মধ্যে সব সম্পত্তি সমানভাবে লিখে দিয়েছেন। অথচ এখন ছেলেরা কেউ তাদের দায়িত্ব নিতে চায় না। সামাজিক চাপে পড়ে চার ছেলের বাড়ীতে পালাক্রমে বাপ-মা থাকতেন। কিন্তু তিনদিন আগে বড় ছেলে না করে দিলে এবং অন্য ছেলেরাও আশ্রয় না দিলে এই বৃদ্ধ পিতা-মাতা গত ৩১শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট শনি ও রবিবার প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যে নিকটবর্তী বাযারের এক দোকান ঘরের বাইরে চালের নীচে কোনরকমে মাথা গুঁজে দু'দিন কাটান।

লোকমুখে অভিযোগ পেয়ে পাইকগাছা উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবিএম খালেদ এবং ওসি এজায শফী সোমবার রাত সাড়ে ১০-টার দিকে সেখানে যান ও বৃদ্ধ দম্পতিকে উদ্ধার করে উপযেলায় নিয়ে আসেন। পরে চার ছেলেকে ডেকে এনে তাদেরকে দায়িত্ব নিতে বললে তারা নিজেরাই ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। কেউই তাদের পিতা-মাতার দায়িত্ব নিতে চায় না। এ অবস্থায় তিনি তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। তখন বড় ছেলে রাযী হ'লে তিনি বাপ-মাকে তার যিম্মায় দিয়ে দেন ও বাকী তিন ছেলেকে থানার মাধ্যমে আদালতে পাঠান। তিনি উপযেলার পক্ষ থেকে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেন।

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩ অনুযায়ী পিতা-মাতার অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে বলে জানান পাইকগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। উল্লেখ্য যে, উক্ত বৃদ্ধ দম্পতি এত বয়স হওয়ার পরেও কোন বয়স্ক ভাতা পান না।

[স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা কি এসব বয়স্ক মানুষকে দেখতে পান না? ধন্যবাদ উপযেলা প্রশাসনকে। উচিৎ ছিল ঐ চার ছেলেকে পুলিশ দিয়ে জনসমক্ষে আচ্ছামত পিটানো। তারপর তাদেরকে দিয়ে বাপ-মায়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়ানো এবং বাপ-মাকে তাদের যিম্মায় স্থায়ীভাবে দিয়ে দেওয়া। গত মাসে আমরা পত্রিকায় দেখেছি, পিতার মৃতদেহ উঠানে ফেলে রেখে সন্ত

নেরা সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে। ২৭ ঘন্টা পর সেই মৃতদেহ দাফন করা হয়। তাছাড়া করোনায় মৃত ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয়রা লাশ ছেড়ে পালাচ্ছেন। তাদের দাফন-কাফনেও যাচ্ছেন না। অথচ মৃত্যুর পর করোনা থাকেনা। সামাজিক এই অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে অজ্ঞতা ও ঈমানী দুর্বলতা। এজন্য সকল সামাজিক সংগঠন ও মিডিয়াগুলির মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা ও ঈমানী পরিবেশ সৃষ্টি করা আবশ্যক (স.স.)]

(২) চাঁপাই নবাবগঞ্জে বজ্রপাতে একসাথে ১৭ জনের মৃত্যু

গত ৪ঠা আগস্ট বুধবার দুপুরে চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপযেলাধীন পদ্মা নদীর তেলিখাড়ি ঘাটে বজ্রপাতে ১৭ জনের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১২ জন। হতাহতরা সবাই তাদের নববিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূকে আনার জন্য ২৯ জনে একটি বড় নৌকায় করে পুত্রের শ্বশুরবাড়ী পাকা ইউনিয়নের তেরোরশিয়া গ্রামে যাচ্ছিলেন। দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে তারা নৌকা থেকে নেমে পাশে একটি চালার নীচে আশ্রয় নেন। তারপর মুহূর্তের বজ্রপাতে শেষ হয়ে যায় বর আল-মামুনের পিতা, ভাই, দুলাভাই সহ ১২ জন স্বজন। নিহত হয় মোট ১৭ জন। আহত ১২ জন চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৫০ বেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

[আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনায় আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি এবং পরকালে এই মুমিন নারী-পুরুষদের শহীদী মর্যাদা প্রদানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি। সম্ভবতঃ এটাই দেশের ইতিহাসে বজ্রপাতে একসাথে এতজনের মৃত্যুর ঘটনা। এরূপ ঘটনা পুনরায় যেকোন সময় ঘটতে পারে। তাই সরকারকে বলব, বজ্রপাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য সর্বত্র 'লাইটেনিং এরেস্টার' বা বজ্রপাত প্রতিরোধক দণ্ড স্থাপনের ব্যবস্থা নিন (স.স.)]।

বিদেশ

করোনাকালে নতুন আতঙ্ক নোরো ভাইরাস

করোনা মহামারির ভয়াবহ সংক্রমণের মধ্যেই দেখা দিয়েছে নতুন এক সংক্রমণ নোরোভাইরাস। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে নতুন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫৪ জন। শিশুদের জন্য এই ভাইরাস হ'তে পারে বেশ বিপজ্জনক। পাবলিক হেলথ ইংল্যাণ্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী, মে মাসের শেষের দিক থেকে সংক্রমণ বাড়ছে নোরো ভাইরাসের।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংক্রমিত ব্যক্তি কোটি ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারেন। তার ছড়ানো ভাইরাসের সামান্য অংশ অন্য কারো দেহে গেলে সংক্রমিত হ'তে পারেন যে কেউই। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, সংক্রমিত ব্যক্তির বমি থেকে ছড়াতে পারে সংক্রমণ। এমনকি সংক্রমিত পানি ও খাবার থেকে ছড়ায় এই ভাইরাস। অতএব খাওয়ার আগে ভালো করে হাত ধুতে হবে। পুকুরের পানি পান করলে সেখান থেকেও ছড়াতে পারে সংক্রমণ। চিকিৎসকগণ বেশী বেশী পানি বা তরল খাবার খেতে বলেন। তবে নোরো ভাইরাসের এখনো কোনও নির্দিষ্ট ওষুধ তৈরী হয়নি।

[তওবা ও ইবাদতের মাধ্যমে সবাইকে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হবে। নইলে একটার পর একটা গযব আসতেই থাকবে। অতএব সাবধান! (স.স.)]

বাবরী মসজিদ ধ্বংসে প্রথম অংশ নেওয়া বলবীর সিং নওমুসলিম মুহাম্মাদ আমের-এর মৃত্যু

বাবরী মসজিদ ভাঙায় অংশ নিয়ে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করা নওমুসলিম মুহাম্মাদ আমের ওরফে বলবীর সিং মারা গিয়েছেন। গত ২৩শে জুলাই শুক্রবার হায়দারাবাদ প্রদেশের তেলাঙ্গানার ভাড়া বাসায় তার সন্দেহজনক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

জানা যায়, আমেরের ভাড়া বাসা থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার পর স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। তারপর পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। পুলিশের বক্তব্য, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অভিযোগ পেলে পুলিশ তদন্ত করবে।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যে শিবসেনা কর্মী বলবীর শিং মসজিদের মাথায় উঠে প্রথম শাবল মেরেছিল, সে ও তার সাথী যোগেন্দ্রপাল পরে মুসলমান হয়ে যায়। বলবীরের পিতা দৌলতরাম তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেননি এবং ছেলের এই অপকর্মের দুঃখেই তিনি অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ বলবীরের শাবলে ভাঙ্গা দু'টি ইট, যা সে সাথে করে নিয়ে এসেছিল, পানিপথের শিবসেনা অফিসে সে দু'টিকে সাদরে সাজিয়ে রাখা হয়।

উল্লেখ্য যে, বলবীর সিং ১৯৯৩ সালে প্রখ্যাত ভারতীয় দাঈ মাওলানা কলীম সিদ্দীক্বীর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের প্রায় শ'খানেক ভেঙ্গে পড়া মসজিদ মেরামত করেছেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি (স.স.)]।

করোনায় বিশ্বে ৩ জনে ১ জন চাকুরী হারাচ্ছেন

গত বছর থেকে করোনা মহামারির নেতিবাচক প্রভাব বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও পেশাজীবীদের ওপর ব্যাপকভাবে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জরিপ সংস্থা গ্যালাপের এক জরিপে দেখা গেছে, করোনা মহামারির এই সময়ে বিশ্বে প্রতি ৩ জনের একজন চাকুরী বা ব্যবসা হারিয়েছেন। গোটা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তুলনা করলে এমন মানুষের সংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশী। ঐ জরিপে আরও দেখা গেছে, ২০১৯ সালের চেয়ে ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা কর্মীর সংখ্যা ২ শতাংশ কমেছে। ২০১৯ সালে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা কর্মীর সংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ। ২০২০ সালে তা হয়েছে ২০ শতাংশ। করোনার সময় সবচেয়ে বেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬৭ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় সর্বোচ্চ ৫৪ শতাংশ মানুষের জীবনে করোনার প্রভাব পড়েছে।

দেনমোহর আদায়ে হজ্জ পালন করলেন ইতালীয় দম্পতি

বিয়ের দেনমোহর হিসাবে হজ্জ পালন করেছেন এক ইতালীয় দম্পতি। দু'বছর আগে বিবাহের সময় ইতালীর নাগরিক তার স্বামী হায়ানের কাছে একসঙ্গে হজ্জ পালন করার সুযোগ চান রুশ তরুণী জানা। এবছর করোনার কারণে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি আবেদন থেকে মাত্র ৬০ হাযার লোক হজ্জ পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। যাদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন ভাগ্যবান এই দম্পতি। হজ্জ পালন করতে পেরে তারা আনন্দে অশ্রুহারা।

হায়ান বলেন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে মক্কায় এসে হজ্জ পালন আমার কাছে এখনও অকল্পনীয় বলে মনে হচ্ছে। জানা বলেন, পার্থিব জীবনে মানুষ অল্প সময়ের জন্য এসেছে। এখান থেকে পরকালে কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না। তাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে আমার স্বামী হজ্জ পালনের ইচ্ছা করেছিলেন, যা তিনি পরকালেও নিয়ে যেতে পারবেন। আর স্বামী আমার মোহরানা আদায় করেছেন, এটা আমার জন্য বড় উপহার।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ সম্পর্কের অবনতি

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ সম্পর্ক গত ২০ বছরের হিসাবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। গাত্রবর্ণের কারণে মানুষে মানুষে বৈষম্য নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর এ সময়েও যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার।

গত ২২শে জুলাই বৃহস্পতিবার প্রকাশিত গ্যালাপের জরিপে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, বর্ণ সম্পর্ক এখন নাজুক অবস্থায়। ৫৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান মনে করেন,

শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সম্পর্ক এখন খারাপ। মাত্র ৪২ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান মনে করেন, দুই বর্ণের লোকজনের মধ্যে এখনো সম্পর্ক ভালো বা মোটামুটি ভালো আছে। জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে গ্যালাপ জানিয়েছে, দুই দশকের মধ্যে গত টানা দু'বছর দেশটির বর্ণ সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটছে।

২০০১ সালের জরিপে দেখা দিয়েছিল, আমেরিকার ৭০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ মনে করতেন, তাঁদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্ক খুব ভালো। ২০২১ সালে এসে কৃষ্ণাঙ্গদের এমন মনোভাব ৩৩ শতাংশে নেমেছে।

[শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সবই আল্লাহর সৃষ্টি। এক আল্লাহর দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। এটাই হ'ল ইসলামী খেলাফতের রূহ। এর বিপরীতে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রের নামে যা কিছু চলছে, সবই এক কথায় জাহেলিয়াত। অতএব পৃথিবীতে মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে এবং ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা কায়েমে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে (স.স.)।]

মুসলিম জাহান

কাশ্মীরীরা স্বাধীনতাকে বেছে নিতে পারেন

-ইমরান খান

কাশ্মীরীরা স্বাধীনতাকে বেছে নিতে পারেন। আগে দেয়া প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে গত ২৩শে জুলাই শুক্রবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আযাদ কাশ্মীরের তারার খাল এলাকায় এক নির্বাচনী ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের মাধ্যমে কাশ্মীরীরা যদি স্বাধীনতা চায়, তাহ'লে তাদেরকে তা দেবে ইসলামাবাদ।

তিনি বলেন, এক শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে মুক্তি আন্দোলন করে আসছেন কাশ্মীরীরা। এতে যারা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন তা বৃথা যাবে না। ইমরান খান বলেন, গণভোটে জানতে চাওয়া হবে, তারা পাকিস্তানের সাথেই বসবাস করতে চায়, নাকি স্বাধীন জাতি হিসাবে থাকতে চায়। তিনি বলেন, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আপনারা আপনাদের মুক্ত ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিবেন। এ সময় উল্লসিত জনতা তাকে বিপুলভাবে অভিবাদন জানান।

বিশ্বের ৫৫ দেশে ইসলাম প্রচারকারী তুরস্কের বিশিষ্ট আলেম শায়খ নে'মাতুল্লাহ্র মৃত্যু

জীবনের বেশিরভাগ সময় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণকারী তুরস্কের বিশিষ্ট আলেম শায়খ নে'মাতুল্লাহ তুর্কী (৯০) মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন*। গত ৩০শে জুলাই তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে তিনি মারা যান। ৯০ বছরের জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি দ্বীনের দাওয়াতে অতিবাহিত করেন। আল-জাযিরার রিপোর্ট অনুযায়ী এ পর্যন্ত লক্ষাধিক মানুষ তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

শায়খ নে'মাতুল্লাহ ১৯৩১ সালে তুরস্কে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি তুরস্ক, সঊদী আরব ও জাপানে অবস্থান করেন। মক্কা ও মদীনায় দু'টি মসজিদে মোট ৩০ বছর তিনি ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। জাপানে তিনি ১৫ বছর অবস্থান করেন। সেখানকার রাজধানী টোকিওতে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা সহ দেশটিতে ৪ শতাধিক মসজিদ ও মুছাল্লা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালে চীন সফরকালে সেখানে তিনি চাইনিজ ভাষায় অনূদিত ২০ হাযারের বেশী পবিত্র কুরআনের কপি বিতরণ করেন। সবমিলিয়ে এশিয়া ও ইউরোপের ৫৫টিরও বেশি দেশে তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সফর করেছেন। এসব দেশগুলিতে সফরের সময় তিনি সেদেশের নিজস্ব ভাষায় ইসলামের পরিচিতিমূলক ছোট কার্ড ও বই প্রস্তুত করে সব সময় নিজের পকেটে রাখতেন এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা বিতরণ করতেন। বিভিন্ন দেশে সফরকালে তিনি মদের বারগুলোতে সফর করতেন। এভাবে তিনি অসংখ্য নেশাগ্রস্ত মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। মানুষের কাছে সহজভাবে হাসিমুখে ইসলামের কথা বর্ণনা করা ছিল এ তুর্কী আলেমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইস্রাঈলী অবৈধ বসতকারীরা যুদ্ধাপরাধ করছে

-জাতিসংঘ

অবৈধ ইহূদী বসতকারীরা যেরুযালেম ও পশ্চিমতীরে ফিলিস্তীনীদের নির্যাতন করে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তা দখলের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ করছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ৯ই জুলাই শুক্রবার দেওয়া ভাষণে অধিকৃত ফিলিস্তীনে নিয়োজিত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ কর্মকর্তা মাইকেল লিঙ্ক এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, তাকে ইস্রাঈলী কর্তৃপক্ষ তদন্ত কাজে তো কোন প্রকার সহযোগিতা করেইনি; বরং তাকে বয়কট করে জাতিসংঘকে অপমান করেছে। তিনি বলেন, ইস্রাঈলী বাহিনীর সঙ্গে ফিলিস্তীনীদের ঘর-বাড়ি দখলে অংশ নিয়ে একই ধরনের যুদ্ধাপরাধ করেছে অবৈধ ইহূদী বসতকারীরা। তিনি আরও বলেন, নিরপরাধ ফিলিস্তীনীদের ওপর বর্বর নির্যাতন এবং তাদের বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) সংজ্ঞা অনুসারে যুদ্ধাপরাধ করেছে।

পৃথক এক বিবৃতিতে লিঙ্ক আরও বলেন, দখলদার ইস্রাঈল গত ৫৪ বছর ধরে ফিলিস্তীনীদের ওপর এ ধরনের যুদ্ধাপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময় তারা পূর্ব যেরুযালেম ও পশ্চিমতীরে ফিলিস্তীনীদের ঘর-বাড়ি দখল করে ৩০০ অবৈধ বসতি নির্মাণ করেছে। যাতে ৬ লাখ ৮০ হাযার ইহূদী বসবাস করছে। ইস্রাঈল কাঠামোগত যুদ্ধাপরাধ করে ফিলিস্তীনীদের একের পর এক ভূমি দখল করে যাচ্ছে।

[রিপোর্ট তো সত্য ও বহু পুরানো। কিন্তু জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ মযলূম ফিলিস্তীনীদের নিরাপত্তায় এযাবৎ কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নিবেন, বিশ্ববাসী কেবল সেটাই দেখতে চায়। নইলে পৃথিবী মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে (স.স.)]।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চিনিমুক্ত আমের জাত উদ্ভাবন

ডায়াবেটিসের কারণে অনেকেই সুস্বাদু ফল আম খেতে পারেন না। তাদের কথা মাথায় রেখেই দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে পাকিস্তানের একজন বিজ্ঞানী চিনিমুক্ত আমের একটি জাত উদ্ভাবনে সফল হয়েছেন। এই বিজ্ঞানীর নাম গোলাম সারওয়ার। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি চিনিমুক্ত বা সুগার ফ্রি আম বাযারে নিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে রফতানীও শুরু হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকভাবে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আম চাষের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে এই মিষ্টিহীন আম তৈরি করেছেন গোলাম সারওয়ার। এখন পর্যন্ত তিন জাতের সুগার ফ্রি আম উদ্ভাবিত হয়েছে- সোনারো, গ্লেন ও কেইট। পাকিস্তানের বাযারে এ ধরনের আম প্রতি কেজি ১৫০ রুপিতে বিক্রি হচ্ছে।

গোলাম সারওয়ার বলেন, আমার উদ্ভাবিত আমে সুগার লেভেল মাত্র চার থেকে ছয় শতাংশ। তাই যাদের ডায়াবেটিস আছে, তারা নিশ্চিন্তে খেতে পারবেন। তিনি জানান, পাকিস্তান সরকার আমার দাদাকে 'সিতারা-এ-ইমতিয়াজ' উপাধি দিয়েছিলেন আম ও কলা নিয়ে গবেষণার জন্য। তার মৃত্যুর পর আমি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন বিদেশি আম নিয়ে গবেষণা করছি।

উল্লেখ্য, সিন্ধুপ্রদেশে গোলাম সারওয়ারের ৩০০ একর জমির ওপরে একটি খামার আছে। যেখানে এই আমের চাষ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে সেখানে ৪৪ জাতের আম রয়েছে।

মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০২১ ২৪তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১০ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। **নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।** বিষয়গুলির ১, ২ ও ৩ নং মৌখিকভাবে এবং ৪ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৩. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

৪. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই (যাদু নয় বিজ্ঞান ও শব্দ অনুসন্ধান বাদে)।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১০+ থেকে ১৩ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৩ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। **নিম্নের ৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।** বিষয়গুলির ১, ২, ৩ ও ৪ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

১. আক্বীদা (আবশ্যিক সম্পূর্ণ) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৪ ও ২৫ তম পারা)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

৪. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৫. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : (এমসিকিউ পদ্ধতিতে) (ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।

(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর ১. সম্পাদকীয় : অনুসরণ করব কাকে?, ৪৩তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '২০; জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '২১; সময়ের সদ্ব্যবহার, ৪৬তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল '২১।

২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা, ৪২-৪৭তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১৫. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	: ৮ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. উপযেলা	: ১৫ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. যেলা	: ২২শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	: ১১ই নভেম্বর	(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

প্রশিক্ষণ

হালীমপুর, কেশবপুর, যশোর ২রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার কেশবপুর উপযেলাধীন হালীমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণের পর কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ১২ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' পাঁজরভাঙ্গা এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন প্রমুখ।

কুরবানীর গোশত বিতরণ

ভোলা ২১শে জুলাই বুধবার : অদ্য ঈদুল আযহার দিন দুপুর সাড়ে ১২-টায় যেলার সদর থানাধীন ২০১৮ সালে স্থানীয় উগ্রপন্থী হানাফীদের দ্বারা অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরকৃত উত্তর বাপ্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ চত্বরে এলাকার গরীব ও দুস্থদের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রদত্ত ২টি খাসি কুরবানী করা হয়। উক্ত গোশত স্থানীয় ২২টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। গোশত বিতরণ কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কামরুল হাসান, 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল হোসাইন ও অত্র মসজিদের অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ছিদ্দীক।

খুলনা ও সাতক্ষীরা ২২শে জুলাই বৃহস্পতিবার : ঈদুল আযহার পরের দিন সকাল ৮-টা থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত খুলনা যেলার কয়রা উপযেলার মধ্য-মহারাজপুর এবং সাতক্ষীরা যেলার আশাশুনি উপযেলার নাকনা, প্রতাপনগর, গরালী, বিছট, রাজাপুর, লাঙ্গলদাড়িয়া, কলিমাখালী ও হাজরাখালীতে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রদত্ত ৫টি বড় গরু কুরবানী করা হয়। এসব কুরবানী বাবত ব্যয় হয় ৫ লক্ষ ৯৫ হাযার টাকা। অতঃপর ঐসব এলাকায় মোট ১১৬৫টি পরিবারের মধ্যে গোশত বিতরণ করা হয়। উক্ত গোশত বিতরণে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন, সাবেক সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ এবং স্থানীয় শাখা ও এলাকা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলগণ। উল্লেখ্য যে, ঈদুল আযহার পূর্বে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদেরকেও ঈদের আনন্দে শরীক করার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জুম'আর খুৎবায় আবেদন জানালে অনেক দ্বীনী ভাই-বোন এতে সাড়া দেন।

[আমরা সকল দাতা ভাই-বোনদের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকটে খাছ দো'আ করি, তিনি যেন তাদের সকলকে পূর্ণ ছওয়াব দান করেন-আমীন! -সম্পাদক]

প্রবাসী সংবাদ

দায়িত্বশীল বৈঠক

হারা, রিয়াদ, সঊদী আরব ৯ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় সঊদী আরবের রিয়াদের হারায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরবের উদ্যোগে নিজস্ব অফিসে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে দরসে হাদীছ পেশ করেন সুলাই-১৭ শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, আক্বীদা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কাদীম ছানাইয়া শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ ফেরদৌস রহমান এবং রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাযী রিয়াযুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই।

আল-'আওন

কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

২০২১-২৩ সেশনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় কমিটি গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর ৮ই জুলাই উক্ত কমিটির অনুমোদিত হয়। নবগঠিত কর্মপরিষদ নিম্নরূপ :

পদবী	নাম
সভাপতি	ডা. আব্দুল মতীন (ঢাকা)
সহ-সভাপতি	ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব (রাজশাহী)
সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ জাহিদ (রাজশাহী)
সাংগঠনিক সম্পাদক	হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (রাজশাহী)
অর্থ সম্পাদক	আব্দুল্লাহ নাবীল (সাতক্ষীরা)
প্রচার সম্পাদক	মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন (গাইবান্ধা)
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	ডা. জাহিদুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ)
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	ডা. শাহীনুর রহমান (নওগাঁ)
তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক	আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সাতক্ষীরা)
দফতর সম্পাদক	শরীফুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ)

করোনায় অক্সিজেন সিলিণ্ডার সেবা

আল-'আওনের পক্ষ থেকে রাজশাহী, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরায় করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে অক্সিজেন সিলিণ্ডার সেবা দেওয়া হয়। এছাড়া মেহেরপুর যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে যেলা প্রশাসনের নিকট ৫টি গ্যাস সিলিণ্ডার উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : ফ্রান্সে ব্যবসার নিয়ম অনুযায়ী সব খরচ বাদে কেবল লাভের ৫০ শতাংশেরও বেশী টাকা সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। সরকারের এই মাত্রাতিরিক্ত ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য অনেক মুসলিম ব্যবসায়ী সরকারী হিসাবে লাভ কম দেখায়। এটা হালাল হবে কি?

-মাহতাবুদ্দীন, ফ্রান্স।

উত্তর : সরকারী শর্ত মেনে কোন দেশে বসবাসের অনুমতি নেওয়ার পর শর্ত ভেঙ্গে এরূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা ব্যতীত মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে *(আবুদাউদ হা/৩৫৯৪; মিশকাত হা/২৯২৩; ছহীহাহ হা/২৯১৫)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'যে বিধান দারুল ইসলামে হারাম, সেই বিধান দারুল কুফরেও হারাম *(কিতাবুল উম্ম, আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৩/১২-১৩)*। শাওকানী বলেন, মুসলমানগণ যেখানেই অবস্থান করুক না কেন শরী'আতের আহকাম পালন করা তাদের উপর আবশ্যক। এমনকি তারা দারুল হারবে অবস্থান করলেও শরী'আতের কোন বিধান রহিত হবে না *(আস-সায়লুল জার্রার, ৯৬৩ পৃ.)*। আর মাত্রাতিরিক্ত যুলুমের ক্ষেত্রে তা সমাধান করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। নইলে ব্যবসা পরিত্যাগ করতে হবে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নকল্পে সরকার জনগণের উপর ট্যাক্স নির্ধারণ করতে পারে *(গাযালী, আল মুসতাছফা ১/৩০৩; শাত্বেবী, ২/১২১)*। তবে এটা যেন যুলুমের পর্যায়ে না চলে যায়, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে জনগণের উপর অযৌক্তিকভাবে লাগামহীন ট্যাক্স আরোপ করা হচ্ছে, যা রীতিমত যুলুম। রাসূল (ছাঃ) হাক্কুল ইবাদ বা জনগণের অধিকার বিনষ্টকারীদের ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন *(মুসলিম হা/১৬৯৫; আহমাদ হা/১৭৩৩৩, ১৭৩৯১; মিশকাত হা/৩৭০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সাবধান! কোন ব্যক্তির মাল অন্য কারো জন্য হালাল নয়, যতক্ষণ না সে তা স্বেচ্ছায় প্রদান করে' *(আহমাদ হা/২০৭১৪; মিশকাত হা/২৯৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৬২)*।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : কুরবানীর নিয়তে পশু কিনে রাখার পর মাঝে মাঝে অসুস্থ হওয়ায় সেটা দিয়ে আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কি?

-হাবীবুর রহমান, ঝিনাইদহ।

উত্তর : কুরবানীর নিয়তে নির্দিষ্টভাবে পশু ক্রয়ের পর তা ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। কেননা এটি ওয়াকফের ন্যায়। অতএব তা দিয়ে আক্বীক্বা করা যাবে না। আর ক্রয়ের পর অসুস্থ হয়ে পড়া পশু দ্বারা কুরবানী করায় বাধা নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/৪০২; 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : ফরয ছালাতে মাসবূক হিসাবে বাকী ছালাত আদায় করার সময় আমার দু'পাশে দু'জন মুছল্লী এসে আমার সাথে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে আমার জন্য করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ এনামুল হক, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : এ সময় মাসবূক নিজেকে ইমাম মনে করে বাকী ছালাত সমাপ্ত করবে। সামনে জায়গা থাকলে মাসবূক ইমাম সামনে চলে যাবে এবং দু'জন মুছল্লী পিছনে থাকবে। আর সামনে জায়গা না থাকলে দু'জনকে পিছনে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করবে। আর জায়গা না থাকলে দু'জনকে পাশে নিয়েই ছালাত সমাপ্ত করবে। ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকেই জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পেয়ে যাবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৪৮)*। তবে এই নিয়মে ছালাত আদায় করা জায়েয হ'লেও উত্তমের বিপরীত। কেননা এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল বা সুনির্দিষ্ট দলীল পাওয়া যায় না। সুতরাং জামা'আত শেষ হওয়া বুঝতে পারলে আলাদাভাবে একাকী বা জামা'আতে ছালাত আদায় করাই উত্তম হবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/৩১৬-১৭)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : আমার শিক্ষিকা আমাকে দেখে মাঝে মধ্যেই বলতেন, তোমাকে দেখতে 'জাহান্নামী' মনে হচ্ছে। অথচ আমি এমন কোন কাজ করতাম না যা জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেয়। কাউকে ইঙ্গিত করে এমন ভাষা ব্যবহার করা জায়েয কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নন্দনগাছি, রাজশাহী।

উত্তর : কাউকে 'জাহান্নামী' বলা বা এই ধরনের ভাষায় গালি দেওয়া জায়েয নয়। কারণ এটা তার উপর কুফরীর অপবাদ দেওয়ার নামান্তর, যা হারাম *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৭৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩৬৫, ১৩/৪২২)*। এই অপবাদের দু'টি ক্ষতিকর দিক রয়েছে- (১) অপবাদটি অপবাদদাতার দিকে ফিরে আসবে (২) অপবাদটি অপবাদ দানকারীর জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। বনু ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি আরেক গুনাহগার ব্যক্তিকে 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না' বা 'তুমি জাহান্নামী' বলে গালি দেয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা গালিদাতা সৎব্যক্তিকে জাহান্নামে দেন এবং ঐ গুনাহগার ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন *(মুসলিম হা/২৬২১; আবুদাউদ হা/৪৯০১; মিশকাত হা/২৩৩৪, ২৩৪৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি কেউ কাউকে কাফের বলে, আর সে যদি কাফের না হয়, তাহ'লে কথাটি তার উপরেই ফিরে আসবে' *(বুখারী হা/৬০৪৫; মিশকাত হা/৪৮১৬)*।

এক্ষণে যে ব্যক্তি কাউকে জাহান্নামী বলে গালি দিয়েছে তাকে তওবা করতে হবে এবং উক্ত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ও তার জন্য কল্যাণের দো'আ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) তার দো'আয় বলতেন, *'আল্ল-হুম্মা ইন্নামা আনা বাশারুন ফাআইয়ুমা রাজুলিম মিনাল মুসলিমীনা সাবাবতুহূ আও*

www.at-tahreek.com

লা'আনতুহূ আও জালাত্তুহূ ফাজ'আলহা লাহূ যাকা-তাঁও ওয়া রহমাহ। অর্থ : 'আমি তো মানুষ মাত্র। তাই আমি কোন মুমিনকে কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি বা বেত মেরেছি- আমার এ কাজকে তুমি তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন রহমত, পাপমুক্তি ও তোমার নৈকট্য লাভের উপায় বানিয়ে দাও' *(মুসলিম হা/২৬০১; মিশকাত হা/২২২৪)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : সাহারী খাওয়ার পর যদি কেউ বুঝতে পারে যে সাহারীর সময় ১৫ মিনিট আগেই শেষ হয়েছে, সেক্ষেত্রে ছিয়াম রাখা যাবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক, খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : অজ্ঞতাবশত কেউ সময়ের পরে সাহারী গ্রহণ করে থাকলে সে ছিয়াম পূর্ণ করবে। কারণ অজ্ঞতার কারণে কেউ কোন ভুল করলে তার জন্য আল্লাহ পাকড়াও করেন না *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। কতিপয় ছাহাবী সাদা রেখা ও কালো রেখার ব্যাখ্যা বুঝতে না পারায় নির্দিষ্ট সময়ের পরে সাহারী গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেননি। যা প্রমাণ করে যে, কেউ ভুল করে কয়েক মিনিট পরে সাহারী খেলে তার উক্ত ছিয়ামই যথেষ্ট হবে। ক্বাযা আদায় করতে হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২০/৫৭২-৭৩; মুগনী ৩/১৪৭)*।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : যাকাতের টাকা দিয়ে কুরআনের তাফসীর ও অন্যান্য ইসলামী বই ক্রয় করে মসজিদে রাখা যাবে কি?

-ওমর ফারূক, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

উত্তর : মসজিদের কোন কাজে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা যাবে না। কেননা যাকাতের নির্দিষ্ট আটটি খাত রয়েছে। যাকাত উক্ত খাতগুলোতেই প্রদান করতে হবে *(তওবা ৯/৬০)*। সুতরাং মসজিদ বা মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ ও লাইব্রেরী অথবা ইমাম ও মুওয়াযযিনের বেতনের তহবিল ইত্যাদি খাতে যাকাত প্রদান করা যাবে না। বরং যাকাত ব্যতীত সাধারণ দান-ছাদাক্বা থেকে সেসব ব্যয়ভার নির্বাহ করতে হবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৪১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৭/২৩২)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : আমার বাচ্চার বয়স ৮ মাস। জন্মের পর স্ত্রীর এখনো মাসিক হয়নি। এমতাবস্থায় তাকে তালাক দেওয়ার বিধান কি?

-জাহাঙ্গীর আলম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যদি নিফাস বন্ধের পর স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলন করে এবং স্ত্রীর হায়েয না হয় তাহ'লে এ অবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে না, মেয়াদ যতই দীর্ঘ হোক। কেননা মিলন হয়েছে এমন তুহরে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ *(তালাক্ব ১)*। অতএব তাকে তালাক দিতে হ'লে পুনরায় হায়েয হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং তার পর পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে হবে। আর যদি নিফাসের পর মিলন না করে থাকে তাহ'লে তালাক দিতে পারে *(মুগনী ৭/৩৬৪-৬৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/৩৭)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে বলে তুমি দেখতে আমার পিতার মত। এটা কি যিহারের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-সানজিদ হাসান, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রী স্বামীকে যিহার করতে পারে না, বরং স্বামী স্ত্রীকে যিহার করে থাকে। ফলে এটি যিহারের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং একটি সাধারণ কথা মাত্র। এতে কোন কাফফারা দিতে হবে না। মূলতঃ 'যিহার' হ'ল, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অথবা তার কোন অঙ্গকে নিজের 'মা' অথবা 'স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম' এমন কোন মহিলার পৃষ্ঠদেশ বা কোন অঙ্গতুল্য বলে অভিহিত করে। একথা বলার উদ্দেশ্য, পরোক্ষভাবে মাহরাম নারীর মত স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করা। জাহেলী আরবে যিহারকে তালাক গণ্য করা হ'ত। ফলে যিহারের পর স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ ছিল না। ইসলাম এটিকে বাতিল করে এবং বলে দেয় যে, গর্ভধারিণী মা ব্যতীত অন্য কেউ সত্যিকারের 'মা' হ'তে পারে না। অতএব যিহার করলে তালাক হবে না, বরং এরূপ মিথ্যা ও চূড়ান্ত বেআদবীর জন্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রী সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। কাফফারা আদায়ের পর যথারীতি ঘর-সংসার করা যাবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২৯/১৯০-৯১)*।

যিহারের কাফফারা হ'ল, একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করা অথবা একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখা অথবা ষাটজন মিসকীন খাওয়ানো *(মুজাদালাহ ৫৮/৩-৪)*। যার পরিমাণ হ'ল, দৈনিক একজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। বেশী দিলে বেশী নেকী পাবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। কাফফারার ছিয়াম শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্পর্শ করবে না। কিন্তু যদি অধৈর্য হয়ে করেই ফেলে, তাহ'লে কাফফারা শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় স্ত্রী স্পর্শ করবে না *(ইবনু মাজাহ হা/২০৬৫; ইরওয়া ৭/১৭৯-৮০)*। এটিই হ'ল অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত *(মুগনী ৮/৪১)*।

এক্ষণে যারা বলেন স্ত্রী স্বামীকে যিহার করতে পারে, তারা নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে দলীল নেন। যেমন আয়েশা বিনতে ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ-কে মুছ'আব বিন যুবায়ের বিবাহের পয়গাম দিলে তিনি বলেন, যদি আমি মুছ'আব বিন যুবায়েরকে বিবাহ করি, তাহ'লে সে আমার উপর আমার পিতার পিঠের ন্যায় হবে। পরবর্তীতে তিনি তাকে বিবাহ করতে চান। তখন এ বিষয়ে তিনি মদীনাবাসী ছাহাবীদের নিকট জিজ্ঞেস করেন। জওয়াবে তিনি আদিষ্ট হন এই মর্মে যে, فَأُمِرَتْ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ 'তিনি একটি দাস মুক্ত করবেন, অতঃপর তাকে বিবাহ করবেন' *(দারাকুৎনী হা/৩৮৬৬; ইরওয়া হা/২০৮৯, সনদ ছহীহ)*। উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, এখানে আয়েশা বিনতে ত্বালহা তার কসমের কাফফারা আদায় করেছেন। অতঃপর বিবাহ করেছেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/৪২)*। অতএব এটি যিহারের কাফফারা নয়, বরং কসমের কাফফারা।

তবে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপরকে যিহার করতে পারে। এজন্য কাফফারা হিসাবে তারা একটি দাস মুক্ত করবে অথবা একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখবে অথবা ষাট জন মিসকীন খাওয়াবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/৯)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : জানাযার ছালাতের সময় ক্বিরাআত নীরবে না সরবে পাঠ করতে হবে? দলীল সহ বিস্তারিত জানতে চাই।

-সবুজ আহমাদ, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

[শুধু 'আহমাদ' নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : জানাযার ছালাতে ক্বিরাআত ও দো'আ নীরবে বা সরবে অনুচ্চ স্বরে দু'ভাবেই পড়া জায়েয। উভয়টিই রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত *(দ্র.'আওনুল মা'বূদ হা/৩২০২-এর আলোচনা; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২১৬ পৃ.)*। যেমন আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, জানাযার ছালাতে সুন্নাত হ'ল প্রথম তাকবীরের পর চুপেচুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করা। অতঃপর আরো তিনটি তাকবীর বলা এবং শেষ তাকবীরে সালাম ফিরানো *(নাসাঈ হা/১৯৮৯)*। অন্যদিকে সরবে পাঠের দলীল হ'ল- 'আওফ বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাতে তাঁর দো'আ শুনে তা মুখস্ত করেছি। আর সেটি হ'ল, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ...। এসময় আমি আকাংখা করছিলাম, যদি এখানে আমি মাইয়েত হ'তাম! *(মুসলিম হা/৯৬৩, মিশকাত হা/১৬৫৪-৫৫)*। অনুরূপভাবে ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করি। সেখানে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। অতঃপর বলেন,-لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ 'যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটি সুন্নাত' *(বুখারী হা/১৩৩৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি সরবে সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা পাঠ করেন। অতঃপর ছালাত শেষে আমি তাঁকে হাত ধরে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, سُنَّةٌ وَحَقٌّ 'এটাই সুন্নাত ও সঠিক' *(নাসাঈ হা/১৯৮৭)*। তবে অধিকাংশ বিদ্বান নীরবে পাঠ করাই সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৩৪; ইবনু কুদামা, মুগনী ২/৩৬৩; ইবনে তায়মিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৪২১; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১২১, হা/৭৮)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : ঈদের ছালাতের খুৎবা শেষে মানুষের দানকৃত অর্থগুলো ইমামকে দেওয়া হয়। এটা জায়েয হবে কি?

-যহূরুল ইসলাম, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : ইমামের বেতন ঈদের মাঠে দানকৃত বায়তুল মাল তহবিল থেকে দেওয়া যাবে। এতে কোন বাধা নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ ১/৪৯২)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : চেয়ারে বসে ছালাত আদায়কালে চেয়ার কোথায় রাখতে হবে?

-আব্দুর রহমান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : চেয়ারে বসে ছালাত আদায়কারীর তিনটি অবস্থা রয়েছে। প্রথমতঃ মসজিদের প্রথম কাতার মুছল্লী দ্বারা পূর্ণ হ'লে চেয়ারে ছালাত আদায়কারীরা কাতারের যেকোন এক পার্শ্বে ছালাত আদায় করবে। কারণ চেয়ারে বসে কাতারের মাঝে ছালাত আদায় করলে কাতারের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ চেয়ারে বসে ছালাত আদায়কারী যদি পুরো ছালাত বসে আদায় করে, তাহ'লে মুছল্লীর পা বরাবর কাতারে চেয়ার রেখে বসে ছালাত আদায় করবে। কারণ মুছল্লীর দাঁড়ানো অবস্থা কাতারের মৌলিক অবস্থা। তৃতীয়তঃ মুছল্লী যদি ক্বিয়াম দাঁড়িয়ে করে ও রুকূ-সিজদা চেয়ারে বসে করে, তাহ'লে এমন চেয়ার ব্যবহার করবে যা পিছনের মুছল্লীর কোন ক্ষতি করবে না, আবার কাতারের সমতাও বিনষ্ট হবে না। যদি এমন চেয়ার না থাকে তাহ'লে মুছল্লী কাতারে দাঁড়িয়ে চেয়ার হালকা পিছনে রাখবে এবং সে কাতার বরাবর দাঁড়াবে। পিছনের মুছল্লীর সিজদার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকলে রুকূ এবং সিজদা করার সময় চেয়ার কাতারে টেনে বসে রুকূ ও সিজদা করবে। এভাবেই পুরো ছালাত সম্পাদন করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৬/২১; উছায়মীন ও আব্দুর রহমান বাররাক, মাওক্বা'উল ইসলাম, সওয়াল ওয়া জওয়াব ৫/৭৬২, ১৭৯৫; ফাতাওয়া আশ-শাবকাতুল ইসলামিয়া ১১/৯৫৯১)*।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : পাত্রে রাখা পানিতে হাত বা পা ডুবালে সেই পানিতে ওযূ করা যাবে কি?

-যাকির হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : পাত্রে রাখা পানিতে পরিষ্কার হাত বা পা ডুবালে পানি অপবিত্র হয় না। অতএব তাতে ওযূ করা যাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ১৪/১০৩; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/২৫)*। রাসূল (ছাঃ) সামান্য আটা মিশ্রিত পানি দ্বারাও গোসল করেছেন *(নাসাঈ হা/২৪০; মিশকাত হা/৪৮৫; ইরওয়া হা/২৭, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মদিনে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-ইবাদুর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মদিন মনে করে সোমবারে ছিয়াম রাখা যাবে না। কারণ জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন ইসলামে বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন প্রথমতঃ এই কারণে যে, তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও প্রথম অহি প্রাপ্ত হয়েছিলেন *(মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৫)*। দ্বিতীয়তঃ প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে বান্দার আমলনামা আল্লাহ্র নিকট পেশ করা হয়। তিনি বলতেন, আমি পসন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহ্র নিকট ছিয়াম অবস্থায় পেশ করা হৌক *(তিরমিযী হা/৭৪৭; মিশকাত হা/২০৫৬)*। ইসলামে কেবল সাতটি দিবস ঈদ হিসাবে পালনীয়। জুম'আ, দুই ঈদ, আরাফার দিন ও ঈদুল আযহার পরের তিন দিন *(দ্র. 'ছিয়াম ও ক্বিয়াম' ১০৭ পৃ.)*। এর বাইরে কোন দিবস পালন করা শরী'আত বহির্ভূত।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : কুরবানীর দিন কুরবানীর নিয়ত ছাড়া কয়েকজন মিলে গরু যবেহ করে খেতে পারবে কি?

-রায়হান, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কুরবানী ইসলামের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। কুরবানীর দিনগুলিতে কুরবানীর পশুও ইসলামের নিদর্শন *(হজ্জ ২২/৩৬)*। সুতরাং এই দিনগুলিতে কুরবানী ব্যতীত

গোশত খাওয়ার নিয়তে অন্য কোন কুরবানীযোগ্য পশু যবেহ করা সমীচীন নয়। কুরবানীর দিনসহ আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলির গোশত খাওয়ার জন্য শরী'আত নির্ধারণ করেছে *(মুসলিম হা/১১৪১)*। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয়ই সেটি তার হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির প্রকাশ *(হজ্জ ২২/৩২)*। এক্ষণে ইসলামের নিদর্শনের দিনগুলিতে কুরবানীর নিয়ত ব্যতীত অন্য কোন কুরবানীযোগ্য পশু যবেহ করে ভাগাভাগি করে নেয়া শরী'আতের একটি বিধানকে অবজ্ঞা করার শামিল, যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে কারো বিবাহ বা অলীমা অনুষ্ঠানে এই জাতীয় শারঈ গুরুত্বপূর্ণ কাজে গরু বা যেকোন হালাল প্রাণী যবেহ করতে পারে।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : কোন বই বা পত্রিকায় অন্যান্য লেখার সাথে কুরআনের আয়াত লেখা থাকলে সেগুলো কি পুড়িয়ে ফেলতে হবে? না কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে?

-সামিন ইয়াসার, জল্লারপাড়, সিলেট।

উত্তর : কোন বই বা পত্রিকার পাতায় কুরআনের আয়াত থাকলে তা সম্মানের সাথে রাখতে হবে এবং অন্য কাজে ব্যবহার করা থেকে সাধ্যমত বিরত থাকতে হবে। যদিও তা কুরআনের মুছহাফের সমতুল্য নয়। আর অধিক পুরানো হ'লে বা ব্যবহার অনুপযোগী হ'লে তা পবিত্র স্থানে পুঁতে ফেলতে হবে কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/৫৯৯; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৪৮০ পৃ.; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ২৪/০২)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : ৩৩ বছর পূর্বে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ছেলে মেয়ে পালিয়ে বিবাহ করে এবং তাদের দু'জন সাবালক ছেলে আছে। পরে কনের পরিবার বিবাহ মেনে নিলেও নতুনভাবে বিবাহ পড়ানো হয়নি। বর্তমানে কনের পিতা মৃত। তবে মা জীবিত আছেন। উক্ত বিবাহ ও সন্তান কি বৈধ?

-মাসঊদ, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি। কারণ পিতার অসম্মতিতে মেয়ের বিবাহ বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অলী ব্যতীত বিবাহ নেই' *(তিরমিযী হা/১১০১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩০)*। তিনি বলেন 'কোন মহিলা যদি অলীর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে তাহ'লে তার ঐ বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(তিরমিযী হা/১১০২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১)*। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, 'কোন মহিলা কোন মহিলাকে বিবাহ দিতে পারবে না এবং কোন মহিলা নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২; মিশকাত হা/৩১৩৭)*। তবে তার সন্তান জারজ হবে না এবং সেই সন্তান পিতার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে। কেননা এই বিবাহ সঠিক পদ্ধতিতে না হ'লেও 'শিবহে নিকাহ' বা বিবাহের অনুরূপ হিসাবে গণ্য হবে *(নববী, আল মাজমূ' ১৬/১৪৬; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/১০৩; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ১১/১৯৬)*। এক্ষণে তওবা করে নতুনভাবে শারঈ পদ্ধতিতে বর্তমান অভিভাবকের সম্মতিতে বিবাহ পড়িয়ে নেওয়া কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : ইউরোপে বাঙালীদের অনেকেই আইন পেশায় আছেন, যাদের অধিকাংশই মূলতঃ বাংলাদেশীদের ইউরোপে আসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে দেন। তারা অভিবাসন নিশ্চিত করতে অনেক সময় অসত্য তথ্য প্রদান করেন। এসব দেশে আইনী পেশায় যুক্ত থাকা কি জায়েয হবে? অন্যদিকে একজন মুসলিমের জন্য যেহেতু অমুসলিম দেশে সাধারণভাবে বসবাস করা জায়েয নয়; সেহেতু কোন মুসলিমকে এসব দেশে অভিবাসনের ব্যবস্থা করা কি জায়েয হবে?

-জাহাঙ্গীর আলম, লণ্ডন, ইংল্যাণ্ড।

উত্তর : যেকোন পেশায় অসত্য তথ্য প্রদান করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না *(বাক্বারাহ ২/৪২)*। তবে এজন্য আইনী পেশায় যুক্ত থাকা নিষিদ্ধ নয়; বরং কোনরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

অন্যদিকে অমুসলিম এলাকায় তাদের সাথে বসবাস করতে রাসূল (ছাঃ) নিরুৎসাহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'মুশরিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত...' *(আবুদাউদ হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৩৫৪৭)*। তিনি বলেন, 'মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস করো না, তাদের সংসর্গেও যেয়ো না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে' *(তিরমিযী হা/১৬০৫; ছহীহাহ হা/২৩৩০)*। মূলতঃ তাদের ভ্রষ্ট আক্বীদা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতি থেকে আত্মরক্ষার জন্যই রাসূল (ছাঃ) এরূপ নির্দেশনা দিয়েছেন। অতএব সাধারণভাবে অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অভিবাসন সমীচীন নয়।

তবে দ্বীন পালনের নিশ্চয়তা থাকলে এবং ফিৎনা থেকে মুক্ত থেকে নিজের ঈমান-আক্বীদা রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হ'লে অমুসলিম দেশে গমন করা যায় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/২১৪)*। সেক্ষেত্রে শর্ত হ'ল- (১) সে যথেষ্ট দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী হবে, যার মাধ্যমে সে হারাম থেকে বাঁচতে পারে (২) নিজে দ্বীন পালনে পূর্ণ সচেষ্ট থাকবে (৩) সেখানে বসবাসের বিশেষ প্রয়োজন থাকবে। উক্ত শর্তগুলি পূরণ না করতে পারলে অমুসলিম দেশে বা এলাকায় বসবাস না করাই কর্তব্য। কেননা তাতে নিজে কিংবা পরিবারের সদস্যদের যে কোন সময় ফেৎনায় পতিত হওয়ার আশংকা থাকে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/১৩১-৩২)*। সুতরাং আইনী পেশায় থেকে অভিবাসনের কাজে সহযোগিতা করা যাবে, যদি প্রার্থী উক্ত শর্তগুলো মানার প্রতিশ্রুতি দেয়; নইলে নয়।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় সিজদারত অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে জামা'আত শেষে তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে, নাকি ছালাতের বাকী অংশ পড়লেই চলবে?

-শাফিন আহমাদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের সিজদায় কারো তন্দ্রাজনিত কারণে মস্তিস্কের পরিবর্তন দেখা দিলে এবং ইমামের তাকবীরের কারণে

তন্দ্রা দূরীভূত হয়ে গেলে ওযূ বা ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। বরং এই অবস্থায় ছালাত সম্পন্ন করবে। আর যদি সিজদায় গভীর ঘুম চলে আসে এবং ইমামের তাকবীর জানতে না পারে, তাহ'লে তার ওযূ এবং ছালাত বিনষ্ট হবে। ফলে তাকে নতুনভাবে ওযূ করে পুরো ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, চোখ হ'ল পশ্চাদ্দারের বন্ধনস্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমায় সে যেন ওযূ করে *(ইবনু মাজাহ হা/৪৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৪১৪৯; নববী, শরহ মুসলিম ৪/৭৩-৭৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ০২/১০৮৯)*।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : পার্টনারশীপ পোলট্রি ব্যবসায় প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে। সর্বসম্মতিতে শর্ত রয়েছে যে, বিনিয়োগকারী অর্জিত মুনাফার ৪০ শতাংশ পাবে, কিন্তু কোন লোকসান বহন করবে না। আর ব্যবসা পরিচালনাকারী ৬০% মুনাফা পাবে ও লোকসান বহন করবে। এরূপ ব্যবসা জায়েয হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এরূপ শর্তে ব্যবসা জায়েয হবে না। কারণ উক্ত চুক্তিতে যুলুম রয়েছে। ইবনু কুদামা বলেন, এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী লোকসানের ভাগিদার হয়। অথচ বিনিয়োগকারী হয় না। অথচ লাভের ক্ষেত্রে উভয়ে সমঝোতা মোতাবেক শরীক হবে। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমরা জানি না *(মুগনী ৫/২৭-২৮, ৫/৪৯, ৫১)*। এখানে ব্যবসায়ীকে দু'দিক থেকে দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। একদিকে সে ব্যবসা পরিচালনা করে, অন্যদিকে লোকসানেরও ভাগ বহন করে; যা যুলুম। সুতরাং উভয়ের সম্মতি থাকলেও এরূপ চুক্তি জায়েয নয় *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৩৮/৬৩-৬৪, ৪৪/৬)*। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ সকল শর্ত যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা বাতিল *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; মিশকাত হা/২৮৭৭)*।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : আমাদের এলাকায় মৃত ব্যক্তির নখ, চুল কাটা হয় এবং পেট চেপে মল-মূত্র বের করা হয়। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-হাসানুয্যামান, শার্শা, যশোর।

উত্তর : এ বিষয়ে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে নিজ অবস্থায় (গোঁফ ও নখসহ) রেখে দেওয়াই আমার নিকট পসন্দনীয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/১৬৯-৭০)*। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'এগুলি কাটা আমার নিকট অপসন্দনীয়। বরং আমি মনে করি, যারা এটা করে তারা বিদ'আত করে' *(আল-মুদাব্বেনাহ ১/২৫৬)*। হানাফী বিদ্বান ইবনুল হুমাম বলেন, মৃতের চুল ও নখ কাটবে না *(ফাৎহুল ক্বাদীর ২/১১০)*। যদিও শায়খ বিন বাযসহ একদল বিদ্বান কেবল লম্বা নখ ও গোঁফ কাটাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১১৪)*। তবে মৃতের পেট হালকা চাপ দিয়ে মল ও নোংরা বের করে দেওয়া যায়। যাতে পরবর্তীতে তা বের হয়ে দুর্গন্ধ না ছড়ায় *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/৩৪০)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : জনৈক নারী হঠাৎ মারা গেছেন। তাদের কোন সন্তান নেই। স্বামী, পিতা-মাতা ও এক সহোদর বোন আছেন। স্বামী জীবদ্দশায় মোহর আদায় করেননি। এখন তিনি তা আদায় করতে চান। উক্ত মোহরের হকদার কে হবে? স্বামী তা দান করতে পারবে কি? স্ত্রীর চাকুরী থেকে প্রাপ্ত কিছু টাকা স্বামীর একাউন্টে জমা আছে। ঐ টাকার হকদার কে হবেন?

-এ,কে,এম আযাদ, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : স্বামী তার স্ত্রীর মোহরানার সমুদয় অর্থ বর্তমান জীবিত ওয়ারিছদের মধ্যে মীরাছের বিধান অনুযায়ী বণ্টন করে দিবেন। তিনি তার স্ত্রীর মোহরানার অর্থ দান করতে পারবেন না। কারণ বর্তমানে তিনি উক্ত অর্থের একক মালিক নন। বরং উক্ত অর্থের মালিক জীবিত ওয়ারিছরা। এছাড়া স্ত্রীর চাকুরী থেকে প্রাপ্ত অর্থও স্বামীসহ অন্যান্য ওয়ারিছগণ মীরাছের বিধান অনুপাতে প্রাপ্ত হবেন *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৯/৮৬)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : ক্বিয়ামত না হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) মি'রাজে গিয়ে জান্নাত-জাহান্নামে মানুষ দেখতে পেলেন কিভাবে?

-হাসীবুর রশীদ, ঢাকা।

উত্তর : কোন বান্দা কি পাপ করবে এবং তার জন্য কি শাস্তি ভোগ করবে এবং কতদিন শাস্তি ভোগ করবে সবই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ তিনি তাদের ভবিষ্যৎ শাস্তি অগ্রিম প্রদর্শন করাতেও সক্ষম, যা রাসূল (ছাঃ)-কে মি'রাজ রজনীতে বা বিভিন্ন সময়ে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে জান্নাতের সুখ এবং জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি তথা অদৃশ্যের বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। অতএব এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে, যা ঈমানের অংশ *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫৩)*।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব সবই ইহূদী-খৃষ্টানদের তৈরী। দ্বীনী কাজে এসব মাধ্যম ব্যবহার করা শরী'আতসম্মত হচ্ছে কি?

-উজ্জল হোসাইন, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।
[শুধু হোসাইন নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : ইহূদী-খৃষ্টানদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নাজায়েয নয়। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলি মৌলিকভাবে হারাম নয়। বরং তা হারাম কাজে ব্যবহার করাটা হারাম। সেজন্য দ্বীনী কাজে এসব গণমাধ্যম ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। তবে অবশ্যই এই মাধ্যমগুলির খারাপ দিকগুলো থেকে নিজেদের হেফাযত করতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৪৩১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৭/১১২)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : কবরে লাশ রাখার সঠিক পদ্ধতি জানতে চাই?

-ওবায়দুল্লাহ, টিকরামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : লাশকে ডান কাতে শোয়ানো এবং ক্বিবলামুখী করে রাখা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমাদের মৃত ও জীবিত

সবার ক্বিবলা কা'বা *(আবুদাউদ হা/২৮৭৫; ইরওয়া হা/৬৯০)*। ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, এই আমল রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে *(মুহাল্লা ৫/১৭১, ৩/৪০৪)*। আলবানী ইবনু হাযমের মতকে গ্রহণ করেছেন *(আহকামুল জানায়েয ১/১৫১, তালখীছ ৬৪ পৃ)*। এক্ষেত্রে লাশ যদি ডান কাতে স্থির না থাকে, তবে লাশের পিছনে শক্ত মাটি ব্যবহার করা যায় *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৯৩; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১৫১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৮৯)*।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : হজ্জ বা ওমরাহ্‌র সময় অনেকে সারা দিনে বার বার কা'বাঘর তাওয়াফ করতে থাকেন। এভাবে ইচ্ছামত তাওয়াফ করা যাবে কি? তাওয়াফ করার ফযীলত কি?

-ওবায়দুর রহমান, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

উত্তর : তাওয়াফ বারবার করা যায়। কারণ নফল তাওয়াফের সময় ও সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাওয়াফকারীর প্রতি পদক্ষেপে একটি দাস মুক্তির ছওয়াব পাওয়া যায়, দশটি করে গুনাহ ঝরে পড়ে ও দশটি করে নেকী লেখা হয় এবং দশগুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় *(আহমাদ হা/৪৪৬২; তিরমিযী হা/৯৫৯, মিশকাত হা/২৫৮০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে নবজাতকের মত কলুষ মুক্ত হয়ে যায় *(ছহীহুত তারগীব হা/১১১৩)*। এছাড়া এর মাধ্যমে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয় *(ছহীহুত তারগীব হা/১১১২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৯/১৩৩)*।

উল্লেখ্য, তাওয়াফ করার সময় প্রতি দফায় মোট সাতবার চক্কর দিবে। ইচ্ছাকৃতভাবে এর কম বা বেশী করা যাবে না *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২৯৫)*।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : কারো ভাইয়ের স্ত্রী অনেকদিন যাবৎ অন্যের সাথে পরকীয়ায় জড়িত। বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও স্বাক্ষী না থাকায় সে শারঈ কারণে তা কাউকে জানাতে পারছেন না। এক্ষণে তার করণীয় কি? গোপন রাখা কি ঠিক হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পরকীয়া একটি জঘন্য কর্ম। এতে কেবল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেজন্য সংশোধনের স্বার্থে বিষয়টি তাকে জিজ্ঞেস করা বা তার স্বামীর কানে আভাস দেওয়ায় কোন দোষ হবে না। সাক্ষী না থাকলে বিচার করা যাবে না বা হদ কায়েম করা যাবে না। কিন্তু সংশোধনের জন্য বলা যাবে *(নববী, শরহ মুসলিম ১৬/১৩৫; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১২/১২৪)*। আল্লাহ বলেন, তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না *(আন'আম ৬/৫১)*। অর্থাৎ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ *(ইসরা ১৭/৩২)*। উল্লেখ্য যে, সুনিশ্চিতভাবে জানার পরই বিষয়টি প্রকাশ করা যাবে এবং কোনভাবেই যেন মিথ্যা সন্দেহে কারো মান-সম্মানের ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : জামাইয়ের কোন দাবী নেই। কিন্তু শ্বশুর তাকে মোবাইল উপহার দিতে চান। এক্ষণে জামাইয়ের জন্য তা গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক, ভাটই বাযার, ঝিনাইদহ।

উত্তর : শ্বশুরের দেওয়া হাদিয়া জামাইয়ের জন্য গ্রহণ করা জায়েয। বরং হাদিয়া আদান-প্রদান করা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া প্রদান কর ও মহববত বৃদ্ধি কর *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*। তিনি আরো বলেন, ...যদি আমাকে হালাল পশুর পা অথবা বাহু খাওয়ার জন্যও দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহ'লে অবশ্যই আমি তা গ্রহণ করব। আর এরূপ পা বা বাহু যদি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়, তবুও আমি তা সাদরে গ্রহণ করব *(বুখারী হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৮২৭)*। তবে হাদিয়া পাওয়ার জন্য মনে আকাঙ্ক্ষা রাখা যাবে না এবং এ ব্যাপারে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সামনে ইঙ্গিতবহ কোন কথা বলা যাবে না। উল্লেখ্য, যৌতুক গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা যেখানে মোহরানা প্রদানের বিনিময়ে বিবাহ করতে বলেছেন *(নিসা ৪/২৩)*, সেখানে উল্টো স্ত্রী বা তার পরিবারের নিকট থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বা কৌশলে কিছু গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতার শামিল।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : অমুসলিমের রক্ত মুসলমানের দেহে প্রবেশ করানো যাবে কি? এছাড়া অমুসলিমকে রক্তদানে কোন বাধা আছে কি?

- জাহিদুল ইসলাম, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর : অমুসলিমের রক্ত কোন মুসলমানের দেহে প্রবেশ করানোতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। মুশরিকগণ আক্বীদাগত তথা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে অপবিত্র *(তওবা ৯/২৮)*, তবে শারীরিক দিক দিয়ে নয়। এছাড়া অমুসলিমদেরকে রক্ত দান করতেও কোন বাধা নেই। বরং মানুষ হিসাবে মুসলিম-অমুসলিম তথা সকল মানুষের প্রতি উদার সহযোগিতাই ইসলামের শিক্ষা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক তাযা প্রাণ রক্ষায় ছওয়াব রয়েছে *(বুখারী হা/২৩৬৩, মিশকাত হা/১৯০২)*। তিনি বলেন, (নেকীর উদ্দেশ্যে কৃত) প্রত্যেক সৎকর্মই ছাদাক্বা *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮৯৩)*। অতএব এটিও ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : অনেক সময় ছালাতরত অবস্থায় কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু ছালাত শেষে দেখা যায় সামান্য মযী নির্গত হয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি? এছাড়া অনেক সময় মযী বের হওয়ার পর তা ধুয়ে ওযূ করা সত্ত্বেও ছালাতরত অবস্থায় কিছু বের হয়ে যায়। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

-নাছির, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় কারো মযী বের হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলে তাকে ওযূ করে পুনরায় পুরো ছালাত আদায় করতে হবে। আর ছালাতের পর বের হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলে ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। আর ধৌত করার পরে মযী বের হ'লেও তাতে ওযূ নষ্ট হবে। সেজন্য তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। তবে কারো নিয়মিত এরূপ হ'লে প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং নতুন ওযূ করে ঐ অবস্থায় ছালাত আদায় করবে

www.at-tahreek.com

এবং সুস্থতার জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৫৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮ পৃঃ; নববী, আল-মাজমূ' ৩/১৫৬)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) কি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? তিনি কি ইমাম আহমাদের তাক্বলীদ করতেন?

-তাজবীরুল হক, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ খৃ.) সালাফে ছালেহীনের মাসলাক অনুসরণকারী একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ছিলেন। মাসআলা ইসতিম্বাতের সময় তিনি ব্যক্তি নির্বিশেষে সকল ইমামের মাসআলা যাচাই করতেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তার অন্যতম অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কারণ তাঁর ফৎওয়া সমূহ সর্বাধিক হাদীছ ভিত্তিক ছিল। তিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়াকে অগ্রাধিকার দিতেন। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে জমহূরের মতামত দলীল ভিত্তিক না হ'লে তিনি তা বাদ দিয়ে হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়া প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ يُقَلِّدَ رَجُلاً بِعَيْنِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ وَيَسْتَحِبُّهُ إلاَّ رَسُولَ اللهِ صـــ... 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত নির্দিষ্টভাবে কোন এক ব্যক্তির আদেশ বা নিষেধের তাক্বলীদ করা বা তাদের কথাকে মুস্তাহাব বলা কারো জন্য সমীচীন নয়। বরং মুসলমানরা সোনালী যুগ থেকেই মুসলিম বিদ্বানগণের নিকট ফৎওয়া তলব করতেন এবং কখনো এর অনুসরণ করতেন আবার কখনো আরেকজনের অনুসরণ করতেন এবং বিষয়টি দ্বীনের জন্য নিরাপদ ও প্রণিধানযোগ্য হওয়ার কারণে এই ধরনের আমল বিদ্বানগণের সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৩৮৩)*। হাফেয যাহাবী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইমাদুদ্দীন ওয়াসেত্বী (রহঃ) তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন *(ইবনু রজব, যায়লু তাবাক্বাতিল হানাবিলা ৪/৩৯০; আল-'উকূদুদ দুর্রিইয়াহ ৩১১ পৃ.; তাবাক্বাতুল হুফফায ৫১৬ পৃ.)*। ৮৫ জন জীবনীকার তাঁকে 'শায়খুল ইসলাম' বলে আখ্যায়িত করেছেন *(নাছিরুদ্দীন দিমাশক্বী, আর রাদ্দুল ওয়াফির 'আলা মান যা'আমা.... বই দ্রষ্টব্য)*। এছাড়াও হানাফী বিদ্বান মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি খণ্ডন করেছেন *(মিরক্বাত ৭/২৭৬৮-৭২)*। অতএব ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একজন যুগশ্রেষ্ঠ সালাফী ও মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। তিনি মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : ছালাতুল হাজত-এর বিধান ও পদ্ধতি কি? এটা যে কোন সময়ে, এমনকি নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যায় কি?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতুল হাজত আদায় করা মুস্তাহাব। যেকোন বিপদে বা প্রয়োজনে আল্লাহ্র সাহায্য কামনার উদ্দেশ্যে ওযূ করে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি কিংবা বিশেষ কোন দো'আ ব্যতীত সাধারণ পদ্ধতিতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। আল্লাহ ছবর ও ছালাতের মাধ্যমেই তার সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*। রাসূল ও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ভীতি অনুভব করলেই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৯৭৫; আহমাদ হা/২৩৯৭২; ছহীহাহ হা/৩৪৬৬)*। রাসূল (ছাঃ) যখন কোন সংকটে পড়তেন, তখন ছালাতে রত হ'তেন *(ছহীহুল জামে' ৪৭০৩; মিশকাত হা/১৩১৫)*। তবে এটি নফল ছালাত হওয়ায় এর জন্য কোন নিষিদ্ধ সময় নেই *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২৭/২১১-১৫; ছালাতুর রাসূল ২৬১-৬২ পৃ.)*। উল্লেখ্য, ছালাতুল হাজত ও তাতে পঠিতব্য দো'আ সম্পর্কে যে চারটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যার দু'টি জাল ও দু'টি অত্যন্ত যঈফ *(যঈফুত তারগীব হা/৪১৬, ৪১৮; যঈফুল জামে' হা/৫৮০৯; মিশকাত হা/১৩২৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/১৬২)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : বাসার গ্যাস সংযোগ অবৈধ। এতে রান্না করা খাবার হালাল হবে কি?

-মুহাম্মাদ আরেফীন, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ কর্ম সরকারী সম্পদ তথা জনগণের সম্পদ অবৈধভাবে ব্যবহার করা আত্মসাৎ করা বা আমানতের খেয়ানত করার শামিল। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। তবে খাবার হালাল হ'লে তা খাওয়াতে দোষ নেই। কিন্তু অবৈধ সংযোগ ব্যবহারের কারণে সে গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : আমরা দুই ভাই-বোন। আমাদের পিতা তার ক্রয়কৃত অধিকাংশ জমি আমাদের মায়ের নামে লিখে দিয়েছেন। মায়ের মৃত্যুর পর তার জমি কিভাবে ভাগ হবে?

-আবিদ আহমাদ, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : পিতার সম্পত্তির মত মায়ের সম্পত্তিও 'ছেলেরা মেয়ের দ্বিগুণ' ভিত্তিতে বণ্টিত হবে *(নিসা ৪/১১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১৯/৪৬৭)*। এছাড়া মায়ের জীবিত অন্য কোন ওয়ারিছ থাকলে তারাও উক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাবেন।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : রাসূল (ছাঃ) প্রতিদিন সকালে মধু পান করতেন- এর সত্যতা আছে কি?

-মিনহাজ, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) মধু পান করতে পসন্দ করতেন *(বুখারী হা/৫২৬৮)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রায়ই মধু পান করতেন *(মুসলিম হা/২০০৮; মিশকাত হা/৪২৮৬)*। তিনি তার স্ত্রীগণের নিকটে গেলে মধু পান করতেন *(বুখারী হা/৫২৬৮)*। তিনি ছাহাবীগণকে মধু পানের মাধ্যমে চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত করতেন *(বুখারী হা/৫৬৮০; মিশকাত হা/৪৫১৬)*। তবে নির্দিষ্টভাবে প্রতিদিন সকালে মধু পান করতেন মর্মে ফাৎহুল বারী ও যাদুল মা'আদে সনদ বিহীন একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয় *(ফাৎহুল বারী ৯/৫৫৭; উমদাতুল কারী ২১/২৩২; যাদুল মা'আদ ৪/২০৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : ফরয গোসল দেরিতে করা যাবে কি? তথা উক্ত অবস্থায় পুরো রাত্রি অতিবাহিত করে ফজরের ছালাতের পূর্বে গোসল করলে গুনাহ হবে কি?

-হাফীযুর রহমান, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় ফজরের ছালাত পর্যন্ত ফরয গোসল বিলম্ব করা যাবে। তবে এসময় ওযূ করে নেওয়া মুস্তাহাব।

www.at-tahreek.com

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন নাপাক থাকতেন তখন কিছু খাওয়া অথবা ঘুমানোর ইচ্ছা করলে ওযূ করে নিতেন *(মুসলিম হা/৩০৫; মিশকাত হা/৪৫৩)*। ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ নাপাকী অবস্থায় ঘুমাতে পারে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে চাইলে ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করে নিতে পারে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২১১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১২১৬; আদাবুয যিফাফ ১১৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : পরহেযগারিতা সহ কাংখিত সদগুণাবলী সম্পন্ন স্বামী বা স্ত্রী পাওয়ার জন্য বিশেষ কোন দো'আ বা আমল আছে কি?

-আব্দুল্লাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সদগুণাবলী সম্পন্ন স্বামী বা স্ত্রী পাওয়ার জন্য বিশেষ কোন দো'আ কুরআন বা হাদীছে বর্ণিত হয়নি। তবে সারগর্ভ দো'আ হিসাবে বেশী বেশী *'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'* দো'আটি পাঠ করা যায়। এই দো'আটি রাসূল (ছাঃ) অধিকহারে পাঠ করতেন *(বুখারী হা/৬৮৩৯; মিশকাত হা/২৪৮৭)*, যা ছালাতের শেষ বৈঠকে ও ছালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় পড়া যাবে। এছাড়া কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্র ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য ছালাতুল ইস্তিখারা আদায় করা যায় *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : জনৈক বক্তা বলেন, মৌখিক আযান যতদূর পর্যন্ত শোনা যাবে, ততদূর পর্যন্ত অন্য মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। এর সত্যতা জানতে চাই।

-শামীম, পাশুণ্ডিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত শর্তটি মসজিদ নির্মাণের জন্য নয় বরং জামা'আতে উপস্থিতি ওয়াজিব হওয়ার জন্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনল এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে উপস্থিত হ'ল না, তার ছালাত নেই *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭; ফাৎহুল বারী ২/৩৮৫; উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৫/৭৩)*। এক্ষণে নতুন মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে শর্ত হ'ল, ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা বা পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ও যিদবশতঃ না হওয়া, মসজিদে জায়গা সংকুলান না হওয়া এবং একই মহল্লায় না হওয়া *(আবুদাউদ হা/৪৫৫; মিশকাত হা/৭১৭; কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১০৭ আয়াত; আলবানী, আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব, পৃঃ ৩৯৮)*। স্মর্তব্য যে, মসজিদ বড় হওয়া এবং জামা'আতে মুছল্লীর সংখ্যা বেশী হওয়া অধিক ছওয়াব প্রাপ্তির কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একাকী পড়ার চেয়ে দু'জনে, দু'জনের চেয়ে তিন জনে ছালাত আদায় করা উত্তম। এভাবে যত মুছল্লী বেশী হবে, ততই তা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয়তর হবে *(আবুদাউদ হা/৫৫৪, মিশকাত হা/১০৬৬; ফাৎহুল বারী ২/১৩৬)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : নিফাস ভালো হওয়ার ৪-৫ দিন পর পুনরায় রক্ত আসলে তা হায়েয না ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে?

-শাহরিমা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এটি উক্ত নারীর হায়েযের নিয়মিত সময়সীমার উপর নির্ভর করবে। সাধারণভাবে যে সময় হায়েয হওয়ার কথা, সেসময় রক্তস্রাব শুরু হ'লে সেটি হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি রক্তস্রাব অনিয়মিত হয় তাহ'লে তা ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে। সাধারণত নিফাস বন্ধ হওয়ার পর ইস্তিহাযা হয় না। এক্ষণে চল্লিশ দিনের পূর্বে নিফাস বন্ধ হওয়ার পর আবার রক্তস্রাব হ'লে তা নিফাসের হুকুমে পড়বে। কারণ নিফাসের সর্বোচ্চ সময় চল্লিশ দিন *(আবুদাউদ হা/৩১১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/২২৫, ১৫/১৯৮; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/১৪৬; ফাতাওয়া ইবনু জাবরীন ১৬/১৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : আমার স্ত্রী পালিত সন্তান। তাকে ও আমাকে এখনো পর্যন্ত আসল পিতা-মাতা সম্পর্কে জানানো হয়নি। এনিয়ে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার মত অবস্থা হয়েছে। আমার মধ্যে কখনোই কিছু চাওয়া-পাওয়ার ছিল না। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

-আনীসুর রহমান, ঢাকা।

উত্তর : এমন একটি বিষয় নিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করার যাবে না। বরং এমতাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সম্পর্ক বজায় রেখে আসল পিতা-মাতার পরিচয় জানার চেষ্টা করবে। কারণ শ্বশুর পরিবার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিচয় গোপন রাখেন, তাহ'লে তারা গুনাহগার হবেন। কেননা একারণে পালক সন্তান অন্যকে পিতা-মাতা সাব্যস্ত করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যকে পিতা-মাতা বলে, তার জন্য জান্নাত হারাম' *(বুখারী হা/৪৩২৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪)*।

স্মর্তব্য যে, এক্ষেত্রে পরিচয় প্রকাশে অনীহার কারণ এমনটাও হতে পারে যে, উক্ত সন্তান অজ্ঞাত স্থান থেকে পাওয়া। ফলে পরিচয় পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। অতএব সর্বাবস্থায় ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে এবং লালন-পালনকারীদের সাথে যথাসম্ভব সুন্দর আচরণ করতে হবে।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) নিজের পিতার নামে কসম খেয়েছেন। এক্ষণে পিতা-মাতার নামে বা তাদের মাথায় হাত রেখে কসম খাওয়া যাবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : পিতা-মাতার নামে এভাবে কসম খাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করল, সে ব্যক্তি শিরক করল' *(তিরমিযী হা/১২৪১; মিশকাত হা/৩৪১৯)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি কসম করতে চায় তাহ'লে সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০৭)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মূর্তির নামে এবং তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০৮)*। উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) নিজ পিতার নামে কসম খেয়েছেন মর্মে আবুদাউদে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ হা/৩৮১৭; মিশকাত হা/৪২৬১ 'খাদ্যসমূহ' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ)*।

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০২১ ২৪তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

YEAR TABLE (24th Vol.) বর্ষসূচী-২৪ (Oct. 2020 to Sept. 2021)

(২৪তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০২০ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :** ১. পররাষ্ট্র নীতি নিশ্চিত করুন! *(অক্টোবর'২০)* ২. ইসলামী আইনের কল্যাণকারিতা *(নভেম্বর'২০)* ৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি *(ডিসেম্বর'২০)* ৪. চেতনার সংঘর্ষ *(জানুয়ারী'২১)* ৫. আন্তঃধর্ম শান্তি সম্মেলন *(ফেব্রুয়ারী'২১)* ৬. সিলেবাস থেকে বিবর্তনবাদ ছাঁটাই করুন! *(মার্চ'২১)* ৭. দর্শনীয় স্থানগুলি শিক্ষণীয় স্থান রূপে গড়ে তুলুন! *(এপ্রিল'২১)* ৮. আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিন! *(মে'২১)* ৯. বর্বর ইস্রাঈলী হামলা; ফিলিস্তীনের বিজয় আসন্ন *(জুন'২১)* ১০. হে প্রভু! একটা শ্বাস দাও *(জুলাই'২১)* ১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিন! *(আগস্ট'২১)* ১২. তালেবানদের পুনরুত্থান ও আমাদের প্রত্যাশা *(সেপ্টেম্বর'২০)*।

*** দরসে কুরআন :** ১. ঈমানী সংকট *(অক্টোবর'২০)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. ইসলামে বাক স্বাধীনতা *(জানুয়ারী-মার্চ'২১)-ঐ* ৩. আল্লাহ সর্বশক্তিমান *(আগস্ট'২১)-ঐ* ।

*** দরসে হাদীছ :** ১. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আখেরাত বিশ্বাসের ফলাফল *(মার্চ'২১)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. আমানতদারিতা *(সেপ্টেম্বর'২১)-ঐ* ।

*** প্রবন্ধ :**

অক্টোবর'২০ : ১. আদর্শ চিকিৎসকের করণীয় ও গুণাবলী *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ২. মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব *(২৪/১- ৩) -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ৩. মুসলমানদের রোম ও কন্সটান্টিনোপল বিজয় *(২৪/১-২) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ।

নভেম্বর'২০ : ১. প্রগতি ও সংকট *-আফতাব আহমদ রহমানী* ২. অনুভূতির ছাদাক্বাহ *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩. বিতর্কের ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় *(২৪/২-৪) -আসাদ বিন আব্দুল আযীয* ।

ডিসেম্বর'২০ : ১. নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান *(২৪/৩-৫) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৩. দাস মুক্ত করার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল সমূহ *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৪. অভ্যাসগত বিশ্বাস থেকে চিন্তাশীল বিশ্বাসের পথে যাত্রা *-মুহাম্মাদ আনওয়ারুল কারীম* ।

জানুয়ারী'২১ : ১. হকের পথে বাধা : মুমিনের করণীয় *(২৪/৪-৫) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ।

ফেব্রুয়ারী'২১ : ১. আহলেহাদীছ মসজিদে হামলা : ইসলামী লেবাসে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন *(২৪/৫, ৮) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনীর আয়নায় নিজেকে দেখ *-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আয় শামিল হওয়ার উপায় *- আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ।

মার্চ'২১ : ১. মোবাইল ব্যবহারের আদব ও সতর্কতা *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. করোনার নববী চিকিৎসা *-কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* ৩. মিথ্যা সাক্ষ্য দানের ভয়াবহতা *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ৪. অভ্যাসকে ইবাদতে পরিণত করার উপায় *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ।

এপ্রিল'২১ : ১. আল্লাহ্‌র সাথে আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. নববী চিকিৎসা পদ্ধতি *(২৪/৭-১১) -ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* ৩. মানুষের দো'আয় শামিল হওয়ার উপায় *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৪. সমাজ সংস্কারে ফরায়েযী আন্দোলনের ভূমিকা *-এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ* ৫. কিভাবে নিজেকে আলোকিত করবেন? *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ।

মে'২১ : ১. পিতা-মাতার সাথে আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. অল্পে তুষ্টি *(২৪/৮-১২) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩. যাকাতুল ফিৎর : একটি পর্যালোচনা *-মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম* ৪. ঈদায়েনের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৫. যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ।

জুন'২১ : ১. ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ *(২৪/৯-১২) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ৩. ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য *-অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ।

জুলাই'২১ : ১. ইস্রাঈলীদের মন্দ পরিণতি *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. অপরিবর্তনীয় জ্ঞান বনাম পরিবর্তনীয় জ্ঞান *-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া* ৩. যিলহজ্জ মাসের ফযীলত ও আমল *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ৪. মাসায়েলে কুরবানী *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ।

আগস্ট'২১ : ১. সার্ভকোয়াল মডেলের আলোকে শিক্ষা পরিষেবার গুণমান নির্ণয় *-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া* ২. মুহাররম ও আশূরা : করণীয় ও বর্জনীয় *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ।

সেপ্টেম্বর'২১ : ১. চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করার বিধান *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ।

অর্থনীতির পাতা : ১. উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে যাকাত-এর ভূমিকা *(জানুয়ারী'২১) -বিকাশ কান্তি দে* ২. ইসলামী দৃষ্টিকোণে ই-কমার্স : একটি পর্যালোচনা *(মার্চ'২১) -আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক* ।

সাময়িক প্রসঙ্গ : ১. উপকূলীয় এলাকা কি বিলীন হয়ে যাবে? *(অক্টোবর'২০) -অনিমেষ গাইন, শিবলী সাদিক, মফিজুর রহমান* ২. নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ : সমাধান কোথায়? *(নভেম্বর'২০) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৩. সভ্যতার সঙ্কট ও ধর্মনিরপেক্ষ জঙ্গীবাদ *(ডিসেম্বর'২০) -আবু রুশদ* ৪. (ক) ভাস্কর্যে নয়, হৃদয়ে ধারণ করুন! *(জানুয়ারী'২১) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (খ)* মূর্তি, ভাস্কর্য ও সমকালীন প্রসঙ্গ *(জানুয়ারী'২১) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৫. (ক) পার্বত্য শান্তিচুক্তির হাল-অবস্থা *(ফেব্রুয়ারী'২১) -মেহেদী হাসান পলাশ* (খ) ককেশীয় গ্রেট গেমে তুর্কি সুলতান *(ফেব্রুয়ারী'২১) -ফারুক ওয়াসিফ* ৬. আজারবাইজানের নাগর্নো-কারাবাখ বিজয় *(মার্চ'২১) -মুহাম্মাদ ফেরদাউস* ৭. ইস্রাঈলের সঙ্গে অঘোষিত সম্পর্ক কেন অনুচিত *(জুলাই'২১) -কামাল আহমাদ* ৮. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হোক *(আগস্ট'২১) -অজয় কান্তি মণ্ডল* ৯. (ক) নদী আটকে চীনের বাঁধ ও শত বছরের ধ্বংসযজ্ঞ *(সেপ্টেম্বর'২১) -ব্রহ্ম চেলানি* (খ) সিঙ্গাপুর যে কারণে উন্নত *(সেপ্টেম্বর'২১)* ।

সরেযমীন প্রতিবেদন : ১. 'আহলেহাদীছের আস্তানা, সালথা থানায় থাকবে না' মুসলিম দেশে এ কেমন শ্লোগান! *(জানুয়ারী'২১) -মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ* ।

ছাহাবী চরিত : মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ) *(মার্চ'২১) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ।

মনীষী চরিত : ১. শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(২৪/১-২, ৭-৯, ১১-১২) -ড. নূরুল ইসলাম* ২. মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী *(মার্চ'২১) -ঐ* ।

মনীষীদের জীবন থেকে : ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)-এর জীবনের কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা *(২৪/৬) -ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম* ।

মহিলাদের পাতা : ১. ছয়টি বাক্যের অনন্য সান্ত্বনা ও আমাদের শিক্ষা *(২৪/৬) -শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন* ২. পর্দা : বন্দীত্ব নয় স্বাধীনতা *(২৪/১০) -নিশাত তাসনীম* ।

স্মৃতিচারণ : প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান : কিছু স্মৃতি *(২৪/৮) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ।

সাক্ষাৎকার : প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া *(জুন'২১)* ।

ইতিহাসের পাতা থেকে : ১. দিলালপুর : আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র *(অক্টোবর'২০) -এডভোকেট জারজিস আহমাদ* ২. একজন কৃষ্ণকায় দাসের পরহেযগারিতা *(নভেম্বর'২০) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩. ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর জীবনী থেকে কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা *(জানুয়ারী'২১) -ঐ* ৪. খলীফা ওমর (রাঃ)-এর অনুশোচনা *(জুন'২১) -সুমাইয়া আখতার* ।

অমর বাণী : *(২৪/১-৭, ১০, ১২) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ।

হকের পথে যত বাধা : ১. তোমাকে দাওয়াতী কাজের জন্য ঘর ভাড়া দেইনি *(অক্টোবর'২০) -ডা. মুহাম্মাদ ফযলুল হক* ২. আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী, এটাই কি আমার অপরাধ! *(নভেম্বর'২০) -কামাল আহমাদ* ।

হকের দিশা পেলাম যেভাবে : ১. স্রেফ মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হোক আমাদের পথচলা *(ডিসেম্বর'২০) -ইকবাল হোসাইন* ২. ও চটি বই পড়ে পাগল হয়ে গেছে... মুছতফা *(জানুয়ারী'২১)* ৩. দলীল-টলিল বুঝি না, তোর মসজিদেই আসার দরকার নেই *(ফেব্রুয়ারী'২১) -আল-আমীন* ৪. কোন মুফতী লাগবে না... তুই কাফের হয়ে গেছিস *(মার্চ'২১)* -ডা. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান ।

হাদীছের গল্প : ১. আমর ইবনু আবাসা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ *(মে'২১) -মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার* ২. খুৎবাতুল হাজাতের গুরুত্ব ও ব্যক্তির উপরে তার প্রভাব *(জুলাই'২১) -ঐ* ৩. ইয়ামামাবাসীর নেতা ছুমামাহ ইবনু উছাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী *(আগস্ট'২১) -ঐ* ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ১. মাদক মামলার এক আসামীর গল্প *(অক্টোবর'২০) -মতীউর রহমান* ।

চিকিৎসা জগত : ১. চা-কফি পানের উপকারিতা *(নভেম্বর'২০)* ২. শীতকালীন রোগ ও তার প্রতিকার *(ডিসেম্বর'২০)* ৩. শীতে শরীরের ব্যথা থেকে মুক্তির উপায় *(জানুয়ারী'২১)* ৪. ডায়াবেটিস ও ওযন কমাতে কার্যকর আখের রস! *(মার্চ'২১)* ৫. ডিমেনশিয়া : ভুলে যাওয়া যখন রোগ *(এপ্রিল'২১)* ৬. তরমুজের উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ *(মে'২১)* ৭. করোনা থেকে সেরে ওঠার পরও যেসব শারীরিক ও মানসিক জটিলতা থেকে যায় *(জুলাই'২১)* ৮. তেঁতুলের কিছু উপকারিতা *(আগস্ট'২১)* ৯. (১) বজ্রপাত থেকে বাঁচতে করণীয় (২) নিম : পৃথিবীর সবচেয়ে উপকারী গাছ (৩) ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকর কিছু খাবার *(সেপ্টেম্বর'২১)* ।

ক্ষেত-খামার : ১. বাড়ছে কাজুবাদামের ফলন, বাড়ছে নতুন উদ্যোক্তা *(নভেম্বর'২০)* ২. (ক) পানির উপর সবজি চাষ পদ্ধতি (খ) ভূতিয়ার বিলে পানির উপরে কৃষকদের মৌসুমী সবজি চাষ *(জানুয়ারী'২১)* ৩. (ক) রাসায়নিক ছাড়াই ফসল উৎপাদনে সফলতা (খ) বিচিহীন কুল চাষে সফল মাগুরার নাছির *(মার্চ'২১)* ৪. একসাথে তিন ফসল আবাদ *(এপ্রিল'২১)* ৫. স্কোয়াশ চাষে অভাবনীয় সাফল্য *(মে'২১)* ৬. দেশী পদ্ধতিতে সাম্মাম চাষে সাফল্য *(জুন'২১)* ৭. (ক) বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে দুগ্ধখামারি (খ) রাজস্থানের দুম্বা-ছাগলে বদলে গেছে সোহেলের স্বপ্ন *(জুলাই'২১)* ।

পাঠকের মতামত : 'আত-তাহরীক' তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে *-মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান (মার্চ'২১)* ।

বিশেষ সংবাদ : **১.** ডা. মুহাম্মাদ শাহজাহান-এর মৃত্যু *(অক্টোবর'২০)* **২.** ডা. আব্দুল কুদ্দূস-এর মৃত্যু *(ঐ)* **৩.** মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী *(নেপাল)*-এর মৃত্যু *(ঐ)* **৪.** প্রখ্যাত সীরাত গবেষক প্রফেসর ড. ইয়াসীন আযহার ছিদ্দীকী *(ভারত)*-এর মৃত্যু *(নভেম্বর'২০)* **৫.** প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক *(কুয়েত)*-এর মৃত্যু *(নভেম্বর'২০)* **৬.** প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আদম আল-আছয়ূবী *(ইথওপিয়া)*-এর মৃত্যু *(নভেম্বর'২০)* **৭.** শায়খ আলী হাসান আল-হালাবী *(জর্ডান)*-এর মৃত্যু *(ডিসেম্বর'২০)* । **৮.** মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দের সাবেক আমীর হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া দেহলভীর-এর মৃত্যু *(জানুয়ারী'২১)* **৯.** সীরাত সেমিনার'২১ *(মার্চ'২১)* **১০.** শিক্ষক প্রশিক্ষণ ২০২১ *(ঐ)* ১১. লেখক সম্মেলন ২০২১ *(মে'২১)* **১২.** কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর'২১ *(ঐ)* ১৩. 'আত-তাহরীক অনলাইন টিভি'র দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট *(জুন'২১)* ।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি **২.** দরসে কুরআন ৩টি **৩.** দরসে হাদীছ ২টি **৪.** প্রবন্ধ ৩৮টি **৫.** অর্থনীতির পাতা ২টি **৬.** সাময়িক প্রসঙ্গ ১২টি **৭.** সরেযমীন প্রতিবেদন ১টি **৮.** ছাহাবী চরিত ১টি **৯.** মনীষী চরিত ২টি **১০.** স্মৃতিচারণ ১টি **১১.** সাক্ষাৎকার ১টি **১২.** মহিলাদের পাতা ২টি **১৩.** মনীষীদের জীবন থেকে ১টি **১৪.** ইতিহাসের পাতা থেকে ৪টি **১৫.** হকের পথে যত বাধা ২টি **১৬.** হকের দিশা পেলাম যেভাবে ৪টি **১৭.** অমর বাণী ৯টি **১৮.** হাদীছের গল্প ৩টি **১৯.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ১টি **২০.** চিকিৎসা জগৎ ১১টি **২১.** ক্ষেত-খামার ১০টি **২২.** কবিতা ৪৬টি **২৩.** পাঠকের মতামত ১টি **২৪.** বিশেষ সংবাদ ১৩টি **২৫.** প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি । স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে ।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	২৩ মুহাররম	১৭ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৩৪
০৩ সেপ্টেম্বর	২৫ মুহাররম	১৯ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৪	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৫	০৭:৩১
০৫ সেপ্টেম্বর	২৭ মুহাররম	২১ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৫	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:২৯
০৭ সেপ্টেম্বর	২৯ মুহাররম	২৩ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	০১ ছফর	২৫ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৭	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:০৯	০৭:২৫
১১ সেপ্টেম্বর	০৩ ছফর	২৭ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৭	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৭	০৭:২২
১৩ সেপ্টেম্বর	০৫ ছফর	২৯ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৫	০৭:২০
১৫ সেপ্টেম্বর	০৭ ছফর	৩১ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৯	০৫:৪৪	১১:৫৩	০৩:২০	০৬:০৩	০৭:১৮
১৭ সেপ্টেম্বর	০৯ ছফর	০২ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩০	০৫:৪৫	১১:৫৩	০৩:১৯	০৬:০১	০৭:১৬
১৯ সেপ্টেম্বর	১১ ছফর	০৪ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩১	০৫:৪৬	১১:৫২	০৩:১৮	০৫:৫৮	০৭:১৩
২১ সেপ্টেম্বর	১৩ ছফর	০৬ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩১	০৫:৪৬	১১:৫১	০৩:১৭	০৫:৫৬	০৭:১১
২৩ সেপ্টেম্বর	১৫ ছফর	০৮ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩২	০৫:৪৭	১১:৫১	০৩:১৬	০৫:৫৪	০৭:০৯
২৫ সেপ্টেম্বর	১৭ ছফর	১০ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৩	০৫:৪৮	১১:৫০	০৩:১৫	০৫:৫২	০৭:০৭
২৭ সেপ্টেম্বর	১৯ ছফর	১২ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৪	০৫:৪৮	১১:৪৯	০৩:১৪	০৫:৫০	০৭:০৫
২৯ সেপ্টেম্বর	২১ ছফর	১৪ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৪	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১৩	০৫:৪৮	০৭:০৩
০১ অক্টোবর	২৩ ছফর	১৬ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৫	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০১
০৩ অক্টোবর	২৫ ছফর	১৮ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৬	০৫:৫০	১১:৪৭	০৩:১১	০৫:৪৪	০৬:৫৯
০৫ অক্টোবর	২৭ ছফর	২০ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৭	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪২	০৬:৫৭
০৭ অক্টোবর	২৯ ছফর	২২ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৬	০৩:০৮	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	০২ রবীঃ আউঃ	২৪ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৬:৫৩
১১ অক্টোবর	০৪ রবীঃ আউঃ	২৬ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৯	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৬:৫১
১৩ অক্টোবর	০৬ রবীঃ আউঃ	২৮ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৪০	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩	০৬:৪৯
১৫ অক্টোবর	০৮ রবীঃ আউঃ	৩০ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৬:৪৮

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−২	−১
গাযীপুর	০	০	+১	−১	০
শরীয়তপুর	+১	+১	০	−১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	−২	−১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+৩	+১	+২
কিশোরগঞ্জ	−২	−১	−১	−২	−১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	০	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	−২	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩	+৩	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	+১	০	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+১	+২
ফরিদপুর	+৩	+৩	+৩	+১	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+১	+২	+৩	+১	+৩
ময়মনসিংহ	−১	০	+১	−১	+১
জামালপুর	+১	+২	+৩	+১	+৩
নেত্রকোণা	−২	−১	০	−২	০

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৫	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৬	+৬	+৫	+৪	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৮	+৬	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+২	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৭	+৫	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৬	+৪	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৩	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৩	+২	+৩
বাগেরহাট	+৪	+৩	+২	+১	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৪	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+২	+১	০	−১	০
পটুয়াখালী	+২	+১	০	−১	−১
পিরোজপুর	+৩	+২	+১	০	+১
বরিশাল	+১	+১	০	−১	−১
ভোলা	০	০	−১	−২	−২
বরগুনা	+৩	+২	০	−১	০

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+২	+৩
পাবনা	+৫	+৫	+৫	+৪	+৫
বগুড়া	+৩	+৫	+৫	+৩	+৫
রাজশাহী	+৭	+৮	+৮	+৬	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৭	+৫	+৬
জয়পুরহাট	+৪	+৬	+৭	+৫	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+১০	+৮	+১০
নওগা	+৫	+৬	+৭	+৬	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৫	+৮	+৯	+৮	+১০
দিনাজপুর	+৫	+৮	+৯	+৭	+৯
লালমণিরহাট	+২	+৪	+৬	+৩	+৬
নীলফামারী	+৪	+৭	+৮	+৬	+৮
গাইবান্ধা	+২	+৪	+৫	+৩	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৮	+১০	+৭	+১০
রংপুর	+৩	+৫	+৬	+৪	+৬
কুড়িগ্রাম	+১	+৪	+৫	+২	+৫

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৪	−৪
ফেনী	−৩	−৩	−৪	−৫	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−২	−২	−৪	−৩
রাঙ্গামাটি	−৬	−৭	−৭	−৯	−৮
নোয়াখালী	−২	−২	−৩	−৪	−৪
চাঁদপুর	০	−১	−১	−৩	−২
লক্ষ্মীপুর	−১	−১	−২	−৩	−৩
চট্টগ্রাম	−৪	−৫	−৬	−৭	−৭
কক্সবাজার	−৪	−৬	−৭	−৮	−৮
খাগড়াছড়ি	−৬	−৬	−৬	−৮	−৭
বান্দরবান	−৬	−৭	−৮	−৯	−৯

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৭	−৫	−৫	−৭	−৫
মৌলভীবাযার	−৬	−৫	−৫	−৭	−৫
হবিগঞ্জ	−৪	−৪	−৩	−৫	−৪
সুনামগঞ্জ	−৫	−৪	−৩	−৫	−৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

শবেবরাত

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অনলাইনে অর্ডার করুন

www.hadeethfoundationbd.com

এ বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- শবেবরাতের পরিচয়।
- শবেবরাতের ধর্মীয় ভিত্তি।
- এ রাতে কুরআন নাযিল হয় কি-না?
- এ রাতে রূহ সমূহের আগমন ঘটে কি-না?
- এ রাতে বান্দার গোনাহ সমূহ মাফ হয় কি-না?
- শা'বান মাসের করণীয়।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 12, September 2021

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনে বই, পত্রিকা, ক্যালেণ্ডার, দেওয়ালপত্র, পোস্টার, লিফলেট, কার্ড, ইত্যাদি স্বল্প মূল্যে ও নিখুঁতভাবে ছাপানো এবং নিজস্ব বাইণ্ডিং কারখানায় অটো মেশিনে ভাঁজ ও মানসম্পন্ন বাঁধাই করা হয়।

বিঃদ্রঃ : প্রাণীর ছবি সংবলিত এবং বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল বিরোধী কোন কিছু ছাপানো হয় না।

যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭৫৮-৫৩৫৫৪৯

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা।
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন এ্যাপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার

এ্যাপে যা সংযুক্ত করা হয়েছে

- হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ
- প্রতি মাসের আত-তাহরীক (পুরাতন সংখ্যা সহ)
- বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল (৩০০০+)
- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও অন্যান্য আলেমদের বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য (১৫০০+)
- তাবলীগী ইজতেমা, জুম'আর খুৎবা ও ইসলামী সম্মেলনের বক্তব্য সমূহ
- আত-তাহরীক টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠানসমূহ
- আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর জাগরণীসমূহ

Hadeeth Foundation
GET IT ON Google Play

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২